NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বুড়িবালামের তীরে শৌর্যের সে রক্তরাঙা ইতিহাস

পাকিস্তান ম্যাচে দলে বদল আনতে পারে ভারত ৮

কলকাতা ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ২৩ ভাদ্র ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৯১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 10.9.2023, Vol.17, Issue No. 91, 8 Pages, Price 3.00

জি-২০: সর্বসম্মতিতে গৃহীত হল নয়াদিল্লির ঘোষণাপত্র

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: জি-২০ গোষ্ঠীর সদস্যদের সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়েছে 'নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র'। শনিবার এ কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লির প্রস্তাব সর্বসম্মতি গৃহীত হওয়া বড় জয় হিসাবেই দেখছে কূটনৈতিক মহল। ঘোষণাপত্রের সর্বসম্মতির বিষয়ে মোদি বলেছেন, 'একটা ভাল খবর আছে। আমাদের দলের কঠিন পরিশ্রম এবং সকলের সাহায্যে নয়াদিল্লির জি-২০ নেতাদের সম্মেলনের ঘোষণা সর্বসম্মত হয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমার অনুরোধ জি-২০-র নেতারা সম্মেলনের ঘোষণা গ্রহণ করবেন। এই কাজকে সম্ভব করার জন্য আমি সব মন্ত্রী এবং শেরপাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।'

ভারতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে উল্লেখিত হয়েছে একাধিক বিষয়। সেখানে যেমন 'সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট'-এর বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। সেই সঙ্গে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের বিষয়টি নিয়েও বেশ কিছু লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। এই কাজে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাহায্যের কথাও বলা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে এই ঘোষণাপত্রে। এই ঘোষণাপত্রে রাশিয়ার নাম না নিয়েও ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউক্রেনে শান্তিপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনই সীমান্ত দখল করার জন্য শক্তিপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকার বার্তাও রয়েছে। পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার বা তা ব্যবহারের হুমকি দেওয়াকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে উল্লেখিত হয়েছে। এই বিষয়ে ঘোষণাপত্রে লেখা হয়েছে, তআমরা সমস্ত রাষ্ট্রকে আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষাকারী বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা সহ আন্তর্জাতিক আইনের নীতিগুলি বজায় রাখার আহ্বান জানাই। সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান, এবং সংকট মোকাবিলার প্রচেষ্টার পাশাপাশি কূটনীতি ও সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব অর্থনীতিতে যুদ্ধের বিরূপ প্রভাবের মোকাবিলা করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। 'এক পৃথিবী, একটি পরিবার, একটি ভবিষ্যৎ'-এর চেতনায় দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।'

দ্বিপাক্ষিক আলোচনা মোদি-কিশিদার

নয়াদিল্লি: জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। এ দিন সকালে দিল্লির ভারত মণ্ডপমে এসে পৌঁছন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। তাঁকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বেশ কিছুক্ষণ তাঁদের মধ্যে কথা হয়। দুই রাষ্ট্রপ্রধানই বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা মজবুত করতে দুই দেশের মিলিত সহযোগিতার কথা বলেন। দুই দেশের জনগণের মধ্যে সংযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রেও সম্মতি প্রকাশ করেন মোদি-কিশিদা। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে এমনই জানানো হয়েছে। এ দিন জি-২০ সম্মেলনের প্রধান অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই মুখোমুখি হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব ও জাপানের জি-৭ সভাপতিত্বে যে যে উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, তা নিয়ে আলোচনা করেন দুই রাষ্ট্রনেতা।

জি২০-র মঞ্চেও 'ইন্ডিয়া' বদলে হয়ে গেল 'ভারত'!

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: অতিমারি পরবর্তী বিশ্বে ঘুণ ধরেছে বিশ্বাসে। শনিবার নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপম কনভেনশন সেন্টারে জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় এমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর কথায়, 'ইউক্রেন যুদ্ধ সেই আস্থাহীনতারই পরিণতি। আমাদের এই আবহ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পারস্পরিক আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।'

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে শনিবার জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী মঞ্চের পোডিয়ামে দেশের নাম 'ইন্ডিয়া'র পরিবর্তে ইংরেজিতে 'ভারত' লেখা ছিল। ঘটনাচক্রে, জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে আগত বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের কাছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর পাঠানো নৈশভোজের যে আমন্ত্রণপত্র ঘিরে বিতর্কের সূচনা, শনিবার রাতেই তার আয়োজন।

ওই আমন্ত্রণপত্রে লেখা হয়েছে 'প্রেসিডেন্ট অফ ভারত'। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি কাউকে কোনও চিঠি লিখলে তাতে চিরাচরিত ভাবে লেখা থাকে 'প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া' কথাটি। এই পরিচয়লিপি বদল ঘিরে বিতর্কের আবহেই গত মঙ্গলবার মোদির ইন্দোনেশিয়া সফরের সূচি এক্স (সাবেক টুইটার)-এর হ্যান্ডলে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে মোদির পদ লেখা হয়, 'প্রাইম মিনিস্টার অফ ভারত'। জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের মঞ্চেই ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রধানের মতোই আফ্রিকান ইউনিয়নের সভাপতিকে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়ার জন্য সওয়াল করেন মোদি। তিনি বলেন, 'একুশ শতক বিশ্বকে নতুন দিশানির্দেশ দেওয়ার শতক। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের পুরনো সমস্যাগুলির সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। যখন আমরা কোভিডকে পরাজিত করতে পেরেছি তখন আমরা এই আস্থার ঘাটতির সঙ্কটের বিরুদ্ধেও জয়ী হতে পারব।' আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের উপস্থিতিতে মোদির এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহলের একাংশ। কারণ, আমেরিকা এবং পশ্চিমী দুনিয়ার ধারাবাহিক চাপ সত্ত্বেও রাষ্ট্রসংঘ-সহ কোনও আন্তর্জাতিক মঞ্চে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আনা প্রস্তাব সমর্থন করেনি ভারত। মস্কোর সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগও ছিন্ন করেনি। সেই নীতিতে অটল থাকার বার্তা দিয়েই মোদি বলেন, 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্রেই আস্থাহীনতার সমস্যা কাটিয়ে উঠতে হবে আমাদের।'

মরক্কোয় ভয়াবহ ভূমিকম্প, মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়াল

রাবাত, ৯ সেপ্টেম্বর: মরক্কোর ভয়াবহ ভূমিকম্প। যা উস্কে দিল তুরস্ক-সিরিয়ার স্মৃতি। মরক্কো প্রশাসন সূত্রে খবর, সময়ের সঙ্গে সমানুপাতে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। আপাতত মরক্কো প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এদিনের এই ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছেন ১ হাজার ৩৭-র বেশি মানুষ। জখম হয়েছেন ১ হাজারের বেশি মানুষ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন ৭২১ জন। কম্পনের জেরে একাধিক বহুতল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার ফলেই উত্তর আফ্রিকার দেশটিতে শুরু হয়েছে মৃত্যু মিছিল। ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও অনেকে চাপা পড়ে রয়েছেন বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে মরক্কোর মারাকেশ এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৮। অন্যদিকে মরক্কোর জিওফিজিক্যাল সেন্টার জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ধরা পড়ে ৭.২। ভূমিকম্পের উৎসস্থল আটলাস পাহাড়ের ওকাইমেডেন এলাকা বলে জানা গিয়েছে। এরপর শনিবার ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করে মরক্কো প্রশাসন। সেখানকার অন্তর্দেশীয় মন্ত্রকের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ভূমিকম্পে মারাকেশ ছাড়াও মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে আল-হাউজ, ওয়ারজাজেট, আজিলাল, চিচাউয়া ও তারউদান্তের মতো পুর এলাকার। ধ্বংসস্তূপ থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ১৫৩ জনকে। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০ সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে কম্পন অনুভূত হয়। যার জেরে চোখের নিমেষে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে একের পর এক বহুতল। উল্লেখ্য, মরক্কোর মারাকেশ এলাকা প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী শহর হিসেবে পরিচিত। ভূমিকম্পে সুপ্রাচীন মসজিদ ভেঙে মাটিতে মিশে গিয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে।

মরক্কোর পাশাপাশি পর্তুগাল ও স্পেনেও কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের আফটার শকের কারণে কেঁপে ওঠে ইউরোপের ওই দুই দেশের বেশ কিছু এলাকা। তবে সেখানে হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। চলতি বছরের শুরুতেই ভয়াবহ ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় তুর্কির গাজিয়াতেপ এলাকা। কম্পন অনুভূত হয়েছিল পাশের সিরিয়াতেও। দুই দেশ মিলিয়ে ভূমিকম্পে ২৫ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: শনিবার ভূমিকম্পের খবর পেতেই নিহতদের প্রতি শোকজ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন নয়াদিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে উদ্বোধন করার মাঝেই তার মধ্যেই এক্স হ্যান্ডেলে অর্থাৎ টুইটারে একটি পোস্ট করেন তিনি। সেখানে মরক্কোকে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লেখে, 'ভূমিকম্পে মরক্কোয় বহু মানুষের মৃত্যুতে শোকাহত। এই দুঃখের সময় মরক্কোবাসীর পাশে আছি। নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই।' আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি।

রাতেই বড় পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি রাজ্যপালের

নাম না করে 'রাক্ষস প্রহর' কটাক্ষ ব্রাত্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবারই রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য সিভি আনন্দ বোসকে কড়া আক্রমণ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে। আর এবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা সুর চড়ালেন রাজ্যপাল। সরাসরি শিক্ষামন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ রাজ্যপাল বোসের। শনিবার রাতেই আরও বড় পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানান, 'আমি যে কাজ করছি, তাতে আমি সন্তুষ্ট। আজ মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আপনারা দেখতে পাবেন, কী করতে চলেছি।' রাজ্যপালের এই বার্তা থেকে স্পষ্ট যে রাজ্যের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত আরও চরমে।

এদিকে, রাজ্যপালের এমন মন্তব্য করার পর নাম না করে কটাক্ষভরা টুইট করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি লেখেন, 'রাক্ষস প্রহরের জন্য অধীর অপেক্ষা করে রয়েছি।' সঙ্গে ব্রাত্য বসু এও লেখেন, 'সাবধান, সাবধান, সাবধান! শহরে নতুন ভ্যাম্পায়ার এসেছে। শহরবাসী নিজেদের খেয়াল রাখুন। ভারতীয় পুরাণ মতে রাক্ষস প্রহরের জন্য অপেক্ষায় আছি।' আর এই টুইট যে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে উদ্দেশ্য করেই করা তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ, শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে হুঁশিয়ারি রাজ্যপাল দিয়েছেন তা নিয়ে এই কটাক্ষ ভরা টুইট ব্রাত্যর। নাম না করে রাজ্যপালকে সেখানে তুলনা করেছেন 'ভ্যাম্পায়ার'-এর সঙ্গে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার রেজিস্ট্রারদের সঙ্গে বৈঠক শেষে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন ব্রাত্য বসু। তাঁকে মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গেও তুলনা করতে দেখা যায় শিক্ষামন্ত্রীব্রাত্য বসুকে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের পদ্ধতির সমালোচনা করার সময় মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে এই তুলনা টানেন ব্রাত্য বসু। শনিবার এই প্রসঙ্গেই রাজ্যপাল তথা বাংলার সাংবিধানিক প্রধান দিয়ে রাখলেন এক চরম বার্তা। রাজ্যপালের এই হুঁশিয়ারির থেকেই নতুন করে চর্চা হতে শুরু করেছে, কী পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজভবন। শিক্ষামহলের একাংশের অনুমান, শনিবার মধ্যরাতে রাজভবনের তরফে বড় কোনও পদক্ষেপ করা হতে পারে।

রাজ্যের নিজস্ব শিক্ষানীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নিজস্ব নয়া শিক্ষানীতি চালু হল। শনিবার শিক্ষা দপ্তর তাদের ওয়েবসাইটে এই শিক্ষানীতি বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করেছে। ১৭৮ পাতার এই শিক্ষানীতিতে অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির ছায়া থাকলেও বেশ কিছু মৌলিক বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। নতুন রাজ্য শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণি থেকে উঁচু শ্রেণিতে পরীক্ষার সেমেস্টার ব্যবস্থা চালুর কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু রাজ্যের শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকছে। উচ্চ মাধ্যমিকে এমসিকিউ ধাঁচে প্রশ্নপত্র হবে। সেখানে সেমেস্টার ব্যবস্থা চালু করতে বলা হয়েছে শিক্ষানীতিতে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরির প্রথম পাঁচ বছর গ্রামাঞ্চলে কাজ করা বাধ্যতামূলক। তাঁদের জন্য নয়া পদোন্নতি নীতি চালু করার কথা বলা হয়েছে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

স্কিল ডেভেলপমেন্ট দুর্নীতি মামলায় ধৃত চন্দ্রবাবু নায়ডু

আটক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছেলেও

অমরাবতী, ৯ সেপ্টেম্বর: জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নায়ডু। শনিবার সকালে স্কিল ডেভেলপমেন্ট দুর্নীতি মামলায় তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র প্রধানকে গ্রেপ্তার করা হয়। নান্দিয়াল জেলার পুলিশ এবং সিআইডি তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে বলে দলের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন। পূর্ব গোদাবরী জেলায় তাঁর ছেলে নারা লোকেশকেও আটক করেছে অন্ধ্র পুলিশ। ২০২১ সালে এই দুর্নীতির মামলায় চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

টিডিপি সূত্রে খবর, দলীয় কর্মসূচি উপলক্ষে অন্ধ্রপ্রদেশের নান্দিয়ালে ছিলেন চন্দ্রবাবু। একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার পরে ভ্যানিটি ভ্যানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। শনিবার ভোররাতে সেখানেই হানা দেয় সিআইডি এবং অন্ধ্র পুলিশ। সঙ্গে ছিলেন নান্দিয়ালের ডিআইজি রঘুরামি রেড্ডি। সকাল ৬টা নাগাদ চন্দ্রবাবুকেকে গ্রেপ্তার করে ভ্যানিটি ভ্যান থেকে বার করে আনা হয়।

টিডিপির মুখপাত্র জানিয়েছেন, গ্রেপ্তারির সময় নায়ডু পুলিশকে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছিলেন। তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদেরও সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দেয় পুলিশ। তাঁকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন টিডিপির প্রচুর কর্মী-সমর্থক ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ এবং ওয়াইএসআর কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন।

গ্রেপ্তারির পর চন্দ্রবাবুকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য নান্দিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল থেকে বিজয়ওয়াড়া জেলে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। শনিবারই তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে। শুক্রবার, চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে জনসাধারণের টাকা লুট করার অভিযোগ এনে তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মেরুগা নাগার্জুন। তিনি যে শীঘ্রই গ্রেপ্তার হতে চলেছেন, তেমনটা সম্প্রতি দাবি করেছিলেন চন্দ্রবাবুও।

প্রসঙ্গত, গত মাসেই চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ধারায় এফআইআর করেছিল সে রাজ্যের পুলিশ। চন্দ্রবাবুর অন্ধ্র সফরের সময় আন্নামায়া এবং চিত্তুর জেলায় দু'টি হিংসার ঘটনার জেরে এই পদক্ষেপ করে পুলিশ। ওই জোড়া হিংসার ঘটনায় পুলিশ এবং শাসকদল ওয়াইএসআর কংগ্রেসের কর্মীদের সঙ্গে টিডিপির কর্মী-সমর্থকদের সংঘর্ষে ২০ জনেরও বেশি গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তারই জেরে এই পদক্ষেপ বলে অন্ধ্র পুলিশ দাবি করেছিল। চন্দ্রবাবু ছাড়া অভিযুক্তদের তালিকায় নাম ছিল অন্ধ্রের দুই প্রাক্তন মন্ত্রী দেবীনানি উমা, অমরনাথ রেড্ডি এবং প্রাক্তন বিধায়ক শাহজাহান শাহ। সকলের বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানো, হত্যার চেষ্টা এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ওয়াইএসআর কংগ্রেসের প্রধান তথা অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডির সরকারের বিরুদ্ধে অপশাসনের অভিযোগ তুলে গত বছর থেকে ধারাবাহিক ভাবে জেলাওয়াড়ি যাত্রা শুরু করেছেন চন্দ্রবাবু। কিন্তু তাঁর কর্মসূচি ঘিরে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা এবং অশান্তির ঘটনা ঘটে। গুন্টুর এবং নেল্লোর জেলায় চন্দ্রবাবুর সমাবেশে পদপিষ্ট হয়ে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সে সময়ও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছিল জগন্মোহনের পুলিশ। এ বার সরাসরি পুরনো দুর্নীতি মামলার জেরে চন্দ্রবাবুকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। আগামী বছর লোকসভা ভোটের সঙ্গেই অন্ধ্রপ্রদেশে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। তার মধ্যে চন্দ্রবাবুর গ্রেপ্তারিতে ক্রমশ রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়ছে দক্ষিণ ভারতের ওই রাজ্যে।

শহরে ফের ডেঙ্গুর বলি ২

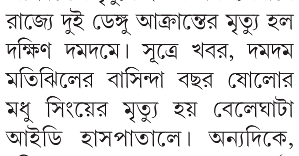

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের শহরে ডেঙ্গু আক্রান্তের মৃত্যু। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে রাজ্যে দুই ডেঙ্গু আক্রান্তের মৃত্যু হল দক্ষিণ দমদমে। সূত্রে খবর, দমদম মতিঝিলের বাসিন্দা বছর ষোলোর মধু সিংয়ের মৃত্যু হয় বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে। অন্যদিকে, দক্ষিণ দমদমের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের আরও এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে এলাকারই এক নার্সিংহোমে। তিনিও ডেঙ্গু পজিটিভ ছিলেন। অস্থায়ী ওই পুলিশ কর্মীর নাম প্রীতম ভৌমিক।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

সিবিএসই-র স্যাম্পেল প্রশ্নের লিঙ্কে ক্লিক করলেই বিপদ

সাইবার প্রতারণার নয়া পন্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার সাইবার প্রতারণার এক নতুন পন্থা এল সামনে। সাইবার ক্রাইমে যোগ হল সিবিএসই-র ফেক স্যাম্পেল প্রশ্ন। আর এই ফেক স্যাম্পেল প্রশ্নের লিঙ্কেই লুকিয়ে রয়েছে বিপদ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৪৮ ঘণ্টার কলকাতা ও শহরতলির মোবাইল গ্রাহকদের ফোনে একটি মেসেজ আসছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, সিবিএসই-এর তরফ থেকে মেসেজ বলা হচ্ছে, সিবিএসই-র তরফ থেকে এক স্যাম্পেল প্রশ্নপত্র তৈরি করেছে। তার নিচে দেওয়া হয়েছে একটা ডাউনলোড লিঙ্কও। আর এই লিঙ্কেই রয়েছে প্রতারকদের সব কারসাজির ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই লিঙ্ক ক্লিক করতেই এনি ডেস্ক বা এই জাতীয় অ্যাপ সক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। প্রতারক সরাসরি গ্রাহকের মোবাইলের অ্যাকসেস পেয়ে যাচ্ছে। সেই থেকেই ব্যাংক ডিটেইল নিয়ে আর্থিক প্রতারণা করছে। গত দু'দিন ধরে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে বহু জায়গায়। ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখার তদন্তকারীরা সাধারণ মানুষকে সতর্ক করছেন। একইসঙ্গে কেবলমাত্র সিবিএসই-র অফিশিয়াল ওয়েবসাইট দেখারই পরামর্শ দিচ্ছেন। পাশাপাশি এই ধরনের কোনও বোর্ড কিংবা সংস্থার তরফে মেসেজ এলে, তা ক্লিক না করে কেবল অফিশিয়াল ওয়েবসাইট গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করারও পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। এরই পাশাপাশি সাইবার সেলের পুলিশ কর্তারা আপাতত খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন, কোথা থেকে এই মেসেজগুলো পাঠানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তদন্তকারীরা এও জানান, সিবিএসই - পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সফট টার্গেট করেছে এই সাইবার প্রতারকেরা। এর আগেও এই ধরনের একাধিক প্রতারণা জাল বিছিয়েছিল অপরাধীরা। মোবাইলে জরুরি তথ্যের ভিত্তিতে একটি লিঙ্ক আসত। তা ক্লিক করতেই ফাঁদে পা দিতেন গ্রাহক। এবার সিবিএসই -র নাম ব্যবহার করে জাল বিছিয়েছে প্রতারকরা। কারণ তাঁরা এটা বুঝতে পেরেছেন সন্তানদের ভবিষ্যৎ যে কোনও অভিভাবকদের কাছে সব থেকে বেশি গুরুত্ব পায়। যাদের বাড়ির সন্তান সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষার্থী রয়েছেন তাঁরা এই মেসেজ দেখলে স্বভাবসিদ্ধভাবেই তা ক্লিক করবেন। আপাতত এই মেসেজের সূত্র ধরেই তদন্ত শুরু করেছেন সাইবার সেলের কর্তারা।

জেলাস্তরে জাল জাতিগত শংসাপত্র ঠেকাতে কঠোর ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেলা স্তরে জাল জাতিগত শংসাপত্র জারি হওয়ার অভিযোগ ওঠায় রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে কঠোর করার উদ্দেশ্যে কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রথমত, এখন থেকে জাতিগত শংসাপত্র শুধুমাত্র জেলাশাসক স্তর থেকেকেই দেওয়া হবে। এর আগে মহকুমা আধিকারিক স্তরে এই শংসাপত্র পাওয়া যেত। নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে তা আর পাওয়া যাবে না।

এই বিষয়ে ঘন ঘন অভিযোগ ওঠার পর রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। অভিযোগ উঠেছে যে মহকুমা আধিকারিক স্তর থেকে এমন বহু ব্যক্তি এই শংসাপত্র পেয়েছেন যাদের পদবী তপসিলি জাতি, তপসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় নেই।

রাজ্য সরকারের সূত্র অনুসারে, রাজ্য সচিবালয় থেকে এইসব ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাদের পদবী তপসিলি পদের তালিকায় না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এই জাতীয় জাতিগত শংসাপত্র পেয়েছেন, অবিলম্বে প্রতিটি ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে এবং কোনওরকম অনিয়ম হলে সেই শংসাপত্র বাতিল করতে হবে বলেও জানানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জন্য সম্প্রতি সমাপ্ত ভোটের আগে বহু জেলা থেকেকেই জাল জাতিগত শংসাপত্র দেওয়ার সর্বাধিক অভিযোগ সামনে এসেছিল। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এটিকে প্রধান ইস্যু করে তুলেছিলেন এবং জাল জাতিগত শংসাপত্র প্রদানের বিষয়টি নিয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এই ঘটনায় প্রাথমিক তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ইতমধ্যেই তিনজন আমলাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

> রাজ্য সরকারের সূত্র অনুসারে, রাজ্য সচিবালয় থেকে এইসব ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাদের পদবী তপসিলি পদের তালিকায় না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এই জাতীয় জাতিগত শংসাপত্র পেয়েছেন, অবিলম্বে প্রতিটি ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে এবং কোনওরকম অনিয়ম হলে সেই শংসাপত্র বাতিল করতে হবে বলেও জানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জন্য সম্প্রতি সমাপ্ত ভোটের আগে বহু জেলা থেকেকেই জাল জাতিগত শংসাপত্র দেওয়ার সর্বাধিক অভিযোগ সামনে এসেছিল।

এই প্রসঙ্গে এক রাজ্য সরকারী আধিকারিক জানিয়েছেন, জাতিগত শংসাপত্র থাকা সত্ত্বেও যাদের নাম নির্ধারিত পদবী তালিকায় নেই তাদের পক্ষে যুক্তি দেওয়ার জন্য সুযোগ না দিয়ে একতরফাভাবে কোনও শংসাপত্র বাতিল করা হবে না।

রাজ্য সচিবালয়ের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা এক প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'এই ধরনের অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এসে তাঁর পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির যুক্ত সন্তোষজনক হলে তবেই তাঁকে জাতিগত শংসাপত্র রাখার অনুমতি দেওয়া হবে। যদি ওই ব্যক্তির উত্তর সন্তোষজনক না হয়, সেক্ষেত্রে তাদের শংসাপত্র বাতিল বলে ঘোষণা করা হবে।'

খাটে বৃদ্ধার নিথর দেহ, মেঝেয় অচৈতন্য মেয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের ডাঙ্গাপাড়া নিপেন সরকার রোড এলাকায় ঘর থেকে উদ্ধার বৃদ্ধার মৃতদেহ। মৃতার নাম রাধারানিৗ প্রসাদ (৭০) । হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মৃতার মেয়ে ববিতা প্রসাদ (৫০) । স্থানীয়রা জানান, শনিবার সকালে ঘুম থেকে না ওঠায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ধাক্কা মেরে দরজা খোলেন। তখন তারা দেখেন রাধারানি বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেম। আর রাধারানীর মেয়ে ববিতার দেহ ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। তৎক্ষনাৎ সংকটজনক অবস্থায় স্থানীয়রা ববিতাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কল্যাণীর জে এন এম হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মৃতার বউমা রাজমুন্নি দেবী জানান, শাশুড়ি পেনশন পেতেন। ননদ সেই পেনশনের টাকায় নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁরা আলাদা থাকেন। তার স্বামী একটি দোকানের কর্মচারী। রাজমুন্নি জানান, এদিন সকালে স্নান করতে যাবার দরজা বন্ধ দেখে স্বামী ধাক্কা দেন। তখন দেখেন শাশুড়ি বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন।

আর ননদ বিষপান করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছেন। তাঁর অভিযোগ, শ্বাশুড়ির সঙ্গে ননদের প্রায় ঝামেলা হত। শাশুড়িকে ঠিকমতো খেতে দিত না এবং মারধোর করতো ননদ। তিনবার বিয়ে করেও সংসার না করে ননদ শাশুড়ির কাছে থাকতেন। কিন্তু কীভাবে বৃদ্ধার মৃত্যু হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় মৃতার পরিবার। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মাকে বিষ খাইয়ে মেয়েও বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। যদিও পুলিশ তা মানতে নারাজ। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই বৃদ্ধার মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। তবে মৃতার মেয়ে বিষপান করেছে এটা পরিষ্কার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat samity), Kanainagar, Nadia. NIT No. 10e/ KNGP/2023-24/15thFC, 11e/KNGP/2023-24/15thFC, 12e/KNGP/2023-24/SBM, 13e/KNGP/2023-24/SBM. Last date of submission **18.09.2023 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Kanainagar Gram
Panchayat.**

E-Tender

Sealed Tenders are invited by the Prodhan, Chanderghat Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Chanderghat, Nadia. NIT NO. 05/ CGP/23, MEMO NO. 145/ CGP/23. Last date of application **18.09.2023 up to 4pm.** For details please contact to the office.

**Sd/- Prodhan,
Chanderghat Gram
Panchayat.**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী ১ম এ্যাডিসনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত, চন্দননগর টাইটেল এ্যাপীল নং ৪০/২০১৬
(টাইটেল এ্যাপীল নং ১৯৬ / ২০১০)

সুধীর মুখার্জী দিং ...এ্যাপীলেন্ট
-বনাম-
নিখিলেশ চ্যাটার্জী দিং ...রেসপনডেন্ট

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে উক্ত এ্যাপীলেন্ট চন্দননগর সেকেণ্ড সিভিল জজ জুনিঃ ডি ভি আদালতের টাইটেল স্যুট নং ১০৩/৯২ এর জাজমেন্ট ডিক্রির বিরুদ্ধে উক্ত নং আপীল মোকর্দ্দমা রেসপনডেন্ট গনের বিরুদ্ধে দাখিল করেন যাহা অত্র আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে কিন্তু ১(বি) নরেশ চ্যাটার্জী পিতা- ঁনির্মল শশী চ্যাটার্জী সাং গ্রাম কল্যানপুর পোঃ গৌরীপুর থানা বাঁকুড়া জেলা বাঁকুড়া ১(সি) নিশিতেষ চ্যাটার্জী পিতা-ঁনির্মল শশী চ্যাটার্জী সাং ২৬নং আড্ডি লেন, পোঃ ও থানা- শ্রীরামপুর জেলা হুগলী, ১ (ই) শ্রীমতি সান্তা ভট্টাচার্য স্বামী শ্রী গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য, সাং ঠাকুরপট্টি স্ট্রীট পোঃ ও থানা- শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, ১ (এফ) শ্রীমতি স্মৃতি রায় স্বামী শ্রী সুধাংসি রায়, সাং সেরপাড়া, পোঃ গরিফা, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর), আপনাদের উপর বারংবার সমন পাঠানো সত্ত্বেও আপনারা অত্র আদালতে হাজির না হইবার কারনে আপনাদের উপর অত্র বিজ্ঞপ্তি জারী করা হইতেছে। যাহাতে আপনারা উক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত উকিল বাবুর দ্বারা উক্ত নং মোকর্দ্দমাটি মোকাবিলা করিবেন। না হইলে উক্ত নং মোকর্দ্দমাটি আপনাদের বিরুদ্ধে এক তরফা শুনানী হইবে।

এ্যাপীলেন্টের তরফে উকিলবাবু
কুনাল বোলেল

আদালতের অনুমতানুসারে
Nilima Chatterjee
Sheristadar
Additional District & Sessions Judge
Chandernagor

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ১০ ই সেপ্টেম্বর ,রবিবার। ২৩ শে ভাদ্র। একাদশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্রের মহাদশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতির মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি ।অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি ।উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ ।যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন ,তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে ।বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন ।এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি ।বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি ।কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন ।দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে ।আপনার নামে নয় , এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহ্বর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন ।পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন ।দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল ,সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি -অর্থ বৃদ্ধি ।পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : রাশি সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন ।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স ,ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে .যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে ।পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ ।গৃহবধুদের ছোট ভ্রমণ রয়েছে।

(আজ বিপ্লবী বাঘাযতীন, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শহীদ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা,

'ইন্ট্রুশন ডিভাইস সিস্টেম'-এর আওতায় আনার সিদ্ধান্ত ১৩টি এলিফ্যান্ট করিডরকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ডুয়ার্স রুটের শিলিগুড়ি জংশন থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন পর্যন্ত ১৬২ কিলোমিটার রেলপথের মধ্যে থাকা মোট ১৩ টি এলিফ্যান্ট করিডরকে 'ইন্ট্রুশন ডিভাইস সিস্টেম' এর আওতায় আনার যৌথ সিদ্ধান্ত নিল রেল ও রাজ্য বনদপ্তর। ওই রেলপথের মধ্যে থাকা মহানন্দা অভয়ারণ্য, চাপরামারি, গরুমারা জাতীয় উদ্যান, জলদাপাড়া ও বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ২০০৪ সালে গেজ পরিবর্তনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষে ৭৭ টি বুনো হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

শেষ দুর্ঘটনাটি ঘটে চলতি বছরের ১০ অগস্ট চালসা ও নাগরাকাটা স্টেশনের 'ইন্ট্রুশন ডিভাইস সিস্টেম' সংক্ষেপে যা আইডিএস নামে পরিচিত। রেলের দাবি উন্নত প্রযুক্তির ওই সফটওয়ার ব্যবহার করে রেলপথে শুধুমাত্র বন্যপ্রাণির মৃত্যু যেমন রোধ করা যাবে, ওই ডিভাইসের আওতায় থাকা ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত রেলপথে ঘটতে চলা কেনোরকম নাশকতা, রেললাইনে ফাটল, ভূমিধস ও বন্যার জল ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গেই অ্যালার্ট চলে আসবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নিকটবর্তী গেটম্যান, স্টেশন মাস্টার, লোকোপাইলট ও রেলওয়ে কন্ট্রোল রুমে। ফলে এড়ানো যাবে দুর্ঘটনা। আপাতত ভারতীয় রেল সারা দেশে ওই ডিভাইস প্রতিস্থাপনের জন্যে ৭৯.১২ কোটি টাকা খরচ করবে।

ইতিমধ্যেই অসমের লামডিং ডিভিশন, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নাগরাকাটা থেকে হাসিমারা, ওড়িশা ও কর্নাটকে ভারতীয় রেল ওই আইডিএস প্রযুক্তি চালু করে ফেলেছে। ধাপে ধাপে সারা দেশের রেলপথকেই ওই প্রযুক্তির আওতায় আনার কথা ঘোষণা করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। শনিবার রেল ও রাজ্য বনদপ্তরের কর্তারা এক সমন্বয় বৈঠকে বসে দুর্ঘটনা প্রবণ ডুয়ার্স রেলপথকে ইন্ট্রুশন ডিভাইস প্রযুক্তির আওতায় আনার কথা ঘোষণা করেছেন। দুই তরফই আশাবাদী, ওই প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু-সহ যে কোনও রেল দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে। সঙ্গে বনদপ্তর ঘোষণা করেছে যে, এখন থেকে রেলের সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে একজন উচ্চ পদমর্যাদার বনকর্তা ২৪ ঘণ্টার জন্যে রেলওয়ে কন্ট্রোল রুমে থাকবেন।

মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধূপগুড়িতে জিতেছে তৃণমূল, তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধূপগুড়িতে নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জেতার পিছনে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদত ও ভুয়ো চাকরির ফর্ম বিলিকেই মুখ্য কারণ বলে শাসক দলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবারে হাওড়ার বাঁধাঘাটের সভা থেকে তৃণমূলকে নিশানা করে শুভেন্দু বলেন, 'নির্বাচনের আগে তৃণমূল বেকার যুবকদের কাছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদে , আইসিডিএস, সিভিক ভলান্টিয়ার পদে চাকরি দেওয়ার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুয়ো ফর্ম বিলি করেছে। স্থানীয় যুবকদের মধ্যে তা বিলি করা হয়েছে। আমার কাছে সেই ফর্ম রয়েছে। টিভিতে যে বিশ্লেষকরা বিজেপির হারের কারণ ব্যাখ্যা করছে, তারা এখনো এটা বলতে পারছেন না।' তাঁর কথায় , 'নির্বাচনের আগেই আইপ্যাকের ভুয়ো সি-ভোটারের ভুয়ো সমীক্ষা ভোটারদের মোবাইলে পাঠানো হয়েছে। এই চিটিংবাজরা বিজেপিকে ৩৭ আর তৃণমূলকে ৪৮ দেখিয়েছে। এছাড়াও আরএসএসের এক পদাধিকারীর প্যাড ও স্বাক্ষর জাল করে ছাপিয়ে চিঠির আকারে ভোটারদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে।'

এছাড়াও শনিবারের সভামঞ্চ থেকে ২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের জল্পনা ফের উস্কে বলেন, 'পাঁচ বছর সরকার চালানোর কথা যদিও তার মধ্যে ২৪ সালেই ৩ বছরের মাথায় যদি নির্বাচন হয় তাহলে গেল।'

সাঁকরাইলে গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার সাঁকরাইল থানার চুনাবাটি এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে মিলল এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ। পুলিশ সূত্রে খ বর, বছর চব্বিশের এই গৃবধূর নাম মনীষা দাস।এই ঘটনায় মৃত মনীষার পরিবারের সদস্যদের তরফ থেকে অভিযোগ তোলা হয় মনীষার শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দিকেই। এই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমেই মনীষার স্বামী দেবচাঁদ গুপ্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর গ্রেফতার করা হয় তাঁর শ্বশুর অক্ষয় রাজ গুপ্তা এবং শাশুড়ি রাজকুমারী গুপ্তাকে।

মনীষার পরিবার সূত্রে খবর, ব্যারাকপুর কমিশনারেটের বরানগর থানা এলাকার আলম বাজারে বাড়ি মনীষার। দেবচাঁদ গুপ্তর সঙ্গে মনীষার বিয়ে হয় ২০২১ এর ২৬ সেপ্টেম্বর। এই বিয়ের আগে দেবচাঁদের সঙ্গে মণীষার পরিচয় ছিল বলেই জানান মনীষার পরিবারের সদস্যরা। যা পরে বিবাহে পরিণত হয়। এদিকে এদিনের ঘটনায় মনীষার মনীষার বাবা মনোজ দাস ও বোন নিশা দাস জানান, মনীষার লাশ ফাঁস থেকে ঝুলে থাকলেও তার দুই পা মাটিতে স্পর্শ করেছিল।

একইসঙ্গে মনীষার বাবা-মা এ অভিযোগও করেন, বিয়ের পর থেকে যৌতুকসহ নানা কারণে মনীষাকে মানসিকভাবে হয়রানি করা হচ্ছিল। এরপর গত ৮ সেপ্টেম্বর সকালে মনীষার মৃত্যুর খবর পান তার বাবা-মা। এর আগের রাতে সাড়ে দশটা নাগাদ মনীষা তাঁর বাবা মনোজ দাসকে ফোনে জানান, তাঁকে নির্যাতন করা হচ্ছে। সঙ্গে এও জানান, তাঁকে যেন তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ফোন পেয়ে ময়ে মনীষাকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন তাঁর বাবা মনোজ দাস। সঙ্গে এও আশ্বাস দেওয়া হয়, সকালেই তাঁকে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হবে।এরপর সকাল হতে না হতেই মনীষার মৃত্যুর খবর আসে। এদিকে পুলিশ সূত্রে খ বর, শনিবার মনীষার ময়নাতদন্ত করা হয়। এদিকে ঘটনার তদন্তেও নেমেছে পুলিশ।

কাঁচরাপাড়া কর্মশালা পরিদর্শন করলেন পূর্ব রেলের জিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অমর প্রকাশ দ্বিবেদী শনিবার পূর্ব রেলের কাঁচরাপাড়া কর্মশালা পরিদর্শন করেন। পূর্ব রেলের মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে কর্মশালায় তিনি এইচআরএমএস হেল্প ডেস্ক-কাম-গ্রিভেন্স সেন্টারের উদ্বোধন করেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার গৌতম দত্ত, পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বীরভদ্র বিশ্বকর্মা, পূর্ব রেল সদর দপ্তরের চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার সুভাষ চন্দ্র এবং কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের অন্যান্য আধিকারিকেরাও উপস্থিত ছিলেন।

এদিন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার লোকো টেস্টিং শেড পরিদর্শন করার পাশাপাশি একটি মেরামত করা বৈদ্যুতিক লোকোরও সূচনা করেন। এরপর পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অমর প্রকাশ দ্বিবেদী বৈদ্যুতিক লোকো শপ, ট্র্যাকশন মোটর শপ, লোকো হুইলের শপ, রেলের বডি মেরামতির শপ এবং অন্যান্য শপও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে পূর্ব রেলের শীর্ষ কর্তা হাই ভোল্টেজ টেস্ট বেঞ্চ শপ নম্বর ১১ এবং ৯ এ তে ব্রেক সিলিন্ডার টেস্ট বেঞ্চের উদ্বোধন করেন। একইসঙ্গে উদ্বোধন করেন পেইন্ট বুথ শপ নম্বর ১৯-এরও।

এরই পাশাপাশি পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার কর্মশালায় আর্ট গ্যালারি এবং হেরিটেজ মিউজিয়ামও পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে হাসপাতাল কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন এবং একটি আরও প্ল্যান্টের পাশাপাশি হাসপাতালের পুনর্নির্মিত আইসিইউ ইউনিটও খোলেন।

এদিনের শুরুতে, ওয়ার্কশপের হাইলাইটস এবং পারফরম্যান্স পর্যালোচনা সম্বলিত একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা ছিল। যেখানে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান, ওয়ার্কশপকে পর্যায়ক্রমিক ওভারহোলিং এবং কার্বন পদচিহ্ন হ্রাসের মানের উপর মূল ফোকাস সহ মানসম্পন্ন কাজের জন্য তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

এদিনের এই কর্মশিবির পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজার দ্বিবেদী রেলকর্মীদের দক্ষতা এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্তরের পরামর্শদাতাদেরও পরামর্শ দেন।

গারুলিয়ায় গঙ্গায় ঝাঁপ বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : মানসিক অবসাদে গঙ্গায় ঝাঁপ বৃদ্ধের! নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়ার বাবুঘাটে শনিবার ভোরের ঘটনা। গঙ্গায় নিখোঁজ ব্যক্তির নাম রাজেন্দ্র প্রসাদ সাউ (৬২)। তাঁর বাড়ি গারুলিয়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাঙালি ঘাট এলাকায়। রাজেন্দ্র বাবুর বড় ছেলে অরবিন্দ কুমার সাউ বলেন, 'এদিন ভোরে তাঁর বাবা ফোন করে জানান তিনি এখন বাবু ঘাটে আছেন। তাঁর সংসারে একদম মন নেই। সংসারের মায়া ত্যাগ করে তিনি চলে যেতে চান।'

অরবিন্দ জানান, 'বাবাকে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু বাবা কিছুতেই শোনেননি। বাবুঘাটে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দেন।' যদিও নোয়াপাড়া থানার উপস্থিতিতে ডুবুরি নামিয়ে বাবুঘাটে তল্লাশি চালিয়েও বৃদ্ধের সন্ধান মেলেনি।

পূর্ণ গতিতে চলছে মাঝের হাট মেট্রো স্টেশনের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন কলকাতা: মেট্রো সূত্রে খবর, জোকা-এসপ্ল্যানেড করিডরের মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। এই স্টেশনের সংস্কারেরও কাজ প্রায় শেষ। স্টেশন এবং প্ল্যাটফর্ম ছাদের স্ক্যাফোল্ডিংয়ের কাজ চলছে। তাতে আবরণ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে পিভিসি শিট। কনকোর্স থেকে প্ল্যাটফর্ম এলাকায় এসকেলেটর স্থাপনের কাজও পুরোদমে চলছে। ম্যুরাল, চিত্রকলা ইত্যাদির সৌন্দর্যায়নের কাজও শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, মেঝেগুলি গ্রানাইট দিয়ে আচ্ছাদিত হবে এবং সেই কাজটিও প্রায় শেষের দিকে। এরই পাশাপাশি প্রবেশ এবং প্রস্থান পথেরও কাজ চলছে। সেখানে যাত্রীদের সুবিধার্থে লিফটও বসানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, খুব শিগগিরই এসব কাজ শেষ হবে।

চিংড়িঘাটা থেকে নিউটাউন পর্যন্ত নতুন উড়ালপুল নির্মাণের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার চিংড়িঘাটা থেকে নিউটাউন পর্যন্ত নতুন উড়ালপুল নির্মাণের কাজ শুরু করছে। পুজোর আগেই এরজন্য দরপত্র ডাকা হতে চলেছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই উড়ালপুল নির্মাণের জন্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, চিংড়িঘাটা থেকে মহিষবাথান পর্যন্ত প্রস্তাবিত উড়ালপুলটি হবে চার লেনের। লম্বায় হবে ৬ কিমি। চিংড়িঘাটা থেকে শুরু হয়ে এই উড়ালপুল নিকোপার্ক থেকে ডান দিকে ঘুরে মহিষবাথানে গিয়ে নামবে। উড়ালপুল থেকে ২টি র‍্যাম্প নামবে। একটি র‍্যাম্প নামবে কলেজ মোড়ের দিকে, অন্যটি নামবে গোদরেজ ওয়াটার সাইডের দিকে। কলেজ মোড়ের দিকে যে র‍্যাম্প নামবে সেটি দিয়ে উড়ালপুল থেকে নামা যাবে।

অপরদিকে, গোদরেজ ওয়াটার সাইডের দিকে যে র‍্যাম্প নামবে তা দিয়ে উড়ালপুলে ওঠা যাবে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল কলকাতা মেট্রোপলিটন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ - কেএমডিএ এই উড়ালপুল নির্মাণের কাজ করবে। তবে পরে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের পূর্ত দপ্তরকে।

এই বিষয়ে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, এই উড়ালপুল তৈরির পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। তবে এই প্রকল্পের কাজ করবে পূর্ত দপ্তর। এত দিন যা যা করা হয়েছে, আমরা পুরোটাই পূর্ত দপ্তরকে বুঝিয়ে দেব। কোন দপ্তর কাজ করল এটা বড় কথা নয়। যেই করুক আসল বিষয় হল, কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনার মধ্যেও রাজ্য সরকার এত বড় একটা প্রকল্পের কাজ শুরু করতে চলেছে।' নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মৌখিকভাবে আলোচনার পরে কেএমডিএ লিখিতভাবে প্রকল্পটি হস্তান্তর করবে।

প্রাথমিকভাবে কী কী করণীয় সে বিষয় কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে।

এই প্রকল্পের বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বানিয়েছে কেএমডিএ। পূর্ত দপ্তরকে তা যাচাইয়ের জন্য দেওয়াও হয়েছে। সব ঠিক থাকলে সেই ডিপি আর দেওয়া হবে খ ড়গপুর-আইআইটি কে। তাঁরা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। তারপর পুজোর আগেই উড়ালপুল তৈরির জন্য দরপত্র ডাকা হবে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১০ সেপ্টেম্বর ২৩ ভাদ্র, ১৪৩০, রবিবার

রাজ্যে নিজস্ব শিক্ষানীতি, চালু থাকছে মাধ্যমিক, বাংলাতে জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চালু হল রাজ্যের নিজস্ব নয়া শিক্ষানীতি। শনিবার শিক্ষা দপ্তর তাদের ওয়েবসাইটে এই শিক্ষানীতি বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করেছে। ১৭৮ পাতার এই শিক্ষানীতিতে অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির ছায়া থাকলেও বেশ কিছু মৌলিক বিষয় যুক্ত করা হয়েছে।

নয়া শিক্ষানীতিতে স্কুল স্তরের শিক্ষায় অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষা কেন্দ্রে পড়াশোনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মাতৃভাষায় পড়াশোনার পাশাপাশি প্রথম শ্রেণি থেকে বাংলা ভাষা সম্পর্কে পড়ুয়াদের মধ্যে ধারণা তৈরির কথা বলা হয়েছে।

নতুন রাজ্য শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণি থেকে উঁচু শ্রেণিতে পরীক্ষার সেমেস্টার ব্যবস্থা চালুর কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু রাজ্যের শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকছে। উচ্চ মাধ্যমিকে এমসিকিউ ধাঁচে প্রশ্নপত্র হবে। সেখানে সেমেস্টার ব্যবস্থা চালু করতে বলা হয়েছে শিক্ষানীতিতে। উ চ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এতদিন যেভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলে আসছিল, রাজ্যের শিক্ষানীতিতে সেভাবেই মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। রাজ্য শিক্ষানীতিতে এই মাধ্যমিক পরীক্ষা রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যথার্থ বলেই মনে করছেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

তাঁর ব্যাখ্যা, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হল স্কুলজীবনের শেষ পরীক্ষা। এরপর উচ্চশিক্ষার দিকে

অগ্রসর হয় পড়ুয়ারা। আর এক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রেও উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট কাজে লাগে। ফলে যদি মাধ্যমিক পরীক্ষা না থাকে, তাহলে পড়ুয়াদের স্কুল জীবনের একমাত্র বড় পরীক্ষা হবে উচ্চমাধ্যমিক। সেক্ষেত্রে স্কুল জীবনের শেষ বড় পরীক্ষা দেওয়ার আগে পড়ুয়াদের নিজেদের মূল্যায়ন করার কোনও সুযোগ থাকবে না।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের মতে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগে পড়ুয়াদের নিজেদের প্রস্তুতি হিসেবে মাধ্যমিক পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা দরকার বলে মনে করছেন তিনি।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরির প্রথম পাঁচ বছর গ্রামাঞ্চলে কাজ করা বাধ্যতামূলক। তাঁদের জন্য নয়া পদোন্নতি নীতি চালু করার কথা বলা হয়েছে। স্নাতক স্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতিতে চার বছরের পাঠ্যক্রম চালু করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা মহল তাতে তীব্র আপত্তি জানায়। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই নীতি মেনেই চলতি বছর থেকে চার বছরের স্নাতক পাঠ্যক্রম চালু করেছে। ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'এটা না করলে আমাদের ছেলেমেয়েরা সর্বভারতীয় স্তরে পিছিয়ে পড়ত।' রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, তারা কেন্দ্রের চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষানীতি মানবে না। তাই তারা নিজেদের শিক্ষানীতি তৈরি করার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিল। সেই কমিটির সুপারিশ মেনেই তৈরি হয়েছে রাজ্যের নয়া শিক্ষানীতি।২০৩৫ সালের মধ্যে রাজ্যের তৈরি শিক্ষানীতির উপর ভিত্তি করে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হবে বলে শিক্ষা দফতরের তরফে জানানো হয়েছে।

ডেঙ্গুতে জোড়া মৃত্যু শহরে, দু'জনেই দমদমের বাসিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা থেকে শহরতলি, বেড়ে চলেছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। হচ্ছে মৃত্যুও। প্রবল জ্বর নিয়ে বেলেঘাটা আইডি-তে ভর্তি হওয়া এক কিশোরীর শনিবার মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃতের ডেথ সার্টিফিকেটে ডেঙ্গি শক সিনড্রোমের কথা উল্লেখ রয়েছে।

দিন দু'য়েক আগেই ধুম জ্বর নিয়ে বেলেঘাটা আইডিতে ভর্তি হয়েছিল এক কিশোরী। বাড়ি দমদম মতিঝিলে। জ্বর ও গায়ে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। চিকিৎসা চলছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই কিশোরীর। রোজই জ্বর-ডেঙ্গি নিয়ে মানুষ ভর্তি হচ্ছেন হাসপাতালে। স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, ডেঙ্গু এ বছর খুব বেশি জটিল না হলেও সংক্রমণ বাড়ছে। আক্রান্তের মৃত্যুও হচ্ছে।

অন্য দিকে দক্ষিণ দমদমের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের আরও এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে এলাকারই এক নার্সিংহোমে। তিনিও ডেঙ্গু পজিটিভ ছিলেন। অস্থায়ী ওই পুলিশ কর্মীর নাম প্রীতম ভৌমিক। শুক্রবার সন্ধ্যায় নাগেরবাজার সংলগ্ন এক নার্সিংহোমে ভর্তি হন তিনি। শনিবার ভোর ৩টে ৪৬ মিনিট নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ হিসাবে মৃত্যুর শংসাপত্রে ডেঙ্গুর কথাই উল্লেখ করা

হয়েছে।

এদিকে দক্ষিণ দমদম পুরসভা সূত্রে খবর, অগাস্টের মাঝামাঝি অন্তত ২০০ জন দক্ষিণ দমদমে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন। সঙ্গে ঘরে ঘরে জ্বর, গায়ে হাত পায়ে ব্যথা। সাধারণ ফ্লুয়ের মতোই উপসর্গ। এরপর হঠাৎ করেই বাড়াবাড়ি হচ্ছে অবস্থা।

কলকাতাতেও ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা নেহাত কম নয়। দিন কয়েক আগেই কলকাতার ল্যান্সডাউনের বাসিন্দা এক মহিলার মৃত্যু হয়েছিল। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে প্রচার চালাচ্ছে কলকাতা পুরসভা। মশার উৎপাত কমাতে ভিয়েতনামি মশারি বিলি করা শুরু করছে পুরসভা। কীটনাশক লাগানো এই মশারির গায়ে বসলেই মশা মরবে বলে দাবি পুর আধিকারিকদের। তাছাড়া বাড়িঘরের আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা, জল জমতে না দেওয়ার কথাও বার বার বলা হচ্ছে। কিন্তু তারপরও ডেঙ্গির প্রকোপ আটকানো যাচ্ছে না।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পর পর তিন বছর ডেঙ্গুর ডেং-৩ স্ট্রেনে কাবু হচ্ছে বাংলা। সেরোটাইপ সমীক্ষা বলছে, ২০২১ সালে ৭২ শতাংশ, ২০২২ সালে ৫৩ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ৭৫ শতাংশ এই স্ট্রেনে আক্রান্ত। এ বছর প্রথম থেকেই দক্ষিণ দমদম পুর এলাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা গিয়েছে।

দু'দিন ফেরানোর পর সংকটজনক অবস্থায় ভর্তি, মৃত্যু গর্ভস্থ সন্তানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভিযোগ, ভর্তির জন্য গত বুধবার গিয়ে ফিরতে হয়েছে। বৃহস্পতিবারেও জোটেনি কলকাতা মেডিক্যালে জোটেনি। শনিবার প্রসূতির অবস্থা যখন সংকটজনক, তখন অবশ্য আর ফেরাতে পারেনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। তবে প্রসূতি বাঁচলেও, গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু হল।

স্বাভাবিকভাবেই গোটা পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে দায় কার! বুধবার-বৃহস্পতিবার কেন ফিরিয়ে দেওয়া হল রোগিনীকে? কেন দেখা হল না গর্ভস্থ সন্তানের হৃদস্পন্দন এমনই গুরুতর অভিযোগের মুখে সরকারি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ। গর্ভস্থ সন্তানের হৃদস্পন্দন দেখা জরুরি ছিল, এ কথা মানছেন মেডিক্যালের এমএসভিপি অঞ্জন অধিকারীও।

সূত্রের খবর, গিরিশ পার্কের বাসিন্দা পাখি মণ্ডল সন্তানসম্ভবা ছিলেন। বুধবার রাতে প্রসবজনিত সমস্যা হওয়ায় মেডিক্যালের ইডেন বিল্ডিংয়ে নিয়ে যান তাঁর পরিজনেরা। সেদিন তাঁকে ভর্তি না নিয়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ তাঁর পরিবাদের সদস্যদের। বৃহস্পতিবার বিকালে ফের রোগিণীকে নিয়ে মেডিক্যালে যান পরিজনেরা। সেদিনও ভর্তি না নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর শনিবার ভোরে প্রসূতি মা সঙ্কটজনক হয়ে পড়লে তবে তাঁকে ভর্তি করানো হয়। অস্ত্রোপোচারের পর দেখা যায় সন্তান মৃত। অভিযোগ প্রসঙ্গে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, 'গর্ভস্থ সন্তানের শনিবারের আগেই মৃত্যু হয়েছিল। তবে বুধবার কেন তাঁকে ভর্তি করা হল না সেটা দেখা জরুরি। বুধবার গর্ভস্থ সন্তানের হৃদস্পন্দন দেখা হয়েছিল কি না সেটাও দেখতে হবে।'

রোগী ফেরালে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে, একাধিক হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রোগী রেফার বন্ধ করতে পদক্ষেপও করা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজগুলিকে সতর্ক করা হয় স্বাস্থ্য ভবনরে তরফ থেকেও। এরপরও যে হুঁশ ফিরছে না তা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ঘটনা।

হালিশহরে আচমকা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল মাছ বাজারের ছাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হালিশহরে আচমকা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল শতাধী প্রাচীন জরাজীর্ণ মাছ বাজারের ছাদ। যদিও ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। হালিশহর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের হুকুমচাঁদ জুটমিল সন্নিহিত পুরনো মাছ বাজারে শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। অনেকের কাছে এই বাজার শেখ সুবরাতি মার্কেট নামেও পরিচিত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বর্ষায় ছাদের অবস্থা খারাপ ছিল। এদিন ভোরের দিকে মুসলধারে বৃষ্টি হওয়ায় ছাদের একাংশ ভেঙে পড়ে। দু'তিন জন মাছ ব্যবসায়ী ও একজন মুরগির মাংস বিক্রেতা সবেমাত্র দোকান পেতেছিলেন। ঠিক সকাল ৯.২০ মিনিট নাগাদ আচমকা ভেঙে পড়ে পুরনো মাছ বাজারের ছাদ। একজন মুরগি মাংসের দোকানদারের পায়ে চোট লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে হালিশহর থানার পুলিশ। বাজার কমিটির সম্পাদক বিজয় চৌধুরী জানান, বহু বছর ধরে সংস্কার না হওয়ায় বাজারটি জরাজীর্ণ দশায় পরিণত। তাঁর অভিযোগ, সংস্কারের জন্য বাজারের মালিকদের বহুবার বলা হয়েছে। তবুও সংস্কারে কোনও উদ্যগে নেয়নি। বাজারের ছাদ ভেঙে পড়ার খবর পেয়ে এদিন দুপুরে কলকাতা থেকে হালিশহরে ছুটে আসেন বাজারের একজন অংশীদার মহম্মদ শাহেদ হোসেন। তিনি বলেন, দাদুর নামাঙ্কিত শেখ সুবরাতি মার্কেট একশো বছরের পুরানো। এই মার্কেটের অংশীদার অনেকজন। কিন্তু মার্কেট সংস্কারে কারও কোনও হেলদোল নেই। শাহেদ হোসেন বলেন, 'মাছ বাজারের ছাদ এদিন ভেঙে পড়েছে। কারও আঘাত লাগেনি।' তিনি জানালেন, অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে কথা বলে মার্কেটটিকে সংস্কার করার উদ্যোগ নিতে হবে।

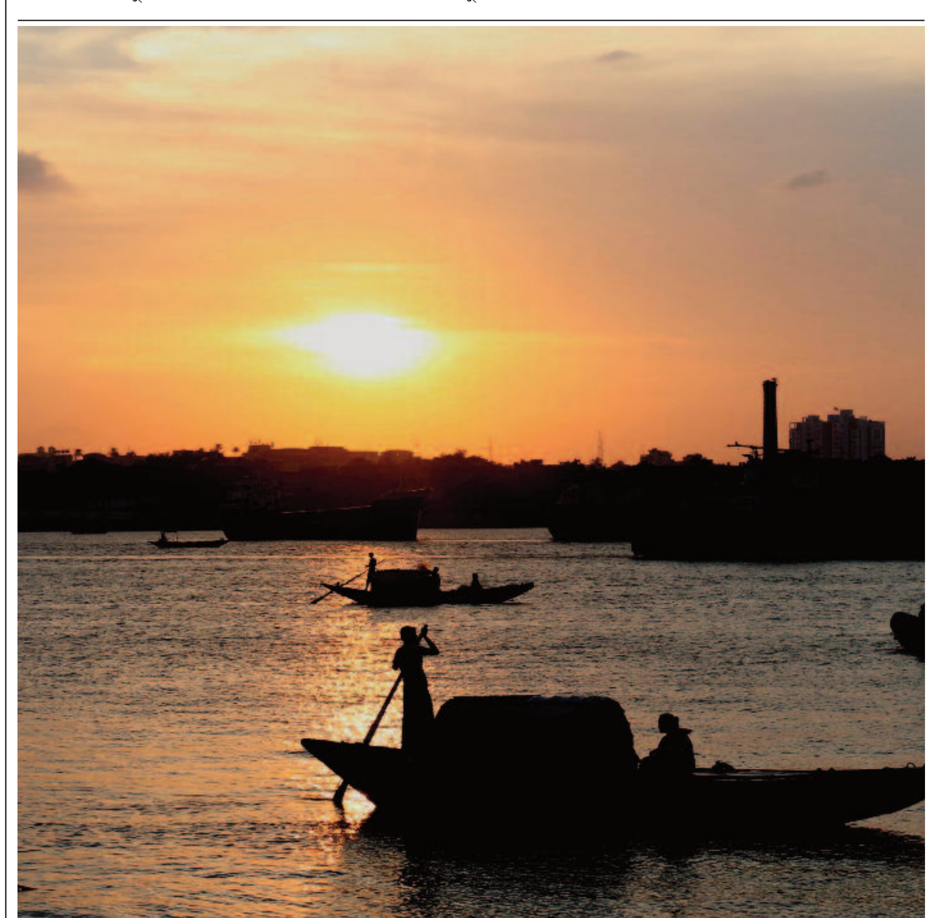

সূর্য ডোবার পালা। বাবুঘাটে অস্তমিত সূর্যের ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

যশ এখনও গেরুয়া শিবিরে কি না তা নিয়ে শুরু জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফ্ল্যাট দুর্নীতিতে নুসরতকে ইডি তলবের পর এখন বঙ্গ রাজনীতিতে একটাই জল্পনা যশ আদৌ বিজেপিতে আছেন কিনা তা নিয়েই। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ১৭ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন টলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ যশ দাশগুপ্ত। এরপর হুগলির চণ্ডীতলা থেকে প্রার্থীও করা হয় তাঁকে। কিন্তু, তৃণমূল প্রার্থী স্বাতী খোন্দকারের কাছে পরাজিত হন তিনি। এরপর থেকে তাঁকে বিজেপির কোনও কর্মসূচিতে তাঁকে দেখাও যায়নি। তিনি খাতায় কলমে-ই কি বিজেপির সদস্য তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা থেকেই গেছে।

এই বিষয়ে বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য জানান, '২০২১ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে আমরা চেয়েছিলাম বিভিন্ন পেশার মানুষজন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন। সেই সময় তিনি আমাদের দলে এসেছিলেন। ভোটে লড়েছিলেন। কিন্তু, নির্বাচিত প্রতিনিধি হতে পারেননি। তিনি দলে আছেন বলে অন্তত আমার বা আমাদের জানা নেই।'

অন্যদিকে, যশের গেরুয়া শিবিরে থাকা প্রসঙ্গে কিছুটা একই সুর শোনা গেল তাঁরই এক পেশায় থাকা বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষের গলাতেও। রুদ্রনীল এই প্রসঙ্গে জানান, 'পালাবদলের আবহাওয়া তৈরি হলে অনেক মানুষ আসেন তাঁদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য। আবার কেউ কেউ রাজনীতিতে আসেন মানুষের জন্য। আমি নিজের ভালো চাই নাকি মানুষের, তা ভাবতে হবে।' একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'যশ এসেছিলেন, এরপর তিনি নিজেকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। আমরা অনেকেই নিজেদের মধ্যে আড্ডা দিয়ে থাকি। কিন্তু, যশ কখনও তেমন ছিলেন না। তবে তিনি যে রাজনীতির অলিন্দে নেই তা তো প্রমাণ পাওয়া যায়।'

যদিও নিজের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করতে শোনা যায়নি যশ দাশগুপ্তকে। যদিও বিজেপিতে যোগদানের পর ২০২১ সালে এক সাক্ষাৎকারে যশ দাশগুপ্ত স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, পার্টটাইম রাজনীতি করতে তিনি আসেননি। শিকড়ে পৌঁছে মানুষের জন্য কাজ করতে চান তিনি। কোনও পদ দিয়ে তাঁর হাত-পা বেঁধে রাখা হবে না বলেও জানানো হয়েছিল বিজেপির তরফে, এমনটাও জানিয়েছিলেন যশ। সঙ্গে অবশ্য তিনি এটাও সংযোজন করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। এরপর রাজনীতির ময়দানে অনুপস্থিতি নিয়ে সেভাবে অভিনেতাকে কোনও মন্তব্য করতে স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গ রাজনীতিতে প্রশ্ন উঠেছে যশ 'রাজনীতির ময়দানে সক্রিয়' কি না তা নিয়ে।

পুজোর মুখে বাজি কারখানার শ্রমিকদের একমাসের অস্থায়ী লাইসেন্স দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একের পর এক বিস্ফোরণের ঘটনার জেরে বেআইনি বাজি কারখানা বন্ধ করে আতসবাজির ক্লাস্টার তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু এই সব বেআইনি বাজি কারখানায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা শ্রমিকরা আচমকাই যাতে পুজোর আগে কর্মহীন হয়ে না পড়েন সে ব্যাপারে সানুভূতিশীল রাজ্য সরকার। এই সমস্ত শ্রমিকদের কথা ভেবে তাঁদের সবুজ বাজি তৈরি এবং বিক্রির জন্য একমাসের অস্থায়ী লাইসেন্স দেওয়ার পরিকল্পনা রাজ্য সরকার।

সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, একমাসের জন্য জেলায় জেলায় একটা বড় খোলা জায়গা ঠিক করে দেওয়া হবে। সেখানেই এই শ্রমিকরা বাজি তৈরি এবং বিক্রি করতে পারবেন। পাশাপাশি কোনও ব্যবসায়ী নিজের জমিতে আতসবাজির ক্লাস্টার তৈরি করতে চাইলে তাঁকে আর্থিক সাহায্য করবে রাজ্য সরকার।

এই ইস্যুতেই নবান্নে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে বৈঠক করে সারা বাংলা আতসবাজি উন্নয়ন সমিতি। এরপর সংগঠনের চেয়ারম্যান বাবলা রায় জানান, 'রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, জমি থাকা কোনও ব্যবসায়ী যদি ক্লাস্টার তৈরি করতে চান, তবে তাঁর খরচের ৯০ শতাংশই রাজ্য সরকার দেবে। পাশাপাশি বেআইনি বাজি কারখানায় কাজ করা শ্রমিকদের মূলস্রোতে ফেরাতে কালীপুজোর

আগে বাজি বানানো এবং বিক্রি করতে একমাসের জন্য একটা টেম্পোরারি লাইসেন্স দেওয়ার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

সংগঠনের তরফে বিভিন্ন ব্লকে পড়ে থাকা কর্মতীর্থগুলোতে আতসবাজি হাব তৈরির আবেদনও জানানো হয় এদিনের এই বৈঠকে। তবে এ বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওযা হয়নি। তবে সরকারের তরফে ভেবে দেখা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

এদিকে বেআইনি বাজি কারখানা বন্ধে এবং বিস্ফোরণের মতো ঘটনা এড়াতে জেলায়-জেলায় বাজির ক্লাস্টার বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি জেলায় জায়গা চিহ্নিতও হয়েছে। ঠিক হয়েছে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাজি কারখানাগুলি বন্ধ করে গড়ে তোলা হবে ক্লাস্টার। অর্থাৎ জেলা শিল্পকেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় এক সঙ্গে অনেক কারখানা তৈরি হবে। এক্ষেত্রে সরকারি সুবিধাও মিলবে। এদিনের বৈঠকে সে বিষয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয় বলে সূত্রে খবর। একই সঙ্গে শিল্পসাথী পোর্টালে শ্রমিকদের যাতে নাম তুলতে সুবিধা হয়, সে কারণে কর্মশালারও আয়োজন করা হচ্ছে রাজ্যের তরফে।

স্বপ্নপূরণ 'হসপিটাল ম্যান'-এর, উপহার পেলেন ফুড ভ্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কারও কাছে তিনি অন্নদাতা। আর বেশিরভাগের কাছে তাঁর পরিচিতি 'হসপিট্যাল ম্যান' হিসেবে। যিনি করোনাকালে কলকাতার তিনটি সরকারি হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসায় আসা পরিজনদের মুখে বিনামূল্যে খাবার তুলে দিয়েছেন। কালীঘাটের পার্থ করচৌধুরী। এবার তাঁর কর্মযজ্ঞকে প্রসারিত করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন তুনীর মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি। পার্থের হাতে তুলে দিলেন একটি ফুড ভ্যান।

শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই উপহার তুলে দেওয়া হয় 'হসপিট্যাল ম্যান'-এর হাতে। আর তা দেখে ভীষণ খুশি পার্থ কর চৌধুরী। জানালেন, এবার রান্না করা খাবার দিতে আরও সুবিধা হবে।

কোভিডের সময় মানুষ যখন নিজের পরিবারকে নিয়ে নিরাপদে বাড়ির ভিতরে কাটিয়েছে সেই ভয়াল দিনগুলোতেও অকুতোভয় সৈনিকের মতো নিজের স্বপ্ন পূরণের লড়াই চালিয়ে অভুক্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন পার্থ কর চৌধুরী। অবশেষে শনিবার হসপিটাল ম্যান ওরফে পার্থ করচৌধুরীর স্বপ্নপূরণ হল ফুড ভ্যান পেয়ে। এই গাড়িতে একটি রান্নাঘর রয়েছে। এটা ব্যবহার হবে হাসপাতালের রাস্তায় পড়ে থাকা রোগীর আত্মীয়দের জন্য দু'বেলা খ াবার জোগাতে।

প্রসঙ্গত, পেশায় পুলকার চালক পঞ্চশোর্ধ্ব এই ব্যক্তি সেই সব মানুষদের কাছে অন্নদাতা হয়ে উঠেছেন, যাঁরা অসহায়। বিগত কয়েক বছর ধরে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। এক ব্যক্তি তাঁর গাড়ির পেছনের ডিকি থেকে খাবার দিচ্ছেন বহু মানুষকে। কলকাতার সরকারি হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা করাতে আসা লোকজনদের অনেকেই আসেন গ্রামগঞ্জ থেকে। রোগীর চিকিৎসা কার্যত বিনামূল্যে হলেও, তারপরেও অনেকেরই পেট ভরে খ াবার টাকা থাকে না হাসপাতাল চত্বরে। বিশেষত করনোকালে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছিল। লোকের কাজ ছিল না। সেই সময় ঘরে বসে না থেকে 'অন্নদাতার' ভূমিকায় বেরিয়ে পড়েন পার্থবাবু।

করোনাকালে তাঁকে দেখা গিয়েছে ত্রাতার ভূমিকায়। কলকাতার তিন সরকারি হাসপাতালের রোগীর পরিজনের মুখে বিনামূল্যে খাবার তুলে দিচ্ছেন। এক্কেবারে বিনামূল্যে।

পেশায় পুলকার চালক পার্থের লকডাউনে স্কুল বন্ধ হওয়ার পর থেকেই এটাই তাঁর রোজনামচা। বাড়িতে রয়েছেন বৃদ্ধ মা, বাবা, স্ত্রী ও এক মেয়ে। কিন্তু করোনার কোপে গতবছর স্কুল বন্ধ হওয়া থেকেই উপার্জন নেই। তবু তিনি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেননি। নিজের পরিবারের বাইরেও বৃহত্তর পরিবারের ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছেন।

করোনাকালে, এমনকী তার পরেও কখনও হোটেল রেস্টুরেন্টের উদ্বৃত্ব খাওয়ার জোগাড় করে, কখনো নিজের বাড়িতে রান্না করে প্রায় ৪ লক্ষ মানুষের অন্ন জুগিয়েছেন। অনেকে সহৃদয় ব্যক্তি তাঁকে খ াবারের ব্যবস্থা করতে সাহায্যও করেছেন। চাল, ডাল কিনতে সাহায্য করেছেন। তাঁকে এভাবে মানুষের পাশে থাকতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন তুনীর মুখোপাধ্যায়। শনিবার রক্তদান আর হেলথ চেকআপ ক্যাম্প হয়। সারাদিনের অনুষ্ঠানে এই ভ্যান তার হাতে তুলে দেওয়া হল। পার্থ জানান, 'আমার স্বপ্ন ছিল কমিউনিটি কিচেন গড়ে অভুক্ত মানুষগুলোর জন্য কিছু ব্যবস্থা করা। তাতে দেখলাম, অনেক খরচ। চেষ্টা করেছি একটি ছোট মালবাহী গাড়িকে সম্পূর্ণ রান্নাঘরে বদলে নেওয়ার। তা হলে ষোলো ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে অনেক রোগী ও তাঁদের পরিজনকে খাবার দিয়েছি। তবে আজকে ভ্রাম্যমান এই সম্পূর্ন রান্নাঘর পেয়ে আমার একটা স্বপ্ন পূরণ হল।'

সম্পাদকীয়

বিশেষ অধিবেশনে কী হবে তা নিয়ে চিন্তিত সকলে

১৮-২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় বিশেষ অধিবেশনের এজেন্ডা বা আলোচ্যসূচি কী? বিরোধীরা জানে না। কারণ এজেন্ডা ঠিক করার জন্য তাদের সঙ্গে কোনও আলোচনাই করেনি সরকার পক্ষ। সোজা কথায়, মোদির পার্টি ও সরকার সংসদের বিশেষ অধিবেশনকে কেন্দ্র করেও একটি রহস্য রেখে দিয়েছে। আচমকা বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের কারণ জানতে চেয়ে কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধী চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রীকে। ওই চিঠিতে সোনিয়া গান্ধী দাবি করেছেন, বিরোধীদের তরফে উত্থাপিত ইস্যুগুলির উপর সংসদে আলোচনা করতে হবে। আলোচ্য বিষয় হিসেবে দেশের নয়টি জ্বলন্ত সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছে;বেহাল আর্থিক পরিস্থিতি, কৃষকদের সমস্যাবলি, চীনের বেপরোয়া আগ্রাসন, মণিপুর সমস্যা, জাতিগণনা, দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর উপর্যুপরি আঘাত, আদানি গোষ্ঠীর দুর্নীতির ব্যাপারে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গঠন, হরিয়ানাসহ একাধিক রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং হিমাচল প্রদেশে ও মহারাষ্ট্রে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে মানুষের দুঃখকষ্ট। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে সোনিয়া গান্ধী এই আশাই ব্যক্ত করেছেন যে, 'আশা করি, ইতিবাচক সহযোগিতার ভিত্তিতেই উপর্যুক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আসন্ন বিশেষ অধিবেশনে চর্চা হবে।' জানা গিয়েছে, অধিবেশনের পাঁচদিনের জন্যই সরকারি এজেন্ডা রাখা হয়েছে। তার প্রেক্ষিতে, সোনিয়া গান্ধীর চিঠির প্রতিলিপি সামনে এনে কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্র জয়রাম রমেশ দাবি করেন, 'বিরোধীদের কথাও সরকারকে শুনতে হবে। সরকার একতরফা তার কথাই বলে যাবে আর বিরোধীরা তা শুনবে, এটি আর হবে না। গণতন্ত্রে এই জিনিস চলতে পারে না। বিরোধীদের দাবিও সরকার পক্ষকে মানতে হবে।' এই অধিবেশন আচমকা হলেও, বিরোধীদের মহাজোট 'ইন্ডিয়া' তা বয়কট করছে না। পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে বিরোধীদের তরফে। অর্থাৎ বিরোধীদের বয়কটের সুযোগ সরকার এবার পাচ্ছে না। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি অবশ্য বিরোধীদের বক্তব্যকে 'অহেতুক রাজনীতি' বলে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। একইসঙ্গে সোনিয়া গান্ধীকে জবাবি চিঠি দিয়েছেন প্রহ্লাদ। চিঠিতে তাঁর দাবি, সরকার সংসদে আলোচনায় তৈরি। তবে, সোনিয়া যেসব বিষয়ে আলোচনা চেয়েছেন সেগুলি চর্চায় আসবে না। কারণ বাদল অধিবেশনেই সরকার সেসবের জবাব দিয়েছে। সোনিয়া গান্ধীর চিঠির দায়সারা জবাব প্রধানমন্ত্রীর বদলে প্রহ্লাদ যোশি মারফত দিয়েই সরকার বুঝিয়ে দিয়েছে, বিরোধীদের বক্তব্য এবারও সংসদে কোনও গুরুত্ব পাবে না। সরকারের মাথায় যেসব অসমাপ্ত বদখেয়াল ভর করে আছে, সেগুলিই ঝাঁপি খুলে বেরবে আসন্ন অধিবেশনে। তার মধ্যে থাকতে পারে দেশের নাম থেকে 'ইন্ডিয়া' মুছে শুধুই 'ভারত' চাপিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব; এক দেশ এক ভোট, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) এবং লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আনার মতো বিষয়গুলিও। নয়া তুঘলকি ফরমান আরও কত যে দুর্ভোগ বয়ে আনবে তা নিয়েই চিন্তিত দেশবাসী।

জন্মদিন

আজকের দিন

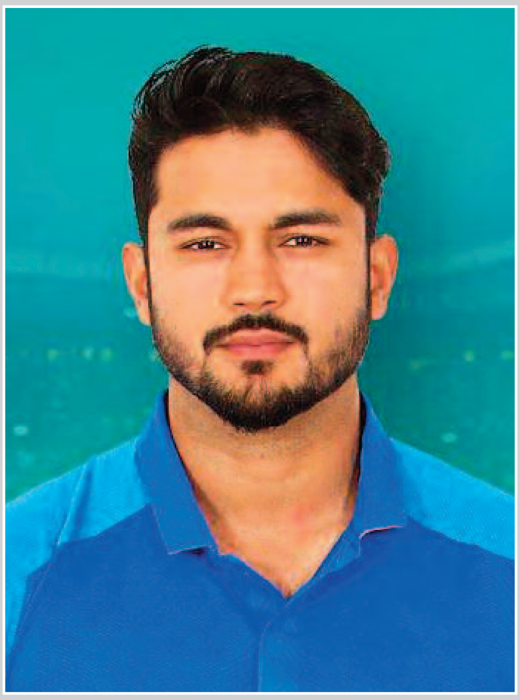

মনীশ পান্ডে

১৮৮৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গোবিন্দবল্লভ পন্থের জন্মদিন।*
১৯২২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের জন্মদিন।*
১৯৮৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মনীশ পান্ডের জন্মদিন।*

বুড়িবালামের তীরে শৌর্যের সে রক্তরাঙা ইতিহাস

শান্তনু রায়

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীনের আত্মোৎসর্গ দিবসে বিশেষ

একশ আট বছর আগের ১০ই সেপ্টেম্বরের নবীন ঊষা স্থান বালেশ্বর সরকারি হাসপাতাল আগেরদিনে বুলেটযুদ্ধে গুরুতর আহত মৃত্যুপথযাত্রী নির্ভীক সে মানুষটি ক্ষাত্রতেজে-আমি গর্বিত, আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু দেশমাতৃকার পূজায় নিবেদিত হয়েছে এ বলিষ্ঠ উচ্চারণ করেই চিরবিদায় নিলেন। উপস্থিত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট মাথার টুপি খুলে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন, I have high regard for him. I have met the bravest Indian.

আগেরদিন ৯ই সেপ্টেম্বরে উড়িষ্যার বালেশ্বর-বুড়ীবালাম নদীর তীরে একপক্ষে তাঁরই নেতৃত্বে মাউজার পিস্তল হাতে পাঁচ বঙ্গসন্তান অন্যদিকে আধুনিক রণসাজে সজ্জিত চার্লস টেগার্টের নেতৃত্বে বিশাল ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর মধ্যে অসম সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের শৌর্য যেন সেদিন আবার প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, রচিত হয়েছিল এক গৌরবময় ঐতিহ্য-পশ্চাতে পরে রইল যাদের বিশ্বাসঘাতকতায় সেদিন 'বিপ্লব' সার্থক রূপ পেল না তাদের কলঙ্কিত কার্যকলাপ।

তিনি বাংলার অকুতোভয় অবিসম্বাদী বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীন, যাঁর এবং মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও গদর পার্টির ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সূচনা হয়েছিল অগ্নিযুগের আরেকটি পর্ব।

কুষ্ঠিয়া জেলার কুমারখালীর কয়াগ্রামে মাতামহের বাড়িতে ১৮৭৯ সালে ভুমিষ্ঠ উমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শরৎশশী দেবীর দ্বিতীয় সন্তান যতীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব শারীরিক শক্তির সাথে সাহসিকতার জন্য বিখ্যাত। একবার বাঘের সামনে পড়েগিয়ে একটা মাত্র ছোরার সাহায্যে একা সেই বাঘের সঙ্গে লড়াই করে তাকে কাবু করেছিলেন, নিজের শরীরেও বাঘের নখে হয়েছিল শতাধিক ক্ষত। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে বাঘা যতীন।

স্বভাবকবি মায়ের সন্তান পরোপকার, সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীক চিন্তা ও কর্মের আদর্শে প্রাণিত যতীন ১৮৯৫ এন্ট্রান্স পাশ করে তিনি কোলকাতা সেন্ট্রাল কলেজে ভর্তি হন। এইসময় বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য আধ্যাত্মিক বিকাশের কথা ভাবতে শুরু করেন এবং শরীর চর্চার জন্য কুস্তির আখড়ায় ভর্তি হন সরকারী নথিতে শ্রীঅরবিন্দের দক্ষিন হস্ত বলে উল্লেখিত যতীন ১৯০৩ এ শ্রীঅরবিন্দের সাথে পরিচয়ের পর বিপ্লবী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন- শরীর গঠনে আখড়ায় যোগ দেন, গাছে ওঠা, সাঁতার কাটা ও বন্দুক ছোঁড়ায় প্রশিক্ষন গ্রহন করেন। যুগান্তর দলের সুত্রে পরিচয় হয় অন্যান্য বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের সাথে ক্রমে তিনি জেলায় জেলায় গুপ্তসমিতির শাখা স্থাপন করেন কর্মীদের অস্ত্র প্রশিক্ষন দিতে আরম্ভ করলেন।

১৯১৫য় জার্মান অস্ত্র ও রসদ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন অংশে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভ জাগিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এদেশ থেকে ব্রিটিশ বিতাড়নের উদ্ভাবক যুগান্তর দলের প্রধান নেতা যতীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে কোলকাতায় জার্মান যুবরাজের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে জার্মানি থেকে অস্ত্র ও রসদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি অর্জন করেন চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না।দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিজেদের কাজ তারা যথাসাধ্য করেছিলেন।বিদেশে থাকা বিপ্লবীরাও এগিয়ে এসেছিলেন। কাবুলে গঠিত হয়েছিল রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে অস্থায়ীসরকার। কিন্তু কয়েকজনের বিশ্বাসঘাতকতায় সব ব্যর্থ হয়ে গেল। অনেকে ধরা পড়লেন। রাসবিহারী ছদ্মবেশে চলে গেলেন জাপান । এসময় যতীন্দ্রনাথও ভবিষ্যতের সফলতর বিপ্লব সম্ভাবনার জন্যে পলায়ন করে সুযোগের অপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ভাবলেন জাতির সামনে তুলে ধরার মত কোন আদর্শ ও প্রত্যয় রেখে না গেলে পরিকল্পিত এই বিপ্লবের ব্যর্থতায় দেশ অবসন্ন হয়ে পড়তে পারে, মুক্তি সংগ্রামের সম্ভাবনাও দূরে সরে যেতে পারে। একে অতিক্রম করে এমন বলিষ্ঠকীর্তি প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন যার আলোয় সকল নৈরাশ্যবাদ দূর হয়ে যাবে। অতএব মৃত্যুহীনের ভৈরবগীতি শোনাতে হবে আগামী দিনের সংগ্রামী তরুন ভারতকে। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে কোন শুভানুধ্যায়ীর সাবধানবাণীর উত্তরে চার সন্তানের পিতা যতীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — খালি প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াব? আজ আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে যাব। এ উক্তি তো তাঁকেই মানায় । মনে রাখতে হবে এসময় বাড়িতে উদ্বিগ্ন অপেক্ষমাণ স্ত্রী ইন্দুবালা তিন নাবালক সন্তানকে নিয়ে (প্রথম সন্তান অতীন্দ্রের আগেই মৃত্যু হয়), কনিষ্ঠটির বয়স তখন দু'বছর। ১৯০৬ এ এই অতীন্দ্রের অকাল মৃত্যুর পর যতীন পরিবারের সাথে তীর্থ করতে যান হরিদ্বারে, সেখানে গুরু ভোলানন্দ গিরির দর্শন ও বিপ্লব কর্মে তাঁর আশীর্বাদও সমর্থন প্রাপ্তির পর যান বৃন্দাবনে নিরালম্ব স্বামীর (এককালের বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) সাথে দেখা করতে। এইসময় উত্তর ভারত সফরকালে তিনি সর্বত্র অরবিন্দের বিপ্লব তত্ত্ব প্রচার করতে থাকেন। ফিরে এসে নিজের যুগান্তর দলকে সংহত করে বৈপ্লবিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন- ১৯০৭ এ কিছুদিনের জন্য দার্জিলিং। ১৯০৯এ মানিকতলা বোমা মামলায় আলিপুর আদালতের পাব্লিক প্রসিকিউটার আশুতোষ বিশ্বাসকে গুলি করে হত্যা করার অভিযোগে প্রাণদণ্ড হয় বিপ্লবী চারু বসুর; ১৯১০ এ অত্যাচারী পুলিশ অফিসার সামসুল আলমকে হত্যার অভিযোগে বীরেন দত্তগুপ্তের ফাঁসি হয়। দু'টি হত্যার সঙ্গেই জড়িত থাকার অভিযাগে যতীনকে গ্রেপ্তার করার করলেও প্রমানাভাবে তাঁকে অবিলম্বে ছেড়ে দিতে হয় যদিও পুনরায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় হাওড়া-শিবপুর ষড়যন্ত্র মামলায়। ১৯১১র ফেব্রুয়ারীতে মুক্তি পেয়ে আত্মনিয়োগ করলেন সমস্ত বিপ্লবী সংঘঠনগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে কাজে সমন্বয় আনতে এবং সংহত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে।

উত্তর ভারত ও দেশের অন্যান্য অংশে পরিকল্পনা বিশ্বাসঘাতকতায় ফাঁস হয়ে গেলেও যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাংলার বিপ্লবীরা তখন প্রস্তুত। প্রয়োজন শুধু অস্ত্র। সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে অস্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজ ম্যাভেরিক আসার অপেক্ষায় দিন গুনছেন বিপ্লবীরা। কিন্তু জুলাই মাসের শেষের দিকে জাভার কাছে ম্যাভারিক ধরা পড়ে গেল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর হ্যারি এন্ড সন্স এর বালেশ্বরের শাখা অফিস ইউনিভার্সাল এম্পরিয়াম সার্চ করায় বালেশ্বর থেকে কুড়ি মাইল দূর কাপ্তিপোদায় বিপ্লবীদের আস্তানার খোঁজ পেয়ে গেলে পুলিশ সেখানে হানা দেয় এবং সেখানে কাউকে না পেলেও সুন্দরবন অঞ্চলের মানচিত্র এবং পেনাঙ্গের একটি সংবাদপত্রের কাটিং পায় যেখানে ম্যাভারিক সম্পর্কে সংবাদ ছিল। এদিকে বালেশ্বরে পুলিশের উপস্থিতি জানতে পেরে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে চিত্তপ্রিয়, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিষ পালরা ভাদ্রমাসের ভরা বুড়িবালাম পার হয়ে বনের দিকে চলতেই গ্রামের লোকেদের সন্দেহ হল, কারণ পুলিশ ইতিমধ্যে প্রচার করে রেখেছে যে কতগুলো জার্মান ও দেশি ডাকাত ঘুরে বেড়াচ্ছে গৃহস্থদের টাকাপয়সা লুঠ করার জন্য। ভিড়ের মধ্যে পুলিশও এসে হাজির হল। পুলিশের উস্কানিতে গ্রামবাসীরা অনেকে বিপ্লবীদের ধাওয়া করল। বাধ্য হয়ে তারা গুলি চালালেন। জনতা সরে গেলে তাঁরা আবার নদী পার হয়ে অপর পাড়ে এক উইয়ের ঢিপির ধারে বসলেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার তাড়নায় পাঁচজনের সবাই ক্লান্ত। তারপরে একদিকে অবোধ বিভ্রান্ত জনতা এবংঅন্যদিকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর দ্বারা ঘেরাও হয়ে ভাদ্রের গনগনে দুপুরে সম্মুখসমরে মুখোমুখি হয়ে দীর্ঘক্ষন যে লড়াইটা সেদিন ঐ বীর পঞ্চবঙ্গসন্তান যুঝেছিলেন তা ইতিহাস হয়ে আছে।

গুলিতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালেন চিত্তপ্রিয়। এক সময় গুলিও ফুরিয়ে এল গুরুতর আহত যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া হয় বালেশ্বর হাসপাতালে। সেখানেই ১০ই সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটায় যতীন্দ্রনাথ মারা যান। বালেশ্বর জেলে মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন্দ্র দাশগুপ্তের ফাঁসি হয় ১৯১৫ সালের ২২শে নভেম্বর। জ্যোতিষ পালকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হলেও অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা যান।

প্রসঙ্গত শ্বেতাঙ্গ শাসক টেগার্টরও স্বীকার করেছিলেন, 'If Jatin were an Englishman –then the English people would have built his statue next to Nelsonós at Trafalgar Square.'

আজ সেই বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ দিবস পরিশেষে উল্লেখ্য দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আজ আর এই দিনটির কথা তেমনভাবে স্মরণ বা চর্চা হয় না সাধারন পরিসরে এমনকী অনেক বাংলা দৈনিকেও দিনটি আলাদা করে উল্লেখিত হয় না যদিও ১৯২২এর ৯ই সেপ্টেম্বর বাঘা যতীনের আত্মোৎসর্গ দিবস উপলক্ষে সম্পাদকীয় লেখার অপরাধে আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক প্রফুল্ল কুমার সরকার ও মুদ্রাকর অধর চন্দ্র দাসকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল ইংরেজ শাসকের পুলিশ।

বাঘা যতীন ও তাঁর সাথীদের অসমসাহসী যুদ্ধের কথা স্থান পেয়েছে দুই বিখ্যাত কবির কবিতায়। যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবী কর্মকান্ডে গভীরভাবে প্রভাবিত নজরুল তাঁর ধুমকেতু পত্রিকায় পাতাজুড়ে বাঘা যতীনের ছবি প্রকাশ ও বুড়িবালামের তীরে এই লড়াই স্মরণে 'নব ভারতের হলদিঘাট' কবিতাটি রচনা করেছেন। কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'সব হারাদের গান' গ্রন্থে আছে 'বুড়ীবালামের তীরে' কবিতাটি। সাহিত্যিক বিপ্লবী ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের মতে অর্ধ শতাব্দীর বন্ধুর পথের যাত্রীদলের উত্তরসূরি হলেন পরবর্তীতে ইম্ফলের প্রান্তে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত মুক্তি ফৌজ। বিপ্লবী নেতৃত্বের সার্থকতম পরিণতি হল নেতাজির নেতৃত্বে। আজ ১০ই সেপ্টেম্বরে বুড়িবালামের তীরে অসম সাহসী লড়াইকে স্মরণে রেখে সেই বীর বিপ্লবী বঙ্গসন্তানের প্রতি নিবেদিত হোক বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

মানুষের স্বরচিত পরিবেশে সবুজ প্রকৃতি আজ সারোগেট মাদার !

স্বপনকুমার মণ্ডল

এই সভ্যতার উন্মেষ-বিকাশ ও বিস্তারে মানুষের একাধিপত্য অনস্বীকার্য। তার অপরাজেয় প্রাণশক্তি ও দুর্জয় প্রকৃতি আবিশ্ব জয় করার আগ্রাসী ক্ষুধা তাকে যেমন অবিরত সক্রিয় করে রেখেছে, তেমনই সভ্যতাগর্বী আধুনিকতার মোড়কে সবুজ পৃথিবী ক্রমশ হলুদ হয়ে উঠেছে। সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে অপ্রাকৃতিক বিস্ময় কোনও কিছুই তাকে বিরত করতে পারেনি। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে তার শক্তিকে প্রতিহত করে আধুনিক সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে তোলা মানুষই ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। তার আগ্রাসী ক্ষুধায় প্রকৃতির অসহায় পরিণতি দেখে মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা বেড়েই চলেছে। আর সেখানেই দূষণ দৈত্যের প্রবল প্রতাপে দিশেহারা জনজীবন, প্রাকৃতিক ভারসাম্যের করুণ পরিণতিতে মানুষের স্বরচিত পরিবেশই আত্মঘাতী ফ্রাঙ্কেস্টাইন। কৃত্রিমতার আড়ম্বরে ঝাঁ চকচকে রাস্তাঘাট থেকে ইট-কাঠ-পাথরের রাজপ্রাসাদ, রঙিন আলোর হাতছানিতে ভোগসর্বস্ব আধুনিকতা যে কত ঠুনকো, কত পলকা,কত অস্থিতিশীল, তা বছর দুয়েকের করোনা মহামারির গৃহবন্দি জীবনেই প্রতীয়মান। হাতের মুঠোয় পৃথিবীকে ধরতে গিয়ে হাতটাই কখন বেহাত হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি আমরা। রিয়্যাল ওয়ার্ল্ড থেকে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড যত বড় হয়েছে,তত স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে মিলিয়ে গিয়েছে,ততই সবুজ পৃথিবীর হাতছানি মহার্ঘ হয়ে উঠেছে । মানুষের স্বরচিত পরিবেশের কৃত্রিম আয়োজন যতই মনোরম আর মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, তাতে প্রকৃতির সবুজ সজীবতা মেলে না। প্লাস্টিকের ফুলের বাহারি আয়োজনে চোখ ধাঁধায়, অথচ তাতে মন ভরে না। নকল ফুলে তো আর প্রজাপতির হাতছানি মেলে না। আধুনিক সভ্যতার রংবাহারি আয়োজনে প্রকৃতি সঙ্গে যত দূরত্ব বেড়েছে,তত মানুষ ও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ভেঙে পড়েছে,ততই নেমে এসেছে সব পেয়েও না থাকার হাহাকার, সব থেকেও না পাওয়ার আর্তি। নকলের দেখনদারিতে আসলের অভাববোধ আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। অভিজাত হোটেলে গিয়ে মায়ের হাতের রান্না মনে পড়ে, বিলাসবহুল অট্টালিকায় গিয়েও নিজের ঘরের অগোছালো বিছানার কথা জেগে ওঠে। সেখানে মানুষের স্বরচিত কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে প্রকৃতির নির্মল হাতছানির অভাববোধ আরও তীব্র থেকে তীব্রতর মনে হয়।

আধুনিক জীবনের মানোন্নয়নে আরও স্বাচ্ছন্দ্য, আরও স্বাস্থ্যকর, আরও আরামদায়ক, আরও মনোরম চাহিদা যত গগনচুম্বী হয়ে উঠেছে,ততই আকাঁড়া বন্য প্রকৃতিকে প্রতিযোগী মনে হয়েছে। সেখানে প্রকৃতিকে শায়েস্তা করতে গিয়ে তার উপরে নেমে এসেছে স্বেচ্ছাচারী দৈত্যের তাণ্ডব। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে নির্বিচারে নিজের ইচ্ছে মতো প্রকৃতিকে ধ্বংস করে অত্যাধুনিক কৃত্রিম পরিবেশ রচনার তৎপরতায় নাগরিক জীবনের বিকৃত ক্ষুধা আমাদের পেয়ে বসেছে। তাতে অচিরেই সুলভ প্রাকৃতিক সম্পদ হাতের নাগালের বাইরে দুর্লভ হয়ে উঠেছে, প্রকৃতির রূপসুধাই বিষাক্ত পরিবেশে মহার্ঘে পরিণত হয়েছে । জলের দরের মতো বলে কোনোকিছুর মূল্য হ্রাস করার অবকাশ আর নেই। সুলভ পানীয় জলই এখন কোল্ডড্রিঙ্কের মতো বিক্রি হয়। শুধু তাই নয়, পানীয় জলের অভাব এখন মরুভূমির আতঙ্ক জাগিয়ে তোলে। নির্বাচনেও সেই পানীয় জলের চাহিদা মেটানোর দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আবার সুপেয় জলেই রয়েছে বিষাক্ত আর্সেনিকের আতঙ্ক। খাদ্যই সময় পেরিয়ে গেলে অখাদ্য হয়ে ওঠে, অপব্যবহারেও খাদ্য বিষে পরিণত হয় । প্রকৃতির জলই আজ 'অবাক জল পান' হয়ে উঠেছে। তৃষ্ণার্ত চাতকের প্রতীক্ষার মতো পানীয় জলের চাহিদায় আজ জল সংকটের ভয়াবহ ছবি উঠে আসছে। সুজলা সুফলা বাংলাতেই আজ সমুদ্রের নোনা জলে পানীয় জলের অভাবকে প্রকট করে তুলেছে। মাটির উর্বরতা শক্তিও মানুষের অতিরিক্ত চাহিদায় নিঃস্বপ্রায়। সূর্যালোকেও অতি বেগুনি রশ্মির তীব্র আক্রমণ। বাতাসও হয়ে উঠেছে শ্বাসপ্রশ্বাসের অন্তরায়। বিনে পয়সার অক্সিজেন কত মহার্ঘ হতে পারে,তা করোনাকালেই সুবোধ্য মনে হয়েছে। আর ইট-কাঠ-পাথরের জঙ্গলে পূর্ণ শহরের গগনচুম্বী বিস্তারে আকাশটাও আর পুরো দেখা যায় না। এখন আকাশ দেখার জন্যই বাড়ির ছাঁদের উপরে উঠতে হয়। পুকুর চুরির মতো আকাশটা যেন চুরি হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতি উজাড় করা মাটি, জল, আলো, বাতাস, আকাশ সবকিছুই আজ হাতের নাগালের বাইরে । অথচ সেসবই আজ পণ্যায়িত বিশ্বে মহার্ঘ হয়ে উঠেছে । শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দ্য পেতেই আজ সবচেয়ে বেশি মূল্য চোকাতে হয়। মানুষের স্বরচিত পৃথিবীতেই মানুষের সুলভ নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশের তীব্র আকাল। সেক্ষেত্রে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের অভাবের চেয়েও আধুনিক পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশের ভয়ঙ্কর আকাল মানুষকে প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতিতে ধ্বংস করে বা দূষিত করে তার সংকট যত ঘনিয়ে উঠেছে, তত তার চাহিদা বেড়ে মূল্য গিয়েছে বেড়ে, ততই জনমানসে তার অতৃপ্তিবোধ অস্বস্তি বয়ে এনেছে নিরন্তর।

উন্নয়নের গতিতে যে মানুষের দুর্গতি আরও বেড়েই চলেছে, তা তার প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবেই প্রতীয়মান। টবের গাছের সৌন্দর্যে চোখ জুড়ায়, মন ভরে না। তাতে গাছটির শ্রীবৃদ্ধির অভাব মাটিসংলগ্ন মানুষকে স্বস্তি দিতে পারে না। কেননা মাটির সঙ্গে তার কোনো সংযোগ নেই। কৃত্রিম উপায়ে এই সংযোগের অভাব অত্যন্ত প্রকট। অথচ জন্মভূমির রূপ থেকে স্বদেশের স্বরূপ সবেতেই সেই প্রাকৃতিক পরিবেশের রূপসুধা জেগে ওঠে। আমার দেশ মানেই প্রকৃতির অপরূপ দেশ। সেখানে সকল দেশের সেরার গৌরবের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা থেকে জীবনানন্দের রূপসী বাংলা জেগে ওঠে। আধুনিক ভোগবাদী সভ্যতার গ্রাসে প্রকৃতির রূপসুধাই হারিয়ে যায়নি, তার অভাবই বিপণনের রসদ হয়ে উঠেছে। একদিকে তার নির্বিচারে ধ্বংসলীলা চলেছে,অন্যদিকে কৃত্রিম উপায়ে তাকে গড়ে তোলার আয়োজনও সমান সক্রিয়। জলাশয়ে ভরাট করে বা খোলামেলা বসতবাড়ি ভেঙে বহুতল গড়ে তুলে ক্রেতাদের আকর্ষণে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের প্রাকৃতিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনোরম করে তোলা হয়। শুধু তাই নয়, হারিয়ে যাওয়া পল্লিবাংলাকেই শাহরিক প্রদর্শনীতে সাজানো চিত্রনাট্যে তুলে ধরার আয়োজনেই আমাদের সংকট আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আমাদের সব-পেয়েছির স্বপ্ন ভেঙে যায়। পণ্যায়িত বিশ্ব আমাদের ক্ষুধা যত বাড়িয়েছে, তত তার বিপণন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে, ততই সবুজ প্রকৃতির 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'র আন্তরিক হাতছানি বহুদূরে সরে যাচ্ছে। সেখানে যেন মননে সকলে উদ্বাস্তু জীবনে ছিন্নমূল শরণার্থী। পণ্যায়িত বিশ্ব মায়ের চাহিদা পূরণে সদা ব্যস্ত, আরও আরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও উপভোগের আয়োজনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনের আবিষ্কারের নিবিড় প্রতিযোগিতা। অথচ সব পেয়েও না পাওয়ার অতৃপ্তি জেগে থাকে অবিরত। মায়ের বদলে সারোগেট মা পাওয়া গেলেও তাতে সম্পর্ক জুড়ে না। মানুষের গড়ে তোলা কৃত্রিম পরিবেশ সেই সারোগেট মাদার। তাতে মা মেলে,মাতৃত্ব তার অধরা মাধুরী।

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সীতারাম লীলাসন্ধানে-অলৌকিক ঘটনার আস্বাদে ভরপুর

সত্যব্রত কবিরাজ

পুস্তক পরিচয়

সাধু মহাত্মাদের সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং ভয় মিশ্রিত সমীহর চোখে দেখে থাকে। কারণ গৃহসুখ ত্যাগ করে এক অনিশ্চয়তার জগতে তাদের বিচরণ। আধ্যাত্মিক জগতে কোন সাধু কতটা উন্নতি করেছে বা কোন স্তরে তাঁর বিচরণ এই বিচার সাধারণ মানুষের পক্ষে করা দুঃসাধ্য। অহঙ্কারী এবং অর্থবান মানুষের খোঁজ থাকে এমন আধ্যাত্মিক উচ্চমার্গের সাধুর। সাধারণ মানুষ সকল সময়েই নানান সাংসারিক ঝামেলা ঝঞ্জাটের মধ্যে থাকে। ঝামেলা ঝঞ্জাটের নিরসনের জন্য তারা সাধুদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পিছপা হয় না। সাধনমার্গের নিয়মিত চর্চার কারণে সাধুরা নানান অতিলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। তবে এই ক্ষমতা তাঁরা সহজে প্রকাশ করেন না। এতে তাঁর আসল যে উদ্দেশ্য তার হানি হয়। কিন্তু ভক্ত বা শিষ্যদের আব্দারে কখনও সখনও এমন অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ করতে হয়। এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল সাধক বামাক্ষ্যাপার জীবনে। তাঁর গর্ভধারিনী মায়ের পারলৌকিক কাজের দিনে মহা দুর্যোগের ঘনঘটায় অনুষ্ঠানটাই পণ্ড হতে বসেছিল। কিন্তু বামাক্ষ্যাপা অনুষ্ঠানস্থলটির চারিদিকে এক গণ্ডি দিয়ে চিহ্নিত করে দেওয়ার ফলে সেখানেই শুধু বৃষ্টির জল পড়ছিল না। অথচ তার চারপাশে বৃষ্টির জলে ভেসে যেতে দেখাগিয়েছিল বলে তাঁর সম্পর্কিত প্রচারিত কাহিনিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর রসদদার মথুরবাবুর সন্দেহ নিরসনে একই জবা গাছের একই ডালে দুই রংয়ের জবাফুট ফুটিয়ে দেখিয়েছিলেন। যদিও এখন কলমের সাহায্যে তৈরি গাছে এমন ঘটনা অকছাড় দেখতে পাওয়া যায়।

সীতারমা দাস ওঙ্কারনাথজির জীবনে এমন অনেক ঘটনার কথা লেখক কিঙ্কর শরণানন্দ তাঁর সীতারাম লীলাসন্ধানে গ্রন্থটিতে উল্লেখ করেছেন। এমনই এক ঘটনা- বিকেল পাঁচটা বাজে। পাড়ার ছেলেরা ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক। থিয়েটার হবে পাড়ার মাঠে মঞ্চ তৈরি করে । দক্ষিণ কলকাতার বেহালার মেন রাস্তা থেকে কে ডি মুখার্জি রোডে যাতে কোনও গাড়ি ঢুকতে না পারে সেজন্য গলির মুখেই আড়াআড়িভাবে বাঁশ বেঁধে বেড়া দেওয়া হয়েছে। আয়োজন সবই প্রস্তুত, কিন্তু সকলেরই মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে দুর্ভাবনা-আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখে। বৃষ্টি এল বলে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম যে বৃষ্টির জলে পণ্ড হতে বসেছে। কিন্তু রাস্তায় ঢোকার মুখে ভিড় জমতে দেখে উদ্যোক্তা ছেলেরা সেখানে হাজির হয়ে দেখে এক কালো অ্যাম্বাসাডার মধ্যে এক সাধু বসে রয়েছে তিনি কার বাড়ি যাবেন। ছেলেরা জানিয়ে দিল এরাস্তায় আর কোনও গাড়ি ঢুকতে দেওয়া হবে না। এদিকে মেঘের গর্জন ক্রমেই বাড়ছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে এক ছোকরা বলে বসল সাধু হলেই তো হবে না, আমাদের সব পরিশ্রম পণ্ড হতে বসেছে দেখি কেমন সাধু, আজ বৃষ্টিটা রদ করে দিক দেখি। বৃষ্টি বন্ধ হলে আমরাও গাড়ি ছেড়ে দেব। এদিকে গাড়ির মধ্যে সীতারামজি নামগান করেই চলেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করল। তবে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি যে হল না তা নয়। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠে পড়ায় উদ্যোক্তা ছেলেদের মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মাল যে সাধুর নামের কেরামতিতেই এমনটা হল। তারা আর বিলম্ব না করে গাড়ি ঢোকার অনুমতি দিল বাঁশ সরিয়ে নিয়ে। তবে কেউ কেউ ঘটনাটিকে কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেনি যে তা নয়। কিন্তু উপস্থিত যুবকের দলের সামনে এমনট ঘটনা তাদের চমৎকৃত করেছিল।

এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়া স্টেশনে। সীতারামজি সেবার ওঙ্কারেশ্বর থেকে ফিরছিলেন। প্রচুর লটবহর রয়েছে সঙ্গে। এদিকে খাণ্ডোয়া স্টেশনে গাড়ি থামে মাত্র এক মিনিট। কিন্তু এত লটবহর তুলতে সময় লাগবে। সীতারামজি বসে আছেন। ট্রেন স্টেশনে থেমেছে। এক মিনিট পরই গার্ড নিয়ম মতো বাঁশি দিয়ে গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তখনও আশ্রমের মালপত্র তোলা বাকি। এদিকে গার্ডের নির্দেশ পেয়ে ড্রাইভার হুইশেল বাজিয়ে গাড়ি ছাড়ার ইঙ্গিত দিল। কিন্তু ট্রেন আর নড়ে না। কি হল। সকলে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছেন। কিন্তু কারণ কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। ৩০/৪০ মিনিট পর ট্রেন হঠাৎ নড়ে উঠল। কারণ তখন আশ্রমের সকল লটবহর ট্রেনে তুলে ফেলেছেন আশ্রমিকরা। তারাই জয় বাবার জয়, গুরুর জয় ধ্বনি দিচ্ছে। এমনই বহু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন লেখক। ভক্তপ্রবর উত্তম দে জানান, সীতারামজির সান্নিধ্যে এমন বহু ঘটনার সাক্ষী হওযার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে।

সীতারাম লীলাসন্ধানে
কিঙ্কর শরণানন্দ
প্রকাশক : শঙ্করপ্রসাদ নাগ
সেবা মূল্য -৪০ টাকা।

হুগলিতে টোটো, ই-রিকশো চলবে না!

বাসরুটের হাল ফেরাতে কড়া পদক্ষেপের পথে পরিবহণ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাতীয় সড়ক বা রাজ্য সড়কের ওপর দেদার মোটর ভ্যান, অটো ও টোটো চলছে বলে দাবি। প্রশাসনের তরফে জাতীয় বা রাজ্য সড়কের ওপর বারবার টোটো-অটো চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও টোটোর দৌরাত্ম্য ঠেকানো যাচ্ছে না বলে দাবি। এতে একদিকে যেমন বাড়ছে যানজট, ঠিক তেমনই দুর্ঘটনা ঘটছে। এবার টোটো, অটো ও মোটর ভ্যান বন্ধে রাস্তায় নামল হুগলি পরিবহণ দপ্তর। চন্দননগর কমিশনারেট এলাকার দীর্ঘাঙ্গী মোড় থেকে চুঁচুড়া পর্যন্ত অভিযান চালানো হয়। অভিযান চালিয়ে ১৫টি বেআইনি যান আটক করা হয়েছে। একইসঙ্গে বেআইনি মোটর ভ্যান প্রস্তুতকারক সংস্থাতেও অভিযান চালায় পরিবহণ দপ্তর।

পরিবহণ দপ্তরের তরফে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, রাজ্য বা জাতীয় সড়কের ওপর টোটো বা অটো চালাতে দেওয়া হবে না। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু চালক নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে এই কাজ করছেন বলে জানা গিয়েছে। খবর যেতেই শুরু হয় ধরপাকড়। পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে স্থানীয় থানার পুলিশও ছিল বলে জানা গিয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের হাতে পাকড়াও হতেই এক টোটো চালকের দাবি, 'এতদিন এই রাস্তায় টোটো চলছিল। জানতাম না তাই চলে এসেছি। আর জাতীয় সড়কের ওপর টোটো চালাব না।'

অতিরিক্ত পরিবহণ আধিকারিক সুদীপ্ত মজুমদার দাবি করেন, 'জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কের ওপর টোটো, অটো, মোটর ভ্যান চলা নিষিদ্ধ। কিন্তু দিন দিন তা বেড়েই চলেছে। রাস্তায় দুর্ঘটনার পরিমাণ বাড়ছে। এই অত্যধিক পরিমাণে টোটো বাড়ার কারণে বাস রুট উঠে যাচ্ছে। আমরা দু'দিন আগে থেকেই এদেরকে সতর্ক করেছিলাম। তা সত্ত্বেও যাঁরা গাড়ি চালাচ্ছেন তাঁদের গাড়ি আটক করা হয়েছে। এর সঙ্গে বেআইনি মোটর ভ্যান প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধেও আমরা অভিযান চালিয়েছি। কমিশনারেট এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চলছে।'

বেআইনি টোটো প্রসঙ্গে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'রিকশোর আদলে বিভিন্ন লেদ কারখানা, গ্যারেজে লোহার সঙ্গে লোহা জুড়ে তার সঙ্গে মোটর লাগিয়ে টোটো হিসেবে তা বাজারে ছাড়া হচ্ছে। যার ফলে অনেক সময় যানজট তৈরি হচ্ছে। অনেক সময় জাতীয় সড়কের ওপর টোটো উঠে যাচ্ছে তাতে বাড়ছে দুর্ঘটনা। সাধারণ মানুষ এই নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে। বেকার যুবকরা যাঁরা টোটো কিনে ব্যবসা করছেন, তাঁদের কাজ বন্ধ করা উদ্দেশ্য আমাদের নয়, কিন্তু একটা শৃঙ্খলা বা নিয়ন্ত্রণ আনা জরুরি। জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কের ওপর তিন চাকা যান ওঠা নিষিদ্ধ, এটা কোর্টের অর্ডার। মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য জাতীয় সড়কের ওপর ওঠা টোটোর বিরুদ্ধে আমরা কড়া পদক্ষেপ করছি।'

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে গ্রেপ্তার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র: অধীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথগঞ্জ: রানিনগরে থানায় হামলার ঘটনায় ক্ষমা চেয়ে নিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। ঘটনায় দুঃখ প্রকাশও করেছেন তিনি। পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে গ্রেপ্তার করার পিছনে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র আছে বলেই তিনি মনে করছেন। একইসঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় জেলাজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামারও হুমকি দিয়েছেন বহরমপুরের সাংসদ। পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। শনিবার রঘুনাথগঞ্জে দলীয় এক কর্মিসভা থেকেই তৃণমূল ও পুলিশের যৌথ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলেন অধীর চৌধুরী। প্রসঙ্গত, গতকাল রানিনগর থানায় ভাঙচুর ও তাণ্ডব চালানোর ঘটনায় রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুদ্দুস আলি সহ বাম-কংগ্রেসের ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট সহ প্রাণহানির চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে। ধৃতদের শনিবার আদালতে পাঠানোর পাশাপাশি ধরপাকড়ের প্রক্রিয়া এখনও চলছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

অধীরবাবু এদিন রঘুনাথগঞ্জের দলীয় এক সভা থেকে বলেন, 'রানিনগরের ঘটনায় পুলিশ কর্মীরা আক্রান্ত হলে আমি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু পুলিশকে এটাও ভাবতে হবে কংগ্রেস কর্মীদের এই ঘটনার জন্য প্ররোচিত করা হয়েছে। কারণ শান্তিপূর্ণ ভাবেই সভা চলছিল। সেই সভায় যখন কংগ্রেস কর্মীদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের খবর, এল তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আমরা তাঁদের আটকানোর অনেক চেষ্টা করেছি।'

অধীরবাবুর অভিযোগ, 'রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতি কংগ্রেস দখল নিয়েছে। তৃণমূল চাইছিল ওলটপালট করার জন্য। কিন্তু হাতে কোনও অস্ত্র পাচ্ছিল না। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি গঠন আছে। তার আগে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করে সেখানকার নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অথচ উনি ঘটনাস্থলেই ছিলেন না। সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে। এই ঘটনায় হাতে অস্ত্র পেতে পুলিশ এবং তৃণমূল পরিকল্পিত ভাবেই এই ষড়যন্ত্র করেছে। আবার বলছি রানিনগরের ঘটনা অভিপ্রেত নয়। তবে পুলিশ যদি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে না ছাড়ে জেলাজুড়ে আমরা আন্দোলন শুরু করব।'

অতিরিক্ত পণের দাবিতে বধূকে খুন, স্বামী-সহ গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পণের চাহিদা দিনের পর দিন বেড়ে চলছিল। সব দাবি মেটাতে না পারায় অবশেষে শ্বাসরোধ করে খুন করা হল গৃহবধূ আজমিরা ফিরদৌসীকে। শুক্রবার রাতে ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি সহ ৫ জনকে বসিরহাট থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। গত ৩ তারিখ ঘটনাটি ঘটে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার ইটিন্ডা-পানিতর গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিতর গ্রামে। বাদুড়িয়া থানার নগরপুর গ্রামের বছর ২০ এর আজমিরা ফিরদৌসীর সঙ্গে বিয়ে হয় বসিরহাট পানিতর গ্রামের বছর ২৪ এর শাহিনুর গাজীর। সে পেশায় দর্জি মিস্ত্রি। গত সাড়ে তিন বছর আগে বিয়ের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ দিয়েছিল আজমিরার পরিবার। নগদ ৫০ হাজার টাকা, সোনার গয়না ও আসবাবপত্র সহ একাধিক সামগ্রী দিয়েছিল বধূর পরিবার। কিন্তু দিনের পর দিন চাহিদা বেড়েই চলছিল। এই নিয়ে দু'বছর ধরে তাদের মধ্যে বচসা গন্ডগোল মারধর শুরু হয়। এমনকী সালিশি সভা বসলেও কোনও সমাধান সূত্র মেলেনি। গত ৭ মাস আগে তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়। তারপর পণের দাবিতে আরো মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাতে থাকে স্বামী, শাশুড়ি ও শ্বশুর সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা। আজমিরার পরিবার অত্যন্ত দুস্থ। চাহিদা মতো জিনিস দিতে না পারায় গন্ডগোল আরো বাড়তে শুরু করে। সেই গন্ডগোল চরম আকার ধারণ করে। মৃত বধূর মা ফরিদা বিবির অভিযোগ তার মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চাকলা মন্দির পরিদর্শনে বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: চাকলা লোকনাথ মন্দিরের কাজ কেমন চলছে তার পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। শনিবার দুপুরে তিনি চাকলা ধামে যান সঙ্গে ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ কুমার দীবেদি এবং পিডাব্লুডির সচিব অন্তরা আচার্য সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বনমন্ত্রী বলেন, ধামের মূল ফটক কোথায় হবে সেটা নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। ফটকটি সিম্বলিক হবে। পাশাপাশি ৫ হাজার মানুষ একসাথে বসে ভোগ খেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। সেই সঙ্গে ভক্তদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বাস পরিষেবা দেওয়া হবে।

স্কুল থেকে বাড়িতে ফেরার পথে অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় মৃত স্কুল ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্কুল ছুটির পর সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় মৃত্যু হল নবম শ্রেণির এক ছাত্রের। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় থানার ভৈরবডাঙা এলাকায়। মৃত ছাত্রের নাম সাগর মণ্ডল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার বড়কুড়া হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র সাগর মণ্ডল স্কুল ছুটির পর নিজের সাইকেল নিয়ে বেলিয়াতোড় সোনামুখী রাস্তা ধরে কদমা গ্রামে নিজের বাড়িতে ফিরছিল। স্কুল থেকে দেড় কিলোমিটার যাওয়ার পর ভৈরবডাঙা মোড়ের কাছে সোনামুখীর দিক থেকে আসা একটি বেপরোয়া অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে ওই স্কুল পড়ুয়ার সাইকেলের মুখোমুখি ধাক্কা হয়। ঘটনাস্থলে ছিটকে পড়ে ওই স্কুল পড়ুয়া। এরপর তার শরীরের ওপর দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স চলে গেলে গুরুতর জখম হয় ওই ছাত্র। দ্রুত স্থানীয় বাসিন্দা, স্কুলের শিক্ষকরা ও বেলিয়াতোড় থানার পুলিশ আহত ছাত্রকে উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই পড়ুয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর অ্যাম্বুল্যান্স ছেড়ে চালক পালিয়ে গেলে উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা অ্যাম্বুল্যান্সটিতে ভাঙচুর চালান।

দুর্নীতিতে কেউ ছাড়া পাবেন না দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে বিজেপির পরাজয় প্রসঙ্গে মুখ খুললেন মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ। শনিবার মেদিনীপুর সদর ব্লকের মণিদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে বিজেপির গৃহ সম্পর্ক অভিযান কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে পরাজয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সারা দেশে সাধারণত এমনই হয়। যে দল ক্ষমতায় থাকে তারাই জয়ী হয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তিনি বলেন, গতবার এই আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী ৪০০০ হাজার ভোটে জিতেছিল, এবার উল্টো ফল হয়েছে বিজেপি ৪ হাজার ভোটে ওই আসন থেকে হেরেছে। তিনি বলেছিলেন, উত্তরবঙ্গে আমাদের একজন বিধায়ক ছিল এবং সেই সময় বিজেপি সমস্ত এমপি আসন জিতেছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি রাজ্য বিজেপির ওপর ক্ষুব্ধ হলেও নরেন্দ্র মোদিই আবারো দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন। কারণ দেশের মানুষ বিজেপি ও মোদির সঙ্গে আছেন। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, যারা দু'নম্বরী কাজ বা দুর্নীতি করেছেন তাদের আইনের সামনে আসতেই হবে সে যেই পার্টিই করুন না কেন। বিজেপির মধ্যে যারা রয়েছেন তারাও ছাড় পাবেন না।

হুগলি জেলা পরিষদের কর্ম সমিতিতে নতুনদের আধিপত্য, নয়া ৮ কর্মাধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জেলা পরিষদের ৯ জন কর্মাধ্যক্ষর মধ্যে ৮ জন নতুন মুখ। এক মাত্র সুবীর মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউই জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষের পদ সামলাননি আগে। তবে দলের নির্দেশ মেনে নতুন সমিতি নিয়ে উচ্ছ্বাস রয়েছে দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে।

তাঁরা হলেন, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ তারকেশ্বরের দেবীপ্রসাদ রক্ষিত, পূর্ত ও পরিবহণ কর্মাধ্যক্ষ ধনেখালির বিজন বেসরা। কৃষি সেচ ও সমবায়ের দায়িত্বে সিঙ্গুরের মদনমোহন কোলে, শিক্ষা পেয়েছেন সুবীর মুখোপাধ্যায়, শিশু নারী ও জনকল্যাণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন প্রিয়া সাঁতরা, বন ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বলাগড়ের প্রাক্তন বিধায়ক অসীম মাঝি।

IndusInd Bank

৩এ আপার উড স্ট্রিট ব্রাঞ্চ, ২য় তল, সাবিত্রী টাওয়ার, কলকাতা - ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪-এ
[রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার বাস্তবিক দখল ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি ১,৭৪,৯৫,২৯০.৩১/- টাকা (এক কোটি চুয়াত্তর লক্ষ পঁচানব্বই হাজার দুইশত নব্বই টাকা এবং একত্রিশ পয়সা) ৩১-আগস্ট-২০২৩ অনুযায়ী পুনরুদ্ধারের জন্য বিক্রি করা হবে "যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে যা ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর পাওনা আছে মেসার্স সিংহি ট্রেডিং কোং (ঋণগ্রহীতা); শ্রী মোহন লাল সিংহী (স্বত্বাধিকারী); শ্রী মোহিত সিংহি (জামিনদার) এবং শ্রীমতী অপর্ণা সিংহি (জামিনদার/বন্ধকদাতা)- এর থেকে।

রিজার্ভ মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্পত্তির পরিদর্শন ০৬-অক্টোবর-২০২৩-তারিখে উপলব্ধ, নীচে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

লট	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা	মজুত মূল্য	ইএমডি
১.	প্রায় ৩০০ বর্গ মিটার বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার প্রেমিসেস নং ০১-০৫৯৩, রাস্তা নং ০৫৯৩ (১২ মিটার চওড়া) পূর্বতন প্লট নং ১২৪২ ব্লক নং এএ-আইআইবি -তে, ক্যাটাগরি এইচআইজি (স্বতন্ত্র -আইআই), নিউ টাউন মৌজা-রেকজাউনির অধীনে অবস্থিত, জে.এল. নং ১৩, থানা নিউ টাউনের অধীনে, উত্তর ২৪ পরগণা, রাজারহাট বিষ্ণুপুর -১, জিপির অধীনে অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার বিধান নগর, সল্টলেক সিটি, কলকাতার এক্তিয়ারের মধ্যে, নিম্নরূপ পদ্ধতিতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :- উত্তরে- প্রেমিসেস নং- ০৯-০৫৯৫, ১১-০৫৯৫ এবং ০৪-০৫৮৪; দক্ষিণে- রাস্তার নং- ০৫৯৩ (১২ মিটার চওড়া) এবং প্রেমিসেস নং ০৩-০৫৯৩; পূর্বে- প্রেমিসেস নং ০৪- ০৫৮৪ এবং রাস্তার নং ০৫৯৩ (১২ মিটার চওড়া) এবং পশ্চিমে- প্রেমিসেস নং ০৩-০৫৯৩, ০৫-০৫৯৫ এবং ১১- ০৫৯৫ ***সম্পত্তির আরও বিস্তারিত বিশদ বর্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী অপর্ণা সিংহীর নামে ০৫.০১.২০১২ তারিখের দলিল নং ০০১৫৫-এ বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।	নেই	১৩২.০০ লক্ষ টাকা	১৩.২০ লক্ষ টাকা

নিলামের তারিখ এবং সময়	১৮-১০-২০২৩ (সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা)
অনলাইন নিলাম ওয়েবসাইট	https://www.sarfaesi.auctiontiger.net
ইএমডি/অনলাইন বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৭-১০-২০২৩ বিকাল ৫ টার আগে
ইচ্ছুক ক্রেতাদের জন্য সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	০৬ অক্টোবর ২০২৩ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টার মধ্যে, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন অনুমোদিত অফিসার শ্রী রোহিত স্বরূপ, মোবা. নং ৯৮৭৪৪৩৮৭৮৫, rohit.swaroop@indusind.com -এর সঙ্গে।

বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.indusind.com বা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.sarfaesi.auctiontiger.net -এ দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।

সারফেইসি আইনের বিধান/বন্দোবস্তের অধীনে বিক্রয়ের জন্য সংবিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারগণ এটিকে ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন। ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারদের এতদ্বারা এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিতভাবে তাদের দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশন করার এবং সুরক্ষিত সম্পদের উপর বন্ধকটি মুক্ত করার একটি শেষ এবং চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এতে ব্যর্থ হলে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা হবে উল্লেখিত শর্তাবলী অনুযায়ী।

তারিখ: ১০.০৯.২০২৩
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation
(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি - ২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে আগামী **২৬.০৯.২০২৩** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে ১০,০০০/- টাকা। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ২৬.০৯.২০২৩ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা
বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৫.০৯.২০২৩, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত
ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ২৭.০৬.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ২৬.০৬.২০২৩	মোট বকেয়া ১৬.০৫.২০২৩ অনুযায়ী (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দ্বায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতা-সাহানাজ টায়ারস** **শাখা-সাগরদিঘী** **সম্পত্তি- ১.** মৌজা বোখারা প্লট নং- ২৩৩২, খতিয়ান নং- ৩৫৮৯, পোস্ট-বোখারা, থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬-এ একটি দোতলা ভবন সহ জমি	১. ১১,০৫,০০০.০০ টাকা ২. ১,১০,৫০০.০০ টাকা	২৫,৯৩,৬৮৪.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয়শত চুরাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
	২. মৌজা বোখারায় জমির প্লট, প্লট নম্বর ২২৯৭, খতিয়ান নং- ৩৩৮৪, পোস্ট-বোখারা থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬ **যোগাযোগ ব্যক্তি: রাজীব কুমার: ৮২৯২৬৬২২৬১**	১. ৪,২০,০০০.০০ টাকা ২. ৪,২০,০০.০০ টাকা		
২.	**ঋণগ্রহীতা- মামনি পাল** **শাখা- বাঁকুড়া ইএবি** **সম্পত্তি-** শ্রী গৌরাঙ্গ পাল, পিতা- শ্রী হরিপদ পাল এর মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-খেজুরবেদিয়ায়, জেএল নং- ৪১, এলআর খতিয়ান নং-৫৫৫, আরএস ও এলআর প্লট নং-৪৩১, মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৭৫. চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- গগন পালের বাড়ি, দক্ষিণ- সুধীর পালের বাড়ি, পূর্ব- ৬ ফুট প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম- উত্তম পালের বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি- গীতাঞ্জলি কোনার- ৮১৭০৯০৩৮০০**	১. ৬,৯৩,০০০.০০ টাকা ২. ৬৯,৩০০.০০ টাকা	১৪,০৫,৩৯৪.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশত চুরানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতা-মোল্লা মেডিকেল হল** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং মৌজা ও গ্রাম শক্তিগড় এ অবস্থিত **মিসেস সালিমা মোল্লার নামে**, জেএল নং. নং ১৫৫,বার্সুল ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট- শক্তিগড়, থানা-বর্ধমান, জেলা বর্ধমান (পূর্ব) পিন-৭১৩১৪৯ পরিমাপ ১০৩৭ বর্গফুট এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৬" প্রশস্ত পঞ্চায়েত রোড, পূর্ব- বিজয় দত্তের বাড়ি, পশ্চিম- অন্যের জমি, দক্ষিণ- মিনা দাশগুপ্তের জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ১৪,০৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪০,৪০০.০০ টাকা	১৩,৪৬,১০৪.০০ টাকা (তেরো লাখ ছেচল্লিশ হাজার একশত চার টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতা-ইলিয়াস সেখ** **শাখা- কালীচর** **সম্পত্তি** - জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং একতলা ভবন, যা থাঙ্গাপাড়া মৌজায় অবস্থিত জেএল নং- ৭০, এল.আর. প্লট নং-১৪৯৭, এলআর খ নং-১০২০/১, ঝিলু-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা মঙ্গলকোট। **জনাব ইলিয়াস সেখের নামে। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- শ্রী মাজাল সেখ এর থ্যাচ শেড, দক্ষিণ- মালিকের খোলা জমি, পূর্ব- মালিকের খোলা জমি, পশ্চিম- রাস্তা দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- বিক্রান্ত কুমার- ৮০৯৭৯৪৪৯০৯**	১. ৫,৬৩,০০০.০০ টাকা ২. ৫৬,৩০০.০০ টাকা	৮,৭১,১২৬.০০ টাকা (আট লাখ একাত্তর হাজার একশত ছাব্বিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতা- রয়্যাল ইনফোটেক** **শাখা- বাঁকুড়া** **সম্পত্তি-** জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ওয়ার্ড নং ১১ এ অবস্থিত, হোল্ডিং নং- ২৫১/১০/এস/৩, এলআর প্লট নং- ৯০(এস) ৭২২(এইচ), এলআর খতিয়ান নং ৩১৪০ এবং ৩১৩৫, জেএল নং- ২২৮, মৌজা-খুদসোল, জেলা- বাঁকুড়া,পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২১০১ শ্রী মনোজ ভৌমিক এবং শ্রী স্বপন কুমার ভুঁইয়ার নামে, পরিমাপ ১১৫০ বর্গফুট এবং পরিবেষ্টিত: উত্তরে কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ- শ্রী গৌতমের বটব্যাল এর বাড়ি, পূর্ব- ১২ ফুট ০ ইঞ্চি প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিম- শ্রী এস. রাউথের খালি জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি- অরিজিৎ মুখার্জি- ৭৯০৮২৯০৯৫৯**	১. ২৭,১৮,০০০.০০ টাকা ২. ২,৭১,৮০০.০০ টাকা	২২,৯৪,২০০.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার দুইশত টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতা-সর্বরহা হার্ডওয়্যার** **শাখা-পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি** - জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১২৯, এলআর প্লট নং ১৩৩৯, আরএস খতিয়ান নং ১৭০, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৪৮০ও ১৪৮১ বন্দুলের অধীনে, মৌজা-করোরি, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২২৪এ অবস্থিত **শ্রী সব্যসাচী রক্ষিতের মালিকানাধীন।** পরিমাপ ০.০৬ একর। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৩০" প্রশস্ত পিডব্লিউডি রোড, পূর্ব- নিখিল চন্দ্রের শেড এবং জমি, পশ্চিম- হীরালাল কৌরের জমি, দক্ষিণ- দেবদাস চন্দ্রের শেড এবং জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ২২,১০,০০০.০০ টাকা ২. ২,২১,০০০.০০ টাকা	২৮,৩৬,৪৫৯.০০ টাকা (আঠাশ লাখ ছত্রিশ হাজার চারশত উনষাট টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতা-শ্রীরাম অয়েল মিল** **শাখা- বর্ধমান প্রধান** **সম্পত্তি** - ০.০২ একর জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং, বোনাপাসে অবস্থিত, প্লট নং আরএস ৫১৯৭, এলআর খতিয়ান নং- ৩১৫৫, আরএস খতিয়ান নং- ২২৮, জেএল নং- ২১, মৌজা বোনাপাস, থানা- ভাতার, পোস্ট-বোনাপাস, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১২৫, শ্রী জয়দেব মিস্ত্রী পিতা-প্রয়াত কিরীটী মোহন মিস্ত্রীর নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ- সুভাষ দাসের সম্পত্তি, পূর্ব- ডোবা, পশ্চিম- ১৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: মুন্না রাজা: ৮৭০০৯০৬১৯১**	১. ৫,৩৬,০০০.০০ টাকা ২. ৫৩,৬০০.০০ টাকা	৯,৬৪,০২৯.০০ টাকা (নয় লক্ষ চৌষট্টি হাজার উনত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় হবে **২৫.০৯.২০২৩** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ **www.unionbankofindia.com** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome** হেল্পলাইন নম্বর **১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ০৮.০৯.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
আঞ্চলিক দপ্তর

চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে শিশু মৃত্যুর অভিযোগে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে এক সদ্যোজাতের মৃত্যুর ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো চাঁচলে। মৃত সদ্যোজাত শিশুর পরিবারের লোকেরা ওই বেসরকারি নার্সিংহোমে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে চরম বিক্ষোভ দেখান মৃত শিশুর পরিবারের লোকেরা। শুক্রবার মধ্যরাতে ওই সদ্যোজাতের মৃত্যুর ঘটনা পর শনিবার সকাল থেকে চাঁচলের ওই নার্সিংহোমে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মৃত সদ্যোজাতের পরিবারের লোকেরা ওই নার্সিংহোম ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। মারধর করা হয় নার্সিংহোমের কর্মীদেরকেও। নার্সিংহোম ভাঙচুর ও বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চাঁচল থানার পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। একদিকে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে শিশু মৃত্যু। অন্যদিকে নার্সিংহোমে ভাঙচুর। উভয়পক্ষ পুরো ঘটনাটি নিয়ে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে।

ভাঙচুর নার্সিংহোমে

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল থানার খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা সীমা পারভিন গত ৬ সেপ্টেম্বর বুধবার প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে চাঁচল শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। ওই দিন রাতেই সিজার করে ওই গৃহবধূ একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু শুক্রবার সকাল থেকে আচমকায় সদ্যোজাতের জ্বর শুরু হয়। তার সঙ্গে চলে শ্বাসকষ্ট। এরপরই শুক্রবার মধ্যরাতে রাতে ওই সদ্যোজাতের মৃত্যুর কথা জানানো হয় পরিবারের লোকেদের। আর তারপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মৃত শিশুর পরিবার থেকে গ্রামবাসীরা। এরপরই শনিবার সকালে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে ভাঙচুর করা হয় ওই নার্সিংহোমটি বলে অভিযোগ।

মৃত শিশুর এক মাসির জাহানারা বিবি জানিয়েছেন, শুক্রবার থেকে ওই কন্যা সন্তানের ঘন ঘন জ্বর আসছিল। কিন্তু আমরা নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে বলেও কোনওরকম পরিষেবা পায়নি। কন্যা শিশুর গায়ের জ্বর অনেকটাই উঠে গিয়েছিল। আমরা ভালো চিকিৎসা পরিষেবার দাবি করেছিলাম।

খানাকুলে বর্ষার মরসুমে দুয়ারের রেশন সরবরাহ করতে গিয়ে নাজেহাল অবস্থা রেশন ডিলারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বর্ষায় জলজমে খানাকুলের একাধিক রাস্তা বেহাল। খানাখন্দ রাস্তা পেরিয়ে দুয়ারে রেশন সরবরাহ করতে হবে। ডিলারদের মধ্যে যা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। রেশন সরবরাহের জায়গা বারবার বদল হওয়াতে বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। প্রশাসনের তরফে রেশন সরবরাহে যাতে বিঘ্ন না হয় তার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। খানাকুল নদীনালা কবলিত ধসপ্রবণ এলাকা। খানাকুল ১ ও ২ ব্লক মহকুমার সবচেয়ে নিচু এলাকায় এই অসুবিধা বেশি। গ্রামীণ এলাকায় বড় রাস্তা না থাকার কারণে বড় গাড়ি ঢোকে না। রেশন ডিলারদের ছোট ভ্যান ও টলিতে অনেকটা পথ পেরিয়ে দুয়ারে ক্যাম্পে রেশনের মাল নিয়ে যেতে হয়। এবার বর্ষায় এলাকার সরু রাস্তাগুলো জলে কাদায় ভরে গিয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় রেশন সরবরাহের স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। বর্ষায় গাড়িতে করে রেশনের মালপত্র নিয়ে যাবার সময় বৃষ্টির জলে মালপত্র ভিজে যায়। মালের ক্ষতি হলে সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় না। মাঝে মধ্যেই অল্পমাত্রায় বৃষ্টি হচ্ছে। জলে কাদায় ভরা রাস্তা দিয়ে রেশন সরবরাহ করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই খানাকুল-২ ব্লকের রেশন ডিলাররা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। মহকুমার এম আর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের এক সদস্য বলেন, যথেষ্ট সংখ্যক রাস্তাঘাটের অভাবের কারণে খানাকুলে রেশন সরবরাহ করতে গিয়ে ডিলাররা এমনিতেই সমস্যায় পড়েন। বর্ষার সময় সমস্যা আরও বাড়ে। খানাকুল -২ ব্লকে একাধিক ছোটখাটো খাল রয়েছে। রাস্তার বহু জায়গা ধসে বসে গেছে। দুর্বল কাঠের সেতু রয়েছে। এলাকার রেশন ডিলারদের সমস্যা থাকা স্বত্বেও দুয়ারে রেশন পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছেন। যদিও বর্ষায় দুয়ারে রেশন সরবরাহ নিয়ে ডিলার সংগঠনের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিষয়টি মহকুমা খাদ্য নিয়ামক দপ্তরকেও জানানো হয়েছে। খানাকুল -২ ব্লকের রেশন ডিলার সন্দীপ সামন্ত বলেন, এই এলাকার রাস্তাগুলো সরু। বর্ষায় কাদাজল ভরে থাকে। রেশনের মাল নিয়ে বড় গাড়ি ঢোকানো যায় না। ছোট ভ্যান, হাতে টানা টলিতে মালপত্র নিয়ে যেতে হয়। বৃষ্টির কারণে আমাদের রেশন সরবরাহের স্থান পরিবর্তন করতে হয়। এবারও করতে হয়েছে। যা নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। সমস্যা সমাধানে বিষয়টি প্রশানের গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার।

দিলীপ ঘোষ বলেন, খানাকুলের প্রত্যন্ত এলাকায় রেশন সরবরাহ করতে গিয়ে ডিলাররা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন। ভালো রাস্তা নেই। অনেক জায়গায় রাস্তা বসে গিয়েছে। সেইসব পেরিয়েই রেশন সরবরাহ করতে হয়।

তবে এবার অন্যবারের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম। রাস্তাগুলো একটু ভালো হলে রেশন নিয়ে যাতায়াতের সমস্যা মিটে যায়। মহকুমা খাদ্য নিয়ামক দপ্তরের আধিকারিক অভিজিৎ মাইতি জানান, বর্ষার সময় খানাকুল -২ ব্লকে রাস্তার সমস্যার কারণে রেশন সরবরাহে কিছু সমস্যা হয়। প্রতিকূলতা থাকা স্বত্বেও রেশন ডিলাররা যথাসাধ্যভাবে দুয়ারে রেশন সরবরাহ করেন। রেশন সরবরাহের স্থান পরিবর্তন নিয়ে কোনও সমস্যা যাতে না হয় সেটা দেখা হবে।

বিপুর পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল সিআইডি, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ক্রেতা সেজে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার সহ দুই মাদককারবারীকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি। শুক্রবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার দক্ষিণ রায়পুর এলাকায় অভিযান চালায় রাজ্য পুলিশের সিআইডির কর্তারা। সেই এলাকা থেকে ওই দুই মাদক কারবারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে অভিযানকারী সিআইডির কর্তারা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় এক কেজি ব্রাউন সুগার বলে জানিয়েছে পুলিশ। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। এত বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য দুষ্কৃতীরা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল সে ব্যাপারেও তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি কর্তারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুই মাদক কারবারীর নাম সাফিকুল শেখ এবং জেনারুল হক। সফিকুলের বাড়ি কালিয়াচকে এবং জেনারুলের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। বিভিন্ন সূত্র ধরে সিআইডি কর্তারা জানতে পারে, এই দুজন মাদক কারবারী বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার নিয়ে কালিয়াচকের রায়পুর এলাকায় জড়ো হয়েছে। সেখানেই অভিযানকারী সিআইডি'র কয়েকজন কর্তা ক্রেতা সেজে যান। এরপর কথার ছলে মাদক কারবারীদের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হতেই তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়।

পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, কালিয়াচকের কোনো জায়গা থেকেই এই ব্রাউন সুগারগুলি সংগ্রহ করেছিল ধৃতেরা। সেগুলি হয়তো সীমান্ত দিয়ে বাইরে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ মাদক কোথা থেকে সংগ্রহ করা হল এবং এগুলো কোথায় পাচার করা হত সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং সিআইডি। উদ্ধার হওয়া প্রায় এক কেজি ব্রাউন সুগারের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা বলেও অনুমান করছে পুলিশ। শনিবার ধৃতদের মালদা আদালতে তোলার পাশাপাশি তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে সিআইডি।

বিপুল শব্দবাজি সহ ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিপুল পরিমাণে শধবাজি উদ্ধার করল পূর্ব বর্ধমান জেলার মাধবডিহি থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, অভিযান চালিয়ে দামিন্যা এলাকা থেকে শধবাজি উদ্ধার করে পুলিশ। একই সঙ্গে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম অসিত পাঁজা (৪৮)। তাঁর বাড়ি মাধবডিহি থানার দামিন্যা এলাকায়। ধৃত ব্যক্তিকে শনিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া বাজিগুলো থানার মধ্যে প্রাথমিকভাবে জল দিয়ে ভিজিয়ে দেয় পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, একটি গোডাউনে আরামবাগ এলাকা থেকে বেশ কিছু মানুষ কয়েকদিন ধরেই গোপনে বাজি মজুত করছিল বলে অভিযোগ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার ভোরে মাধবডিহি থানার ওসি উত্তাল সামন্তের নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর উদয় শঙ্কর ঘোষ, পিএসআই সিসম দাস অভিযান চালিয়ে একটি গোডাউন থেকে শধ বাজি উদ্ধার করে।

নাতিকে বাঁচাতে গিয়ে বৃদ্ধ দাদুর মৃত্যু, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: গুলি খেলাকে কেন্দ্র করে বচসা পরে হাতাহাতি। নাতিকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু হল ৬৯ বছরের এক বৃদ্ধ দাদুর। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজয় নগরের বাণীকণ্ঠ নগর সি ব্লকে। পাড়ার বেশ কয়েকটা বাচ্চা মিলে একসঙ্গে গুলি খেলছিলেন। গুলি খেলাকে কেন্দ্র করে ঝামেলার সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে। আস্তে আস্তে সেই বাচ্চাদের ঝামেলায় বাড়ির বড়রা জড়িয়ে পড়ে।

মোবাইল চুরির অভিযোগে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গত ৫ সেপ্টেম্বর বর্ধমানের বিবেকানন্দ কলেজ মোড় এলাকায় চলন্ত টোটো থেকে মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, এক ছাত্রীর হাতে থাকা মোবাইল ফোন নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতী। বর্ধমান থানার পুলিশ তদন্তে নেমে শুক্রবার দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম রাজেশ রায় ও বাবলু চৌধুরী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজেশ রায় ছিনতাই করে বাবলু রায়কে দিত মোবাইল। পরে তা বাজারে বিক্রি করা হত বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃত রাজেশ রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাবলু চৌধুরীর হদিশ মেলে। ১৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ওই ছাত্রীর চুরি যাওয়া ফোনটিও উদ্ধার হয়। শনিবার তা তুলে দেওয়া হয় ওই ছাত্রীর হাতে।

ধৃত রাজেশ রায় কাঞ্চননগর ও বাবলু চৌধুরী বেলকাশ এর বাসিন্দা। রাজেশ রায় যে বাইকে চেপে ছিনতাই করত সেটিকেও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীর পুজোর অনুদানের আশায় উলুবেড়িয়ার আঁধার মানিক গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দুর্গাপূজা আসন্ন। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই পুজো কমিটিগুলিকে ৭০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এতে একদিকে যেমন বেশকিছু পূজা উদ্যোক্তাদের মুখে স্বস্তির ছাপ, তেমনই নতুন করে আবেদন জানানো পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে হতাশার ছায়া। কলকাতার মেগা বাজেটের পুজোতে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া ৭০ হাজার টাকা অনুদান কিছু না হলেও গ্রামীণ এলাকায় এই অর্থ অনেকটা বড় ভূমিকা অর্জন করে।

বলাই বাহুল্য, চাঁদার জুলুম জামিন এলাকায় এই অনুদানের ফলে কার্যত কমে গিয়েছে। সাধারণত দুই তিন লাখ টাকা বাজেটের গ্রামীণ পুজোয় ৭০ হাজার টাকা একটা বড়সড় ফ্যাক্টর তৈরি করে। ফলে বেশ কিছু পুজো উদ্যোক্তা যারা অনুদান পায়নি, তারাও মুখিয়ে আছে এই অনুদানের দিকে। হাওড়ার গ্রামীণ এলাকা বাসুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। সামাজিক বিন্যাস অনুযায়ী, বাসুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আঁধার মানিক গ্রামটি তপসিল জাতি অধ্যুষিত। কিন্তু এই গ্রামের মানুষ নিজেরা মণ্ডপ তৈরি করে লক্ষাধিক টাকা বাজেটের ছোট পুজো করলেও এখনও অনুদান মেলেনি।

জানা গিয়েছে, আঁধার মানিক গ্রামের দোলুই পাড়ায় সর্বজনীন পুজো কোনও অনুদান ছাড়াই গত তিন বছর ধরে চলে আসছে। গত বছর সমস্ত কাগজপত্র জমা দিলেও, শেষ পর্যন্ত অনুদান না আসায় বিপাকে পড়েছে এই পুজো। কারণ অধিকাংশ মানুষ দিন আনি দিন খাওয়া। সীমিত সামর্থ্যে দেবীকে এনে পুজো করেছিল, এবছরও তার ঋণ শোধ হয়নি বলে দাবি এলাকাবাসীর। তাই মুখ্যমন্ত্রীর পুজোর অনুদানের আশায় রয়েছেন এই গ্রামের মানুষ। সম্পাদক প্রফুল্ল রায় জানিয়েছেন, গত বছরের বেশ কিছু ঋণ রয়ে গিয়েছে। এই অর্থ পেলে পূজা অনুষ্ঠানটি করা সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত বিষয়টি নিয়ে উলুবেড়িয়া দু'নম্বর ব্লক এলাকায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে গুঞ্জন। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত কী হয়।

অ্যাসিডিটি থেকে বাঁচতে খাবার ও অভ্যাস বদলের পরামর্শ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বেশিরভাগ মানুষ বর্তমানে অ্যাসিডিটির শিকার। এই রোগের মূল উৎস হল মানুষের কিছু অভ্যাস। তার মধ্যে অন্যতম হল অনিয়মিত খাবার খাওয়া। বাংলায় এই রোগ উল্লেখযোগ্য ভাবে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। নিউ দিল্লির একটি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের একটি গবেষণার সমীক্ষা ও ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ রিসার্চ ইন মেডিক্যাল সায়েন্সে প্রকাশিত জার্নাল অনুসারে, এখন রাজ্যের বিভিন্ন বয়সের জনসংখ্যার ওপরে অ্যাসিডিটির প্রভাব ৩১ শতাংশের বেশি।

আসানসোলে জিটি রোডের উষাগ্রামের একটি কনফারেন্স হলে হিল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'মিডিয়া সচেতনতা ওয়াকশপ অন অ্যাসিডিটি' শীর্ষক একটি আয়োজন করা হয়েছিল। চিকিৎসক রমন রাজ এবং শুভদীপ ঘোষ বেশ কিছু পরামর্শ দেন। ক্রমবর্ধমান অ্যাসিডিটি কীভাবে স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলছে, তার কারণ ও প্রশমিত করার উপায় নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

শিল্পাঞ্চলের স্বনামধন্য চিকিৎসক রমন রাজ জানান, বাংলায় জিইআরডি ও অ্যাসিডিটি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জন এই সমস্যায় আক্রান্ত। অ্যাসিডিটি সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সর্বাধিক জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও পরিবেশের জন্য জটিল সমস্যার জন্ম দেয়। তিনি অ্যাসিডিটির সমস্যায় সঠিক ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি দাবি করেন, কিছু ওষুধ পাকস্থলীর অত্যাবশ্যক অ্যাসিড উৎপাদনকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দিতে পারে। যা ক্ষতির কারণ হতে পারে। অ্যাসিডিটি সম্পর্কিত রোগগুলির জন্য, চিকিৎসকরা প্রায়ই যে সমস্ত ওষুধ লিখে থাকেন যা অতিরিক্ত অ্যাসিড উৎপাদনকে বাধাপ্রাপ্ত করে। কার্ডিওলজি, ডায়াবেটিস ও থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও ইনটেনসিভিস্ট চিকিৎসক শুভদীপ ঘোষ সুস্থ পাকস্থলীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেন। সঠিক খাদ্য হজমের জন্য সর্বোত্তম পাকস্থলীর অ্যাসিড প্রয়োজন। তবে হাইপার অ্যাসিডিটি হজম এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। মাছ, গুরু পাক খাবার, চা, কফি, কার্বনেটেড পানীয় ও অ্যালকোহল অ্যাসিডিটি সংক্রান্ত সমস্যার দিকে নিয়ে যায়।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই ক্ষতিকারক জীবনযাত্রার অভ্যাস যেমন অপর্যাপ্ত ঘুম, অনিয়মিত কাজের সময়সূচি ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে এই রোগগুলির প্রকোপ বাড়ছে। অ্যাসিডিটি কমাতে নিয়মিত ব্যায়ামের রুটিন অবলম্বন করা, জাঙ্ক, মশলাদার খাবার এড়ানো ও ভালোভাবে থাকা অপরিহার্য। কোনও ওষুধ গ্রহণ করার আগে একজন চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা সবসময় জরুরি। বাজারে পাওয়া ওষুধগুলির মধ্যে, রেনিটিডিন আলাদা, যা পেটে অ্যাসিড কম করে অম্বল ও অ্যাসিড রিফ্লাক্সের লক্ষণগুলি থেকে স্বস্তি দেয়।

পুজোর মরশুমে বিদেশি পাখিদের দল মালদার আদিনা ফরেস্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অরণ্য কেমন আছে, জানাবে পাখিদের কলরব। কারণইতিমধ্যে মালদার আদিনা ফরেস্টে বিপুল পরিমাণ পরিযায়ী পাখির দল আসতে শুরু করেছে। যাদের মধ্যে শামুকখোল প্রজাতির পাখি সংখ্যায় বেশি বলে জানিয়েছে বনদপ্তর। পুজোর মরশুমে এইসব বিদেশি পাখিদের দল মালদার আদিনা ফরেস্টে প্রজনন ঘটাতেই মূলত এসে থাকে। আর এই বিদেশি পাখি দেখতে এখন থেকেই অনেক পর্যটকরাই ভিড় করছেন আদিনা ফরেস্টে। এইসব বিদেশি প্রজাতির পাখিদের কলরবে এখন থেকেই আকর্ষণ বাড়াচ্ছে পর্যটকদের। শুধু পরিযায়ী পাখি বলেই নয়, এই ফরেস্টে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির হরিণও, যা পর্যটকদের মূল আকর্ষণ কেন্দ্র। মালদা জেলার গাজোল ব্লকের পান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আদিনা ফরেস্ট।

সাংসদ বহিরাগত বলে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের ঢিলছোড়া দূরত্বে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিজেপির দলীয় কার্যলয়ের ঢিলছোড়া দূরত্বে সাংসদকে বহিরাগত হিসাবে উল্লেখ করে পোস্টার পড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে। শনিবার সকালে বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা কার্যালয়ের অদূরে একাধিক দেওয়ালে এই ছাপা পোস্টার দেখতে পান স্থানীয়রা। এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

বিষ্ণুপুরের সাংসদ হিসাবে জয়লাভের পর থেকেই বারেবারেই সৌমিত্র খাঁ জড়িয়েছেন বিভিন্ন বিতর্কে। এবার খোদ সেই বিজেপি সাংসদের নামেই পড়ল পোস্টার। পোস্টারে সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে বহিরাগত দাবি করে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বিষ্ণুপুরে না হয়ে বাঁকুড়ায় হওয়ার জন্য তাঁকে দায়ী করা হয়েছে। পোস্টারে প্রেস লাইন না থাকায় এই পোস্টারগুলি কে বা কারা দিয়েছে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু জানা যায়নি।

বিজেপির দাবি, এই পোস্টার দিয়েছে তৃণমূল। সামনের লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর আসনে বিজেপির জয় নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় এখন সাংসদের নামে কুৎসা করা হচ্ছে। তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করে পালটা এই পোস্টারের জন্য বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই দায়ী করেছে। সাংসদ টেলিফোনে জানিয়েছেন, বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক জমি না দেওয়াতেই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বাঁকুড়ায় চলে গিয়েছে। আর তিনি নিজে বিষ্ণুপুর লোকসভারই মানুষ। তাই বহিরাগত তত্ব তাঁর ক্ষেত্রে খাটে না।

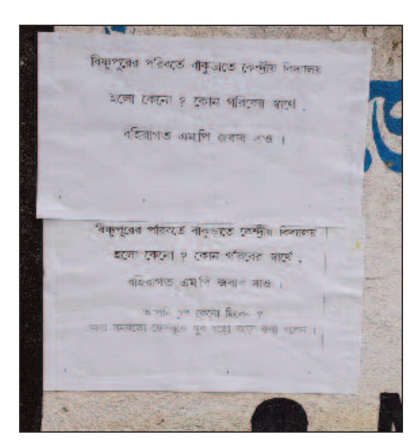

কংক্রিটের রাস্তার ওপর দেড় ফুট কাদা! ধানের চারা পুঁতে প্রতিবাদ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাস্তার ওপর জমে রয়েছে দেড় ফুট কাদা। সেই দেড় ফুট কাদার নীচে চাপা পড়ে রয়েছে কংক্রিটের রাস্তা। কাদার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে জল। বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লকের বেনাচাপড়া গ্রামে দিনের পর দিন জল কাদা ডিঙিয়ে এভাবেই যাতায়াত চলছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের। প্রতিবাদে রাস্তায় ধানের চারা পুঁতে আন্দোলনে সামিল হলেন গ্রামের মানুষ। এ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লকের প্রত্যন্ত বেনাচাপড়া গ্রামের রাস্তা একসময় কাঁচা ছিল। প্রতি বর্ষায় যাতায়াত করতে রীতিমতো সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। পরিস্থিতি বুঝে ওই রাস্তা কংক্রিটের করার উদ্যোগ নেয় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত। রাস্তা কংক্রিটের হলেও,গ্রামের মানুষের দুঃখ ঘোচেনি বলেই দাবি। গ্রামবাসীদের দাবি, গ্রামে উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তার ওপর দিয়েই ছুটতে থাকে জলের স্রোত। আর তাতেই কংক্রিটের রাস্তার ওপর জমে যায় দেড় ফুট পলি ও কাদা। জল ও কাদায় মাখামাখি সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে বর্ষার এই মরসুমে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয় স্থানীয়দের।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতে গ্রামে নিকাশিনালা তৈরির জন্য বারেবারে পঞ্চায়েত সহ স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন স্থানীয়রা। কিন্তু প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় তুমুল সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের দাবি, বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রতিবাদের এই নতুন রাস্তায় হাঁটতে হয়েছে তাঁদের।

বিজেপির দাবি, ওই গ্রাম সংসদ দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির দখলে থাকাতেই উন্নয়নের কাজে ওই গ্রামকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তৃণমূল অবশ্য সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে।

একদিনের খবরের জের

খানাখন্দে ভরা রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'একদিন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল পাত্রসায়ের ব্লকের গড়েরডাঙা থেকে টাসুলি পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার রাস্তার বেহালর খবর। খবর প্রকাশের কয়েক দিনের মধ্যেই রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু করল প্রশাসন।

রাস্তার মাঝে বড় বড় পুকুরের মতো গর্ত তার মধ্যে ছিল হাঁটু জল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপার করতে হচ্ছিল এলাকার স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে কৃষক এবং মুমূর্ষ রোগীদের। এই রাস্তার দু'পাশে রয়েছে সাত থেকে আটটি গ্রাম। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষের যাতায়াত। এলাকার মানুষের একমাত্র ভরসা এই রাস্তা। এখান দিয়ে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর এবং বর্ধমানের মতো শহরে যাতায়াত করেন গ্রামবাসীরা। 'একদিন' পত্রিকায় প্রথম মানুষের এই সমস্যা কথা তুলে ধরা হয়। তারপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। খবর প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু হল। প্রশাসনের এই কাজে খুশি এলাকার মানুষজন।

বরাত পাওয়া সংস্থার ম্যানেজার জানান, দ্রুততার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করতে হবে এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের। আগামী এক মাসের মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানালেন মোদি

প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতায় মুগ্ধ ঋষি সুনক

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে এসেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। শনিবার সকালেই তিনি জি-২০-র সভাস্থল, প্রগতি ময়দানের ভারত মন্ডপমে আসেন। তাঁকে আলিঙ্গন করে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। হাসিমুখে দুই রাষ্ট্রনেতা একে অপরকে সম্ভাষণ করেন। এরপরে বেশ কিছুক্ষণ তাঁদের মধ্যে আলোচনাও হয়। জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিয়ে ঋষি সুনক বলেন, 'জি-২০ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার জন্য সঠিক সময়ে সঠিক দেশ হল ভারত।'

এ দিন জি-২০ সভাস্থলে পৌঁছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক বলেন, 'আশা করছি আগামী কয়েকদিন আমাদের মধ্যে আলোচনা হবে এবং চুক্তি স্বাক্ষর হবে। মোদিজি ও আমি-উভয়ই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে আগ্রহী। বাণিজ্য চুক্তি যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ বিষয়। দুই দেশের সম্মতির যেমন প্রয়োজন, তেমনই মিলিতভাবে কাজ করতে হয়। আমরা অনেক উন্নতি করেছি, সামনে আরও দীর্ঘ ও কঠিন পথ রয়েছে, সেই লক্ষ্য পূরণ করতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আতিথেয়তার প্রশংসা করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সুনক বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি অত্যন্ত সদয় ও আন্তরিক। দুই দেশের সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। আমরা দু'জনই মনে করি যে মিলিতভাবে কাজ করলে উন্নতি সম্ভব। জি-২০ সম্মেলন যাতে সফল হয়, তার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সমর্থন করতে প্রস্তুত।'

সূর্য মন্দিরের মাহাত্ম্য বোঝালেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: ভারতে প্রথমবার আয়োজিত হয়েছে জি ২০ সম্মেলন। আমেরিকা, ব্রিটেন সহ জি-২০ র সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছেন রাজধানী দিল্লিতে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতাদের উপস্থিতি উপলক্ষে সেজে উঠেছে রাজধানী। যে কনভেনশন সেন্টারে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে, সেই ভারত মণ্ডপমও সেজে উঠেছে বিশেষভাবে। আধুনিক সব ব্যবস্থার পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া রয়েছে সর্বত্র। ঠিক যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রনেতাদের প্রধানমন্ত্রী অভ্যর্থনা জানালেন, তার পিছনে আঁকা রয়েছে কোনারকের সূর্য মন্দিরের চাকা। সম্মেলনে শুরুর আগে দেখা গেল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ওই চাকার বর্ণনা দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি। এদিন দেখা যায় বাইডেনের সঙ্গে করমর্দনের পর তাঁকে ওই চাকার বর্ণনা দিচ্ছেন মোদি। আসলে এই চাকা ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প ও সভ্যতার ধারা বহন করে চলেছে আজও। সে কারণেই বিশেষ সম্মেলনে এই চাকার ছবি রাখা হয়েছে।

ভারতের আসল বাস্তবকে আড়াল করে চলছে জি-২০ বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: জি-২০ সম্মেলনের এতবড় আসর বসানোর চ্যালেঞ্জ, দেশের সম্মান বাড়ানোর আয়োজন, ঝাঁ-চকচকে পরিকাঠামো দেখানোর চেষ্টা। স্বাভাবিকভাবে 'অস্বস্তিকর' যা কিছু, সব সরিয়ে ফেলার মরিয়া চেষ্টা করেছে সরকার। রুগ্ণতাকে আড়াল করতে সরানো হয়েছে বস্তি, ফুটপাথের বাজার। সেটা নিয়েই এবার কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি।

তোপ রাহুলের

রাহুলের বক্তব্য, ভারতের 'গরিবি'কে, ভারতের আসল বাস্তবকে আড়াল করার চেষ্টা করছে সরকার। সোশ্যাল মিডিয়ায় কংগ্রেস নেতা লিখছেন, 'ভারতের সত্যিকে আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে। ভারত সরকার গরিব ভারতবাসী এবং ভারতের পশুদের আড়াল করছে। আমাদের অতিথিদের সামনে এই সত্যিকে আড়াল করার কোনও প্রয়োজন ছিল না।'

আসলে, ভারতের 'গরিবি' যাতে বিদেশি অতিথিদের নজরে না পড়ে, সেটা নিশ্চিত করতে, রুগ্ণতাকে আড়াল করতে সবরকম পদক্ষেপ করেছে মোদি সরকার। কোনওভাবেই অস্বস্তির কোনও ছবি যাতে প্রকাশ্যে না আসে, সেটা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তার কড়াকড়িও চোখে পড়ার মতো। বিদেশিদের রুটে পড়া ঝুপড়ি, ফুটপাথের ধারের শ্রমজীবীর দোকান, যা কিছু ম্লান, যা কিছু আধুনিক ঔজ্জ্বল্যের বিপরীত, বেমানান, সেখানেই চলেছে বুলডোজার। সামনে রঙিন কাপড় বা টিনের আড়ালে ঢেকে দেওয়া হয়েছে গরিবি।

এমনকী সাপখোপ বা হনুমান যাতে কোনওভাবে বিদেশি অতিথিদের নজরে না আসে, সেটা নিশ্চিত করার জন্য আনা হয়েছে সাপুড়ে। দিল্লি পুলিশ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছে আবেদন জানিয়েছে, যাতে তাঁরা হনুমান এবং কুকুরের অত্যাচার বন্ধ করতে সাহায্য করেন। আর এসবকিছুকেই সত্যি আড়াল করার চেষ্টা হিসাবে দেখছেন রাহুল গান্ধি।

বুধবার 'ইন্ডিয়া'র পরবর্তী বৈঠকে চূড়ান্ত হতে পারে আসন বোঝাপড়া

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র চতুর্থ বৈঠক হবে। তবে জোটের সব শরিক দল নয়, কেবলমাত্র সমন্বয় কমিটি এবং নির্বাচনী কৌশল সংক্রান্ত কমিটির সদস্যেরা ওই বৈঠকে যোগ দেবেন। এনসিপি প্রধান তথা 'ইন্ডিয়া'র সমন্বয় কমিটির প্রবীণতম সদস্য শরদ পাওয়ারের দিল্লির বাংলোয় ওই বৈঠক হবে বলে বিরোধী জোটের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে।

মুম্বইয়ের বৈঠকে তিনটি বিষয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 'ইন্ডিয়া'র নেতৃত্ব। প্রথমত, সমন্বয়ের ভিত্তিতে যত দ্রুত সম্ভব রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে 'একের বিরুদ্ধে এক' প্রার্থী চূড়ান্ত করার জন্য সমঝোতা প্রক্রিয়া শুরু করা। দ্বিতীয়ত, ১৪ সদস্যের সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে যৌথ প্রচার, কৌশল নির্ধারণের মতো বিষয়গুলি চূড়ান্ত করা। তৃতীয়ত, 'জুড়েগা ভারত, জিতেগা ইন্ডিয়া' স্লোগান সামনে রেখে দ্রুত রাজ্যে রাজ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে জন সমাবেশ এবং প্রচার কর্মসূচি শুরু করা। এই তিন সিদ্ধান্তকে সামনে রেখেই আপাতত এগোনো হবে বলে জানানো হয়েছিল।

সমন্বয় কমিটি এবং নির্বাচনী কৌশল সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে 'ইন্ডিয়া'র প্রথম জনসভার স্থান এবং দিন স্থির হতে পারে বলে ওই সূত্রের খবর। পাশাপাশি, আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে পাঁচ রাজ্যের (মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, তেলঙ্গানা এবং মিজোরাম) বিধানসভা ভোটে আসন সমঝোতা নিয়েও আলোচনা হতে পারে ওই বৈঠকে। প্রসঙ্গত, গত ১ সেপ্টেম্বর দুপুরে মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজে বিজেপি বিরোধী ২৮টি দলের শীর্ষ নেতা-নেত্রীদের বৈঠকে তৈরি হয় 'ইন্ডিয়া'র ১৩ জনের কো-অর্ডিনেশন (সমন্বয়) কমিটি। ওই কমিটিতে তৃণমূলের প্রতিনিধি হিসাবে রয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই কমিটিতে ১৪ জন সদস্য থাকার কথা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সিপিএমের তরফে কোনও নাম ঘোষণা করা হয়নি।

১৩ জনের সমন্বয় কমিটির অন্য নামগুলি হল শরদ পাওয়ার (এনসিপি), কেসি বেণুগোপাল (কংগ্রেস), টিআর (ডিএমকে), তেজস্বী যাদব (আরজেডি), হেমন্ত সোরেন (জেএমএম), মেহবুবা মুফতি (পিডিপি), ওমর আবদুল্লা (ন্যাশনাল কনফারেন্স), সঞ্জয় রাউত (শিবসেনা-উদ্ধব), লালন সিং (জেডিইউ), জাভেদ আলি খান (সমাজবাদী পার্টি), ডি রাজা (সিপিআই) এবং রাঘব চাড্ডা (আপ)।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে খুন লস্কর-ই-তইবার কমান্ডার

শ্রীনগর, ৯ সেপ্টেম্বর: পাক অধিকৃত কাশ্মীরে খুন হলেন জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার কমান্ডার রিয়াজ আহমেদ ওরফে আবু কাশিম। শুক্রবার সন্ধ্যায় রাওয়ালকোটের আল-কুদুস মসজিদ চত্বরে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা রিয়াজকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় বলে পাক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে।

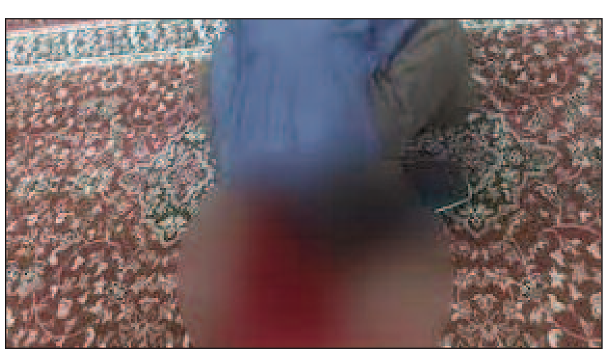

কাশ্মীর উপত্যকায় বেশ কয়েকটি জঙ্গি হামলা এবং নাশকতার মামলা রয়েছে রিয়াজের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে অন্যতম গত জানুয়ারিতে ধানগিরি এবং জুনে ধাঙ্গরি এলাকায় নিরাপরাধ গ্রামবাসীদের হত্যা। ধাঙ্গরিতে ভারতীয় সেনার চর সন্দেহে সাত জন গ্রামবাসীকে খুন করেছিল লস্কর জঙ্গিরা। অভিযোগ, লস্কর কমান্ডার রিয়াজ সেই হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আদতে জম্মুর বাসিন্দা রিয়াজ ১৯৯৯ সালে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে যোগ দিয়েছিলেন পাক জঙ্গি সংগঠনে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, আততায়ীরা মসজিদ চত্বরে অপেক্ষা করছিল। রিয়াজ নমাজ পড়তে মসজিদ চত্বরে ঢুকলে খুব কাছ থেকে তাঁকে গুলি করা হয়। চলতি মাসের গোড়ায় পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুজফ্ফরাবাদ এবং গিলগিট-বালটিস্তান এলাকায় পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে। সেখানকার অধিবাসীরা পাক সেনার বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ তুলে ধারাবাহিক ভাবে বিক্ষোভ-সমাবেশ করছে। এই আবহে রিয়াজের খুন 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করা হচ্ছে।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ত্রিপুরা

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: শনিবার বিকেলে ভূমিকম্পে কাঁপল ত্রিপুরা। বিকেল ৩টে ৪৮ মিনিটে কেঁপে ওঠে ভারতের উত্তর-পূর্বের এই রাজ্য।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি-র তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৪.৪। কম্পনের উৎসস্থল ছিল ধর্মনগর থেকে ৭২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪৩ কিলোমিটার গভীরে। তবে এই কম্পনের জেরে কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে কি না, তা স্পষ্ট হয়নি। গত জুলাইতেও কম্পন অনুভূত হয়েছিল ত্রিপুরায়। রিখটার স্কেলে সেই সময় কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৮। কম্পনের উৎসস্থল ছিল খোয়াই। শুধু ত্রিপুরাই নয়, এই কম্পন অনুভূত হয়েছে বাংলাদেশেও। সে দেশে ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বিকেল ৪টে ১৮ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে সিলেটে কম্পন অনুভূত হয়েছে। অন্যদিকে, শুক্রবার রাতে জোরালো মাত্রা ভূমিকম্প হয় পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মরক্কোতে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে দুর্গোৎসবে সরকারিভাবে দু'দিনের ছুটির আর্জি

ঢাকা, ৯ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় মডেল মন্দির করা এবং শারদীয় দুর্গোৎসবে সরকারিভাবে দুদিনের ছুটির দাবি তুলেছেন জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুকুমার চৌধুরী। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে আয়োজিত সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকন্যা, দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এই দাবি করেছেন সুকুমার।

শনিবার এ খবর জানিয়ে সুকুমার চৌধুরী জানান, ওই অনুষ্ঠানে সভানেত্রী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি জানান, মডেল মন্দিরের পাশাপাশি তাঁরা শারদীয় দুর্গোৎসবে সরকারিভাবে দুদিনের ছুটির দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুকুমার চৌধুরী বলেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করতে বিগত ৪০ বছর আগে কয়েকজন কৃষ্ণভাবাপন্ন সমাজহিতৈষী ধর্মানুরাগী ব্যক্তি মিলে চট্টগ্রামে প্রথম জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদ, চট্টগ্রাম গঠন করেছিলেন। কাল-পরিক্রমায় এটি আজ জাতীয় সংগঠনের রূপ লাভ করেছে। এই সংগঠনের তত্ত্বাবধানে সারা বাংলাদেশে প্রত্যেকটি জেলা ও উপজেলায় সাংগঠনিক কাজ চলছে। তিনি বলেন, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বে অনন্য ভূমিকা রচনা করেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা, যা বিশ্বের ইতিহাসে সেরা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে অভিভূত করা হয়েছে তাঁকে। বঙ্গবন্ধু-কন্যা দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বলে সনাতনীরা সারাদেশে শান্তিতে বসবাস করছেন, বলেন সুকুমার চৌধুরী। বলেন, দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি শারদীয় দুর্গোৎসবে চার দিনের সরকারি ছুটি। এই দাবিটি অন্তত পক্ষে বর্তমানে একদিনের পরিবর্তে বাড়িয়ে দু'দিন করে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া ৬৪টি জেলায় অন্ততপক্ষে একটি করে মডেল মন্দির স্থাপনের জন্য অনুরোধ রাখা হয়েছে তাঁর কাছে।

তিনি বলেন, জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদে কাজ করতে গিয়ে সারা বাংলাদেশে যে সহযোগিতা প্রধানমন্ত্রী সহ দলীয় নেতাকর্মী সহ প্রশাসনের কাছে থেকে প্রদান করা হয়ে তার জন্য তাঁরা কৃতজ্ঞ।

প্রিগোজিনের মৃত্যু নিয়ে মুখ খুললেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি

কিয়েভ, ৯ সেপ্টেম্বর: ওয়াগনার প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোজিনের মৃত্যু নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। তাঁকে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে। এবার প্রিগোজিনের মৃত্যু নিয়ে মুখ খুললেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। সিএনএন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওয়াগনার প্রধানের মৃত্যু নিয়ে রুশ প্রেসিডেন্টকেই নিশানা করেছেন জেলেনস্কি। পুতিনকে তোপ দেগে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, রাশিয়ার যে ভাড়াটে সেনার প্রধান বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন, তিনি রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে যারা হাত মেলায় তাদের পরিণতি এমনই হয়। প্রিগোজিনকে খুন করেছেন পুতিন। উল্লেখ্য, ২৩ অগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় প্রিগোজিনের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসে। জানা যায়, মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গগামী এক বেসরকারি সংস্থার এমব্রেয়ার লিগ্যাসি বিমান তেভর এলাকার কুজেনকিনো গ্রামের কাছে ভেঙে পড়ে। ওই বিমানে পাইলট, ক্রু, যাত্রী-সহ মোট ১০ জন ছিলেন। মৃতদের তালিকায় প্রিগোজিনও রয়েছেন বলেই গুঞ্জন ছিল। দুর্ঘটনার দিনচারেক পরে রাশিয়ার তদন্তকারী কমিটি সরকারিভাবে প্রিগোজিনের মৃত্যুর খবর স্বীকার করে। প্রসঙ্গত, ইউক্রেন যুদ্ধে নিজের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন প্রিগোজিন। কিন্তু পুতিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের চির ধরে এই রণক্ষেত্র থেকেই। তিন মাস আগেই রুশ সামরিক প্রধানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে গোটা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন প্রিগোজিন। হয়ে উঠেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের মাথাব্যথার কারণ।

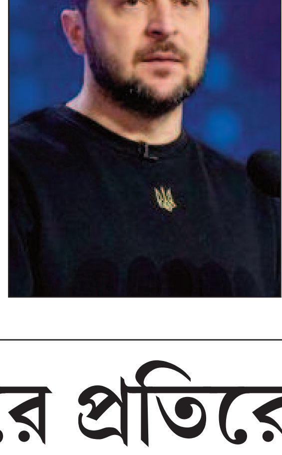

মায়ানমারে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় নিহত অন্তত ৫০ জুন্টা সেনা

নেইপিদ, ৯ সেপ্টেম্বর: মায়ানমারে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় কমপক্ষে ৫০ জুন্টা সেনা নিহত হয়েছেন। পিপলস ডিফেন্স ফোর্স গ্রুপ (পিডিএফ) এবং জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন (ইএও) সারা দেশে শাসকদের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়ে যাওয়ায় গত চার দিনে এ প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। গত চার দিনে জুন্টা সেনাদের প্রাণহানির এসব ঘটনা সাগাইং, ম্যাগওয়ে, মান্দালয় ও তানিনথারি অঞ্চলে এবং চিন, শান, সোম ও কারেন প্রদেশে। অবশ্য কিছু সামরিক হতাহতের পরিসংখ্যান স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। প্রতিরোধ গোষ্ঠী বলেছে, বুধবার সাগাইং অঞ্চলের ইয়ানমাবিন টাউনশিপে কিয়াক কোন গ্রামের কাছে ১০০ সৈন্যের একটি সামরিক ইউনিটের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে ইউনিয়ন লিবারেশন ফ্রন্টের (ইউএলএফ)। এতে জুন্টা বাহিনীর পাঁচজন নিহত এবং ছয়জন আহত হয়।

দেশটির সামরিক সরকারবিরোধী ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্টের (এনইউজি) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, গত মঙ্গলবার মান্দালয় অঞ্চলের সিন্টগু টাউনশিপের শোয়ে পাই গ্রামের পুলিশ স্টেশনে হামলা চালায় পিপলস ডিফেন্স ফোর্স গ্রুপ (পিডিএফ)। রকেটচালিত গ্রেনেড ব্যবহার করা হয় এই হামলায়। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওই স্টেশনে কয়েক মিনিট ধরে বন্দুকযুদ্ধ চলে। এতে থানার পুলিশ প্রধানসহ তিন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন। মন্ত্রণালয় আরও দাবি, গত ৪ সেপ্টেম্বর মান্দালয় অঞ্চলের মাদায়া টাউনশিপে তিনটি স্থানীয় প্রতিরোধ গোষ্ঠী যৌথভাবে ল্যান্ড মাইন ব্যবহার করে একটি গ্রামে অভিযান চালায়। ৬০ জন সৈন্যের একটি সামরিক ইউনিটে অতর্কিত হামলা করে। এতে ১৫ জন জুন্টা সেনা নিহত হন।

এদিকে ম্যাগওয়ে অঞ্চলের সো শহরে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। সো পিডিএফ বলেছে, মঙ্গলবার রাতে ম্যাগওয়ে অঞ্চলের সো শহরে শাসক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এছাড়া তানিনথারিতে আবারও সামরিক চৌকিতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। ওক অ্যাওয়ে কলাম দাওয়েই বলেছে, অন্যান্য স্থানীয় প্রতিরোধ গোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে তারা বৃহস্পতিবার তানিনথারি অঞ্চলের দাওয়েই টাউনশিপের মাউং মে শাউং গ্রামের কাছে সামরিক চেকপয়েন্টে হামলা করে। এতে দুজন সেনা নিহত এবং তিনজন আহত হন। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্রপন্থি নেত্রী অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে মায়ানমারের ক্ষমতা দখল করে সেনাবাহিনী। এর পর গণতন্ত্রের দাবিতে রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ দেশটিতে বিভিন্ন গোষ্ঠী সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু করে।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No. : UKM/017(e)/ 2023-24 dt.09.09.2023

1.Construction of Covered drain at Santinagar Road and Motilal Roy Lane in ward no-11. **2.**Construction of Covered drain at T.N. Mukherjee Road near Sasti tala Water tank in ward no.-20. **3.**Construction of Cover drain at Sukanta Nagar Govt. Colony in ward no- 04. **4.**Construction of Cover drain at New Station Road from Desh Bandhu Park to Battala Bye-lane-1 in ward no 07. Bid Submission Closing Date–**27.09.2023**.For Details: - **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman,
U.K. Municipality

Office Of The Block Development Officer & Sabang Panchayat Samity
Sabang :: Paschim Medinipur

Tender Notice

On and behalf of Sabang Development Block, the undersigned invites e-tender for the works of the following NIT under mentioned schedule from bonafide and resourceful outside contractors. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Tender ID	Amount put to tender (Rs)	EMD Free (Rs)	Tender documents Rs.
2023_ZPHD_563607_1	2358504.00	47170.00	3000.00
2023_ZPHD_563639_1	1490138.00	29803.00	1500.00
2023_ZPHD_563673_1	2016627.00	40333.00	3000.00
2023_ZPHD_563697_1	1995278.00	39906.00	2500.00
2023_ZPHD_563706_1	1998147.00	39963.00	2500.00
2023_ZPHD_563755_1	149806.00	2996.00	200.00
2023_ZPHD_563755_2	150811.00	3016.00	200.00
2023_ZPHD_563755_3	150624.00	3012.00	200.00
2023_ZPHD_563755_4	155717.00	3114.00	200.00
2023_ZPHD_563755_5	149306.00	2986.00	200.00
2023_ZPHD_563755_6	151039.00	3021.00	200.00
2023_ZPHD_563755_7	149788.00	2996.00	200.00
2023_ZPHD_563755_8	148792.00	2976.00	200.00
2023_ZPHD_563755_9	148567.00	2971.00	200.00
2023_ZPHD_563755_10	153588.00	3072.00	200.00
2023_ZPHD_563831_1	152897.00	3058.00	200.00
2023_ZPHD_563831_2	152737.00	3055.00	200.00
2023_ZPHD_563831_3	151040.00	3021.00	200.00
2023_ZPHD_563831_4	151292.00	3026.00	200.00
2023_ZPHD_563831_5	151929.00	3039.00	200.00
2023_ZPHD_563831_6	150881.00	3018.00	200.00
2023_ZPHD_563831_7	149167.00	2983.00	200.00
2023_ZPHD_563831_8	155006.00	3100.00	200.00
2023_ZPHD_563831_9	152141.00	3043.00	200.00
2023_ZPHD_563831_10	156912.00	3138.00	200.00
2023_ZPHD_563831_11	150560.00	3011.00	200.00
2023_ZPHD_565306_1	371181.00	7425.00	500.00
2023_ZPHD_565344_1	4313365.00	86267.00	6000.00
2023_ZPHD_565391_1	3157235.00	63145.00	6000.00
2023_ZPHD_565458_1	150710.00	3014.00	200.00

Sd/- Executive Officer,
Sabang Panchayat Samity

শাহিন মহড়ায় ডুবে বিরাট, পাকিস্তান যুদ্ধে দলে বদল আনতে পারে ভারত

গল: ফেস রোড থেকে প্রেমদাসা স্টেডিয়ামের দূরত্ব মিনিট পনেরোর। কিন্তু দুটো জায়গার মধ্যে ভাল বৈপরীত্যে রয়েছে। গল ফেস চত্বর একেবারে ঝাঁ-চকচকে। ঠিক সামনেই ভারত মহাসাগর। কিছুটা এগোলেই আবার বিশাল শপিং মল। এশিয়া কাপের পোস্টারে ছয়লাপ চারদিক। প্রেমদাসার সামনে সে'সব নেই তেমন। এলাকাটাও পুরেনো। বাড়িঘর একটু প্রাচীন আমলের। স্টেডিয়ামের বাইরের দিকটাও খ ানিকটা তাই। কোথাও এবড়ো-খে বড়ো। কোথাও সামান্যে জল-কাদা। তবে প্রেমদাসার আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে। ঐতিহ্যেও যে বিত্তশালী।

ভারতীয় দল এদিন প্রেমদাসায় ঢুকল সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ। তার খানিক আগে বাংলাদেশ প্র্যাকটিস শেষ করে বেরিয়েছে। একটা নেটে অবশ্য শ্রীলঙ্কার জনা কয়েক ক্রিকেটার তখনও রয়েছেন। তা দেখ া গেল, বিরাট কোহলি বাইরের প্র্যাকটিস এরিয়াতেই নেট শুরু করে দিলেন! পাল্লেকেলের ভারত-পাক ম্যা চে ভারতীয় টপ অর্ডারকে প্রবল ভুগিয়েছিলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। নেট দেখে মনে হল, এবার পাকিস্তানের শাহিনকে খেলার প্রস্তুতি আরও ভালভাবে সারতে চাইছেন ভারতীয় ব্যাটাররা। বিরাট শুরুতেই ডেকে নিলেন নুয়ানকে। ভারতীয় টিমের থ্রো ডাউন স্পেশালিস্টের টিমের সদস্য। নুয়ানের বিশেষত্ব হল, তিনি বাঁ-হাতে থ্রো ডাউন দেন। ভারতীয় দলে যেহেতু কোনও বাঁ-হাতি পেসার নেই, তাই বিরাটকে নেটে দীর্ঘক্ষণ নুয়ানকে খেলে গেলেন। কখনও সপাটে পুল মারছিলেন। কখনও কভার ড্রাইভ। তারপর মাঠে কিছুক্ষণ ফুটবল। সে'সব শেষ করেই সবাই আবার বাইরের প্র্যাকটিস চত্বরে।

এমনিতে ভারত বনাম পাকিস্তান কিছু না কিছু উত্তাপ বয়ে নিয়ে আসেই। বলা হয়, মাঠের বাইরের চাপটা নাকি থাকে মারাত্মক। যদিও ভারতীয় দলকে দেখে একবারের জন্য মনে হবে না, কোনওরকম চাপ আছে। সবাই ফুরফুরে। দুপুরের দিকে রোহিত শর্মা আবার গিয়েছিলেন পার্সি অভয়শেখরার বাড়িতে। শ্রীলঙ্কান টিমের সবচেয়ে জনপ্রিয় সমর্থক। টিমের সঙ্গে আগে সর্বত্র ট্রাভেল করতেন। কিন্তু বার্ধক্যে ার কারণে এখন আর হয়ে ওঠে না। ভারতীয় টিমের মধ্যেযে রোহিত আর বিরাট প্রচণ্ড পছন্দের পার্সির। ইদানিং শরীরটা যাঁর একেবারেই ভাল যাচ্ছে না। সেই কথা শোনার পর রোহিত পার্সির বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসেন। ব্যাটে সই করেন। পার্সি প্রচণ্ড আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবতেও পারেননি রোহিত এমন 'সারপ্রাইজ' দেবেন তাঁকে।

রবিবার এরকম কিছু 'সারপ্রাইজ' অবশ্য ভারতীয় টিমেও থাকতে পারে। পাল্লেকেলে দুটো ম্যাচেই চার পেসার (হার্দিক পাণ্ডিয়াকে নিয়ে) খেলেছিল ভারত। তবে প্রেমদাসায় খুব সম্ভবত সেই কম্বিনেশন বদলাতে চলেছে। প্রেমদাসার প্র্যাকটিস পিচগুলোতে (ম্যা চ উইকেটের ঠিক পাশেই) যেরকম বল ঘুরছিল, তাতে তিন স্পিনারে খেলার সম্ভাবনাই বেশি। অর্থাৎ রবীন্দ্র জাদেজার আর কুলদীপ যাদবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে অক্ষর প্যাটেলকে। সেক্ষেত্রে শার্দূল ঠাকুরকে বাইরে বসতে হবে। জসপ্রীত বুমরাহ ফিরে এসেছেন। এখন মহম্মদ শামি না মহম্মদ সিরাজ, কার জায়গায় বুমরাকে খে লানো হয়, সেটাই জিজ্ঞাস্য । তবে পাকিস্তান ম্যাচে লোকেশ রাহুলের খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। চোট সারিয়ে টিমের সঙ্গে দু'দিন আগে যোগ দিয়েছেন।

এদিন ব্যাটিংয়ের থেকেও রাহুলকে বেশি সময় উইকেটকিপিং নিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল। রাহুল চলে আসায় সঞ্জু স্যামসন দেশে ফিরে গেলেন।

ভারতের থেকে আমরা এগিয়ে থাকব, মাঠে নামার আগেই হুঙ্কার পাক অধিনায়কের

কলম্বো: বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে গ্রুপ লিগের প্রথম ম্যাচ। রবিবারের মহারণ ঘিরে তাই উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তানের সুপার ফোরের ম্যাচ বৃষ্টির কবলে পড়তে পারে, এমন আশঙ্কা করে এই ম্যাচের জন্য রিজার্ভ ডেও রাখা হয়েছে। রোহিত শর্মার টিম আগের ম্যাচে বেশ চাপে পড়েছিল পাকিস্তানি বোলারদের সামলাতে। এ বারও তাই করে দেখ াতে চাইছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি, হ্যারিস রউফরা। ব্যাটিং গভীরতা বাড়াতে ভারতীয় টিমে হয়তো ফিরতে চলেছেন লোকেশ রাহুল। মাঠের বাইরের আলোচনা যাই হোক না, মাঠে নামার আগে কিন্তু হুঙ্কার দিয়ে রাখছেন পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন বাবর আজম।

কেন ভারতের বিরুদ্ধে নিজের টিমকে এগিয়ে রাখছেন বাবর আজম? তার কারণই হল শ্রীলঙ্কার মাঠ ও পরিবেশ। গত কয়েক বছরে বাবরের টিমের অধিকাংশ ক্রিকেটার শ্রীলঙ্কায় খেলেছেন। টেস্ট সিরিজ থেকে লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ; ঘনঘন শ্রীলঙ্কায় খেলার অভিজ্ঞতার কারণেই পরিবেশ ও মাঠের চরিত্র সম্পর্ক অনেক বেশি ওয়াকিবহাল বাবররা। ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামার চব্বিশ ঘণ্টা আগে বাবর বলে দিচ্ছেন, 'পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে আমরা অনেক বেশি খেলেছি। সে দিক থেকে দেখলে কিন্তু ভারতের থেকে আমরা একটু এগিয়েই থাকব। শ্রীলঙ্কায় আমরা গত দু'মাস ধরে টানা খেলছি। টেস্ট খেলেছি, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওয়ান সিরিজের পর আবার লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে খেলেছি। এই কারণগুলোর জন্য বলতে পারছি, আমরা ভারতের বিরুদ্ধে একটু এগিয়ে থেকেই নামব।'

ভারতের দিক থেকে ভাবলে কিন্তু চাপ এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে। ওই ম্যাচে ২৬৬ রান তুলেছিলেন রোহিত শর্মারা। ভারতীয় বোলিংকে এখনও পরীক্ষার মুখে পড়তেই হয়নি। পরের ম্যাচে নেপালের বিরুদ্ধে সহজ এসেছিল। বলা যেতে পারে, এশিয়া কাপের সুপার ফোরেই কড়া প্রতিপক্ষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামতে হচ্ছে ভারতকে। এই মুহূর্তে ওয়ান ডে ফর্ম্যাটে সবচেয়ে গোছানো টিমের নাম পাকিস্তান। ব্যাটিং-বোলিং দুই দিক থেকেই যথেষ্ট তৈরি। বাবররা যে কারণে আত্মবিশ্বাসী হয়েই মাঠে নামবেন রবিবার। এশিয়া কাপে ঘনঘন শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান করতে হয়েছে বাবরদের। এটা কি কোনও সমস্যা হতে পারে?

ক্লান্তি গ্রাস করতে পারে টিমকে? বাবর মনে করছেন না। পাক অধিনায়কের কথায়, 'আমরা তো শুরু থেকেই এশিয়া কাপের সূচি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম। খুব ভালো করে জানতাম, কতটা যাত্রা করতে হবে আমাদের। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, আমরা প্লেয়ারদের কতটা দেখভাল করেছি। আমরা সব দিক গুছিয়েই এগোতে পেরেছি।'

ফাইনালে খাদের কিনারাতে দাঁড়িয়েও বোপান্নার স্পোর্টসম্যান স্পিরিট, কুর্নিশ রাজীব রামের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্তমান সময়ে ক্রীড়ার জগতে 'স্পোর্টসম্যান স্পিরিট' এই কথাটি যেন প্রায় বিলুপ্তির পথে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হোক কিংবা বড় ম্যাচে অনেক তাবড় তাবড় ক্রীড়াবিদ এর ধার কাছ দিয়েও জান না। তবে এর ঠিক উলট পুরাণ দেখা গেল চলতি ইউএস ওপেনের পুরুষ ডাবলসের ফাইনালে।একে গ্রান্ড স্ল্যাম ফাইনাল, তার উপর তাঁর দল একেবারে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে। সামনে রয়েছে ম্যাচ হারের ভ্রুকুটি। ম্যাচে এক একটা পয়েন্ট যেখানে খুব দরকার, সেই সময়ে ভারতীয় লন টেনিস তারকা রোহন বোপান্না যা করলেন তা সারা জীবন মনে রাখবে ক্রীড়া জগত। আম্পায়ার পয়েন্ট বোপান্নাদের দিয়ে দেওয়ার পরেও 'স্পোর্টসম্যান স্পিরিট' দেখিয়ে পয়েন্ট রাজীবদের ফিরিয়ে দিলেন বোপান্না। যেভাবে বল তাঁর কনুইয়ে লাগার কথা বলে বিপক্ষকে পয়েন্ট দেওয়ার কথা জানালেন বোপান্না তা নিঃসন্দেহে এক অবিশ্বাস্য বিষয়। বিপক্ষের রাজীব রামও এই স্পোর্টসম্যানশিপ দেখানোয় ভূয়সি প্রশংসা করলেন।

ইউএস ওপেনের পুরুষ বিভাগে ডাবলসের খেতাব জয়ের পর রাজীব রাম ম্যাচে রোহন বোপান্নার অসাধারণ স্পোর্টসম্যানশিপের বিষয়টি নিয়ে বলতে গিয়ে জানান, 'এত বছর ধরে আমি এটিপি ট্যুরে খেলছি কিন্তু কোনও দিন এমন ঘটনা (বোপান্নার স্পোর্টসম্যানশিপের ঘটনা) আমি দেখিনি বা শুনিওনি। আমরা কিন্তু কেউ বিষয়টি বুঝতেই পারিনি। ঘটনাটি বুঝিয়ে দেয় রোহন বোপান্নার সম্বন্ধে। বুঝিয়ে দেয় অত ভালো একজন মানুষ ও। বোপস (বোপান্না) তুমি সবার কাছে অনুপ্রেরণা।'

প্রসঙ্গত ঘটনাটি ঘটে ইউএস ওপেনের পুরুষ ডাবলসের ফাইনালে। ম্যাচে তখন তৃতীয় সেটের খেলা চলছে। ফল তখন ১-১ সেটে ড্র। তৃতীয় সেটে তখন ব্রেকে এগিয়ে রয়েছে রাজীব রাম এবং সালসবেরি জুটি। তারা লড়াই চালাচ্ছেন পরপর তিনবার এই খে তাব জিতে নজির গড়ার। আর অন্যদিকে রোহন বোপান্না তাঁর সঙ্গী ম্যাথু এবদেনকে নিয়ে লড়াই চালাচ্ছিলেন বয়স্কতম খেলোয়াড় হিসেবে ইউএস ওপেনের পুরুষ ডাবলসের খেতাব জয়ের। সার্ভিস করছিলেন ম্যাথু এবদেন। ০-১৫ পয়েন্ট তখন পিছিয়ে তারা। এই অবস্থায় এবদেন তাঁর সার্ভিস রিটার্নের জবাবে একটি ফোরহ্যান্ড ক্রসকোর্ট মারেন। বল নেটে দাঁড়িয়ে থাকা বোপান্নার কনুইয়ে স্পর্শ করে নেটের অপর প্রান্ত দাঁড়ানো সালসবেরিকে বোকা বানিয়ে কোর্টে ড্রপ খেয়ে বেরিয়ে যায়। চেয়ার আম্পায়ার বোপান্নাদের পয়েন্ট দেন। ফলে ১৫-১৫ হয় স্কোর। এই সময়েই বোপান্না চেয়ার আম্পায়ারকে জানান বল তাঁর কনুই বা ফোরাআর্মে লেগে তারপর কোর্টে পরে বাইরে গিয়েছে। ফলে এই পয়েন্টটি বিপক্ষ দলকে দিয়ে দিন। যদিও ঘটনাটি না বিপক্ষ দল না চেয়ার আম্পায়ার না লাইন আম্পায়ার কেউ দেখেননি। তারপরে যেভাবে বোপান্না ম্যাচ হারের ভ্রুকুটি মাথাতে নিয়েও জেতা পয়েন্ট এইভাবে বিপক্ষকে উপহার দেন তাতে মুগ্ধ সকলে। ম্যাচে দুই ঘন্টারও বেশি সময় লড়াই করে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হয়েছে রোহন বোপান্নাদের।

লঙ্কান ক্রিকেটারদের পরামর্শ বিরাটের, পেলেন উপহার

কলম্বো: বিরাট কোহলি বিশ্বমানের ক্রিকেটার। এ কথা একাধিক কিংবদন্তি বার বার বলেছেন। তাঁর থেকে ক্রিকেট টিপস পাওয়ার অপেক্ষায় থাকেন দেশ-বিদেশের তরুণ ক্রিকেটাররা। কোহলি অনেক তরুণ ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণাও। আইপিএলের সময় একাধিক ম্যাচে দেখা গিয়েছে, খেলা শুরুর আগে কিংবা পরে সুযোগ পেলেই তরুণ ক্রিকেটাররা ঘিরে ধরেন কোহলিকে। চলে কিং কোহলির ক্লাস। এখন শ্রীলঙ্কায় রয়েছেন বিরাট কোহলি। এশিয়া কাপে তিনি ব্যস্ত। আগামিকাল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সুপার ফোরের ম্যাচ। তার আগে অনুশীলনে ফাঁকে কোহলিকে দেখা গেল শ্রীলঙ্কার তরুণ ক্রিকেটারদের টিপস দিতে। পরে কোহলি শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের থেকে পান বিশেষ উপহারও।

বিসিসিআই সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছে। যেখানে দেখা যায় কলম্বোতে অনুশীলনের ফাঁকে কোহলি শ্রীলঙ্কার তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলছেন। বিরাটকে লঙ্কান ক্রিকেটারদের বলতে শোনা যায় সঠিক অনুশীলন, ফিটনেস ধরে রাখতে হবে। কোহলিকে দেখে ও তাঁর থেকে ক্রিকেটের টিপস পেয়ে আপ্লুত শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের শেয়ার করা ভিডিয়োটির শেষে দেখা যায়, শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা কোহলিকে সম্মান জানাতে তাঁর হাতে একটি স্মারক তুলে দেন। সেই স্মারকে ছিল একটি রুপোলি ব্যাট। বাবর আজমের গ্রিন আর্মির বিরুদ্ধে নামার জন্য তৈরি কোহলি। কলম্বোতে এ বার কোহলি ম্যাজিক দেখা যায় কিনা তারই অপেক্ষায় বিরাটের ভক্তরা। এর মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরাটের আরও একটি ভিডিয়ো ভাইরাল। যা নেটিজনেদের মন ছুঁয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগামিকাল সুপার ফোরের ম্যাচে নামার আগে, অনুশীলনের ফাঁকে কোহলিকে দেখা গিয়েছে মাঠের মধ্যে একটি ছোট্ট কুকুরছানার সঙ্গে খেলতে।

সিএবি-র কার্তিক বোস লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন স্নেহাশিস গাঙ্গুলী।

ভারতের বিরুদ্ধে সাফল্যের রহস্য ফাঁস করলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি

কলম্বো: শাহিন শাহ আফ্রিদিকে সামলানোর কী করা উচিত? পাকিস্তানের প্রাক্তন পেস বোলার আকিব জাভেদের পরামর্শ হল, বোলারকে নয়, বল দেখুন ভারতীয় ব্যাটাররা। এই মুহূর্তে শাহিন রোহিত শর্মার টিমের মাথা ব্যথার সবচেয়ে বড় কারণ। আমিরশাহি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় থেকেই তিনি ত্রাস হয়ে উঠেছেন। ভারতের টপর অর্ডার তাঁকে হামেশাই উইকেট উপহার দিচ্ছেন। এশিয়া কাপের গ্রুপ লিগের ম্যাচেও তাই ঘটেছে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি সহ ৪ উইকেট নিয়েছেন পাকিস্তানের বাঁ হাতি পেস বোলার। রবিবার সুপার ফোরের ম্যাচেও তাঁকে কী ভাবে সামলান রোহিতরা, তার উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু।

২৩ বছরের পাক পেসার কিন্তু বলে দিচ্ছেন, 'ভারতের বিরুদ্ধে যে কোনও ম্যাচই আমার কাছে স্পেশাল। এই ম্যাচ দেখতে ভালোবাসে মানুষ। বয়সভিত্তিক ক্রিকেট খেলার সময় থেকে আমি এই ম্যাচটার জন্য মুখিয়ে থাকতাম। ভারতের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে যে বল করেছি, সেটাই আমার সেরা স্পেল। তবে এটা সবে শুরু। এমন আরও অনেক ম্যাচ বাকি রয়েছে। সেরাটা আসতে দেরি আছে।'

ইনসুইং, আউটসুইং; দুটোতেই ভীষণ ধারালো শাহিন। সেই সঙ্গে তাঁর তীব্র গতিও ব্যাটারদের বিপদে ফেলে। শোয়েব আখতার থেকে শুরু করে সব প্রাক্তনই এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা বোলার বলছেন তাঁকে। শাহিন কিন্তু নিজের উপরেই আস্থা রাখ ছেন। তাঁর কথায়, 'যদি আমার মতো অল্প বয়সে পাকিস্তানের হয়ে সব ফর্ম্যাটে খেলার সুযোগ আসে, নতুন বলে বল করার সুযোগ মেলে, তা হলে আমার কাছ থেকে এই রকমই পারফরম্যান্স প্রত্যাশা করবেন সমর্থকরা।' এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তানের গ্রুপ লিগের ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গেলেও শাহিন-রউফ-নাসিম তিন পেসার রোহিতের টিমের বিরুদ্ধে এই প্রথম ১০ উইকেট নিয়ে রেকর্ড করেছেন। এশিয়া কাপে এখনও পর্যন্ত মোট ২৩ উইকেট নিয়েছেন পাক পেসাররা। শাহিন যা নিয়ে উচ্ছ্বসিত। বলছেন, 'নতুন আর পুরনো বলে আমার ভূমিকা কী, সেটা খুব ভালো করেই জানি। হ্যারিস আমাদের থেকে জোরে বল করে। ওর গতি কাজে লাগায়। নাসিম আর আমি শুরুর দিকে উইকেট তোলার চেষ্টা করি। আমাদের তিনজনের মধ্যে বোঝাপড়াটা খুব ভালো। এটাই আমাদের সাফল্যের আসল কারণ।'

গত বছর হাঁটুতে মারাত্মক চোট পেয়েছিলেন শাহিন। সেখান থেকে ফিরে এসে গত জুলাইয়ে চমৎকার পারফর্ম করেছেন। শাহিন বলে দিচ্ছেন, 'ম্যাচ টাইম পেলে যে কেউ ধীরে ধীরে উন্নতি করবে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ বোলার হিসেবে আমাকে আরও ধারালো করেছে। এর ফলে লম্বা সময় বল করতে পেরেছি। সারা দিন ফিল্ডিং করতে পেরেছি। ওখান থেকেই হাঁটুর চোট যে আর নেই, নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম।' ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে কখনও খেলেননি শাহিন। ভারতের মাটিতে খেলারও অভিজ্ঞতা নেই। শাহিন মুখিয়ে রয়েছে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলার জন্য। 'আইপিএলে যে সব ক্রিকেটার খেলে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ভারতের উইকেট পাকিস্তান কিংবা দুবাইয়ের মতো। স্পিনাররা সাহায্য পাবে। আমাদের মতো পেসারদের নির্দিষ্ট লেন্থে বল করতে হবে। টিম হিসেবে আমরা সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। তার জন্য কিন্তু আমরা তৈরি।' পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন শাহিদ আফ্রিদি তাঁর শ্বশুর। যে কোনও বড় ম্যাচের আগে সিনিয়র আফ্রিদির সঙ্গে কথা বলেন শাহিন। 'উনি বড় ম্যাচের প্লেয়ার ছিলেন। তাই বড় ম্যাচের আগে ওঁর ক্ষুরধার মস্তিকের সাহায্য নিই সব সময়। ওঁর সঙ্গে কথা বলার পর পরিকল্পনা সাজাই। উনি আমাকে বরাবর বলেন, নিজের খেলাটা খেলো।'

পেলের রেকর্ড ভেঙে দিলেন নেইমার! করলেন জোড়া গোল

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ পর্যন্ত পেলেকে টপকে গেলেন নেইমার জুনিয়ার। শনিবার বলিভিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের ৬১ মিনিটে গোল করে ব্রাজিলের জার্সিতে ফুটবলের রাজা পেলের সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটিকে ভেঙে দিলেন তিনি। এই রেকর্ড এবার নিজের নামে করেছেন নেইমার। এতদিন পর্যন্ত ব্রাজিলের জার্সি গায়ে পেলে করেছিলন ৭৭টি গোল, এদিন ব্রাজিলের জার্সি গায়ে ৭৮টি গোল করলেন নেইমার। বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে পেলেকে ছুঁয়েছিলেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা।

প্রায় ৯ মাস পরে জাতীয় দলের জার্সিতে আবার মাঠে নেমেছিলেন নেইমার। মাঝে ইনজুরি আর দলবদলের ঝড়ঝাপ্টা গেছে তাঁর কেরিয়ারে। তবে মাঠে ফিরেই আবার আগের মেজাজে ধরা দিলেন নেইমার। বলিভিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে দলে ফিরেই গোল করলেন ব্রাজিলিয়ান এই তারকা। বলিভিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের ৬১ মিনিটে জালে বল জড়ান নেইমার। বাম প্রান্ত থেকে রাফিনহার বাড়ানো বলে শট নিতে ব্যর্থ হন রদ্রিগো, বল গিয়ে পোঁছায় নেইমারের কাছে। বক্সের ভিতর থেকে লক্ষ্যভেদ করতে ভুল করেননি ব্রাজিলিয়ান তারকা। তারকা ফুটবলারের এই গোলে ব্রাজিল ৪-০ গোলে এগিয়ে যায়। এরপরে ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে আবারও একটি গোল করেন নেইমার। এরফলে এদিনের ম্যাচটি ৫-১ ব্যবধানে জেতে ব্রাজিল। এদিনের গোলের ফলে নতুন এক মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেছেন নেইমার। ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন নেইমার। বলিভিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের চতুর্থ ও পঞ্চম গোল করে কিংদন্তি পেলেকে টপকে গিয়ে একটু এগিয়ে গিয়েছেন নেইমার। ভেঙে দিয়েছেন ৫২ বছর আগে গড়া পেলের রেকর্ড। ব্রাজিলের জার্সিতে ৯২ ম্যাচ খেলে ৭৭ গোল করেছিলেন পেলে। প্রয়াত কিংদন্তির রেকর্ড ভাঙতে নেইমার খেলেছেন ১২৫ ম্যাচ। ব্রাজিলের জার্সিতে নেইমারের এখন গোল সংখ্যা হল ৭৯টি। তালিকার তিন নম্বরে রয়েছেন রোনাল্ডো। ৯২টি ম্যাচে তিনি করেছেন ৬২টি গোল।

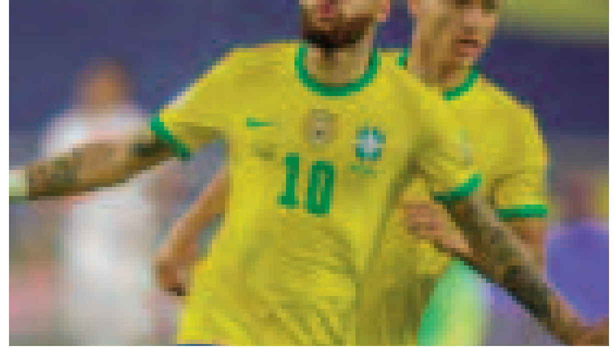

কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিয়েছিল পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। বিশ্বকাপ শেষে ব্রাজিল তিনটি প্রীতি ম্যাচ খেললেও, সেই তিন ম্যাচে চোটের কারণে খেলতে পারেননি নেইমার। নেইমারবিহীন সেই তিন ম্যাচে দুটিতেই হেরেছিল ব্রাজিল। তবে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ সামনে রেখে ঘোষিত দলে ফেরেন নেইমার। চোট নিয়ে শঙ্কা থাকলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে নামেন এই ফরোয়ার্ড। আর ম্যাচের ৬১ মিনিটে সমন্বিত এক আক্রমণ থেকে দলকে গোল করেন।

এদিন ঘরের মাঠে বলিভিয়ার বিরুদ্ধে শুরুটা দাপটের সঙ্গেই করেছিল ব্রাজিল। বল দখল ও আক্রমণ দুটিতেই এগিয়ে ছিল নেইমাররা। মাত্র ২ মিনিটের মাথায় নিজের উপস্থিতির জানান দেন নেইমার। ১০ মিনিটে গোলের সুযোগও তৈরি করে ব্রাজিল। কিন্তু ব্রুনো গিমারায়েস সঠিক সময়ে বলে পা ছোঁয়াতে ব্যর্থ হওয়ায় গোল পায়নি ব্রাজিল। ম্যাচের ১৫ মিনিটে রদ্রিগো-নেইমারের সমন্বিত আক্রমণের চাপ সামলাতে না পেরে ব্রাজিলকে পেনাল্টি উপহার দেয় বলিভিয়া। আর এই পেনাল্টি নেইমারের সামনে সুযোগ করে দেয় ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে গোলে পেলেকে ছাড়িয়ে সবার ওপরে ওঠার। কিন্তু সেই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেননি নেইমার। তাঁর দুর্বল শট সহজেই আটকে দেন বলিভিয়া গোলরক্ষক ভিসকারা। তবে এরপরে ম্যাচের ২৪ মিনিটে রদ্রিগোর গোলে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। ৪৭ মিনিটে নেইমারের কাছ থেকে বল পেয়ে ডান প্রান্ত দিয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে ব্রাজিলকে ২-০ গোলের লিড এনে দেন রাফিনিয়া। ৫৪ মিনিটে নেইমারের দারুণ এক চিপ শট থেকে তৈরি হওয়া আক্রমণে গিমারায়েসের কাছ থেকে বল পেয়ে গোল করেন রদ্রিগো। ম্যাচের ৬১ মিনিটে দুর্দান্ত এক দলীয় আক্রমণ থেকে লক্ষ্যভেদ করে ব্রাজিলকে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন নেইমার। চার গোলে পিছিয়ে পড়া বলিভিয়া ৭৮ মিনিটে একটি গোল করে। যদিও সেই গোল ম্যাচের ভাগ্যে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। এরপরে ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোলটিও আদায় করেন নেইমার।

যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে রেকর্ড গড়ে ফাইনালে জকোভিচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নভঙ্গ। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের পুরুষ ডাবলসের ফাইনালে পরাস্ত রোহন বোপন্না ও তাঁর সঙ্গী ম্যাথিউ এবডেন। প্রথমবার এই গ্র্যান্ডস্লামের ফাইনালে পৌঁছে রানার্স-আপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতীয় তারকাকে। তবে প্রত্যাশিত মতোই টুর্নামেন্টের ফাইনালে পৌঁছে গেলেন নোভাক জকোভিচ। শুক্রবার পুরুষ ডাবলসের ফাইনালে রাজীব রাম এবং জো স্যালিসবারির মুখোমুখি হয়েছিলেন বোপন্না ও ম্যাথিউ। দু'বারের চ্যাম্পিয়ন জুটির বিরুদ্ধে শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন বোপন্নারা। প্রথম সেট ৬-২ ব্যবধানে জিতে নেয় অজি-ভারতীয় জুটি। তবে দ্বিতীয় সেট থেকে ঘুরে দাঁড়ান রাজীব ও জো। সেই সেটটি তাঁরা জেতেন ৬-৩ ব্যবধানে। পরের সেটেও আর বোপন্নাদের কামব্যাক করার সুযোগ দেননি তাঁরা। ৬-৪ ব্যবধানে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যায় মার্কিন-ব্রিটিশ জুটি।

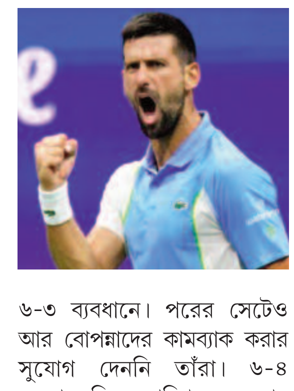

এদিকে, প্রত্যাশামতোই যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন জকোভিচ। পুরুষ সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে বেন শেলটনকে স্ট্রেট সেটে হারান সার্বিয়ান তারকা। আর্থার অ্যাশে স্টেডিয়ামে ২ ঘণ্টা ৪১ মিনিটের লড়াইয়ে জোকার জেতেন ৬-৩, ৬-২, ৭-৬ (৬-৪) সেটে। আর সেই সঙ্গে নয়া রেকর্ডের মালিক হয়ে গেলেন তিনি। টেনিসের ওপেন এরায় সর্বোচ্চ ৩৬টি গ্র্যান্ডস্লামের ফাইনালে ওঠার নজির গড়লেন জকোভিচ। চূড়ান্ত লড়াইয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ ড্যানিল মেদভেদেব। টেনিস দুনিয়াকে কার্যত চমকে দিয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছান ড্যানিল। চলতি বছর উইম্বলডনের সেমিফাইনালে এই আলকারাজের কাছেই শেষ চারের লড়াইয়ে পরাজ্ঞ স্ত হয়েছিলেন তিনি। এদিন তাঁরই প্রতিশোধ নেন। রুশ তারকার পক্ষে ম্যাচের ফল ৭-৬ (৭-৩), ৬-১, ৩-৬, ৩-৬। ফাইনালে তাঁর সামনে কঠিন লড়াই।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**